বাংলাবুক পরিবেশিত

দ্য কনস্পিরেটর্স

আলেক্সান্দ্র দ্যুমা

দ্য কনস্পিরেটর্স

আলেকজাঁদ্রে দ্যুমা

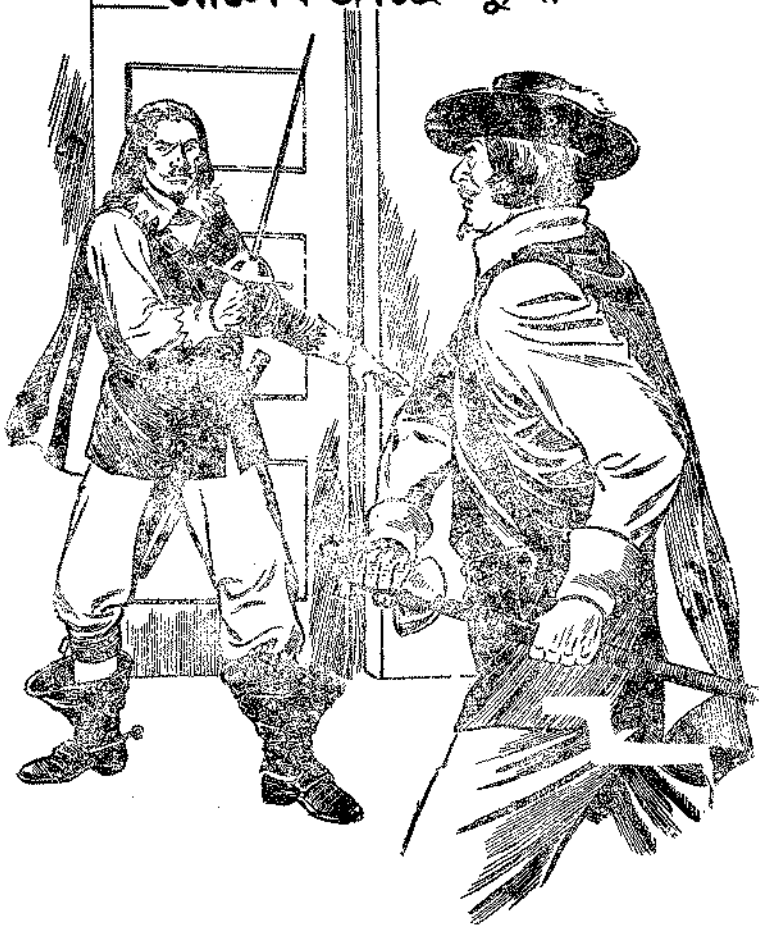

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অনূদিত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ
এপ্রিল
১৯৮২

মে
১৯৮৫
২

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৮·০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লেখক-পরিচিতি

১৮০২ সালের ২৪শে জুলাই ফ্রান্সের ভিলে-কোংরে গ্রামে আলেকজাঁদ্রে দ্যুমার জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন সুখ্যাত সেনাপতি। সম্রাট নেপোলিয়াঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা। রাজনীতির আবর্তে পড়ে সেনাপতি দ্যুমা হলেন পদচ্যুত, লাঞ্ছিত। প্যারি ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হল সুদূর পল্লীভবনে। সেইখানেই ভগ্নহৃদয়ে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পুত্র আলেকজাঁদ্রে তখন সবে চার বৎসরের শিশু।

পিতা ছিলেন সামরিক কর্মচারী, পুত্র আলেকজাঁদ্রেও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তার চেয়েও মহত্তর কার্যের জন্য যে বিধাতা ধরাধামে পাঠিয়েছেন, তাঁকে সেটি উপলব্ধি করতেও তাঁর খুব বেশী দেরি হয় নি। অচিরেই সৈনিকবৃত্তি-ত্যাগ ক'রে দ্যুমা সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করলেন।

নাটক রচনার ভিতর দিয়েই এ সাধনার শুরু হয়েছিল, কিন্তু পরে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন ঐতিহাসিক উপন্যাসে। থ্রী মাস্কেটিয়ার্স, ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক, কাউণ্ট অব মন্টিক্রিস্টো, মার্গারেট দ্য ভ্যালয়, কাউণ্টেস দ্য চার্নি, দ্য কনস্পিরেটর্স প্রভৃতি বহু উপন্যাসে তিনি দুর্লভ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

অসংখ্য চরিত্র প্রতি উপন্যাসে, প্রতিটি চরিত্র নিখুঁত ও জীবন্ত। ঘটনার পরে ঘটনা, রোমাঞ্চের পরে রোমাঞ্চ, কিন্তু ইতিহাসের মর্যাদা এক বিন্দুও ক্ষুণ্ণ হয় নি কোথাও। এইখানেই দ্যুমার বৈশিষ্ট্য, এই গুণেই তিনি বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম অগ্রগণ্য স্রষ্টা ব'লে স্বীকৃত।

তাঁর মৃত্যু হয় ৬৮ বৎসর বয়সে, ১৮৭০ সালে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১

১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২২শে মার্চ। সকাল আটটা নাগাদ প্যারি মহানগরীর পণ্টন্যুফ-এ দাঁড়িয়ে আছে একটি বনেদী জাতের স্পেনিশ রণতুরঙ্গ। পণ্টন্যুফ যেখানে লা-একোল জেটির দিকে মোড় নিয়েছে, ঠিক সেইখানে।

বলাই বাহুল্য, ঘোড়াটা একা একা সেখানে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে নেই অকারণেও। তার পিঠে আরোহী আছে একজন, বয়স ছাব্বিশ থেকে আটাশের মধ্যে হবে তার, সর্বাঙ্গ থেকে আভিজাত্য যেন ঠিকরে পড়ছে যুবকটির।

এমন খাড়া, এমন নিশ্চল হয়ে ঘোড়ার পিঠে সে বসে আছে, হঠাৎ দেখলে যে কোন লোকের মনে হবে যে ছেলেটার সান্ত্রী-ডিউটি বুঝি পড়েছে ঐখানে। পুলিসের বড় কর্তা ভয়ার দ্য-আর্গেনসনের তো মতিগতি বোঝা দায়, কখন যে কোন্ জায়গায় তিনি খানাতল্লাসী চালাবেন ষড়যন্ত্রের সন্ধানে, এক মিনিট আগে তিনি নিজেও বুঝি তা জানতে পারেন না।

কিন্তু পাহারাদারির জন্য যে আজ ছেলেটি ঠাঁই নেয় নি পণ্টন্যুফের মোড়ে, তা বোঝা গেল, সে আধঘণ্টা ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পরে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েই সে ছিল বটে, কিন্তু চোখ দুটি তার ক্রমাগত ঘুরছিল এদিকে ওদিকে। সেই চঞ্চল চোখ এতক্ষণে নিবদ্ধ হল একটি বিশেষ ব্যক্তির উপরে, প্লেস ডফিন থেকে এসে ডাইনে ঘুরে যে সোজা এগিয়ে আসছে তারই দিকে।

আসছে ঐ যে লোকটি, দস্তুরমত দশাসই চেহারার লোক সে একজন। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি পরিমাণ লোহার দেহ একখানা। পরচুলা মাথায় পরাই ফ্যাশান যদিও, ঐ লোকটি তা পরে নি, মস্ত মাথাটা তার নিজস্ব কালো চুলেই সমাচ্ছন্ন। আধা-মিলিটারি পোশাক, কাঁধে একটা ব্যাজ, যার রং এক সময়ে ছিল গাঢ় লাল, কিন্তু দীর্ঘদিন রোদে পুড়ে আর বৃষ্টিতে ভিজে বর্তমানে যা পর্যবসিত হয়েছে

BanglaBook.org

একটা নোংরা কমলা রংয়ে। কোমরবন্ধ থেকে ঝোলানো একখানা তরোয়াল, সেটা এমন পেল্লায় লম্বা যে অনবরত তার পায়ের ডিমে বাড়ি খাচ্ছে। মাথার টুপিটা বাঁ কানের উপরে এমন হেলানো অবস্থায় বসানো হয়েছে, সেটা যে পড়ে যাচ্ছে না কেন, তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারে। টুপিতে এক সময় লেস্ ছিল, পালক ছিল, তা এখনও যায় বোঝা। বয়স? বছর পঁয়তাল্লিশ বড়জোর।

রাস্তার ঠিক মাঝখানটা দখল করে হাঁটছে এই ব্যক্তি, এক হাতে ক্রমাগত পাক দিচ্ছে গোঁফে, অন্য হাতে ক্রমাগত ইশারা করছে গাড়ি-ঘোড়াগুলোকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য। এক কথায়, এমন দাম্ভিক বেপরোয়া ধরাকে-সরা-জ্ঞান-করার মত হাবভাব ওর যে আমাদের অশ্বারোহী যুবক তার দিক থেকে দৃষ্টি আর অপসারিত করতেই পারল না, মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে নিজেকেই আশ্বাস দিল—"মিল গ্যয়া! যেমনটি দরকার, তেমনটিই পেয়ে গেছি।"

আর অপেক্ষা নয়। ঘোড়া থেকে নেমে সে সোজা এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। আর সে লোকটিও, যুবককে নিজের দিকেই অগ্রসর দেখে, দাঁড়িয়ে পড়ল একেবারে। সেই আগের মতই একহাত গোঁফে, একহাত তরোয়ালে রেখে। ভাবটা এই, দেখা যাক কী বলে ছোকরা।

ছোকরাটিরই গরজ। ঘোড়ার লাগাম তার এক হাতে, অন্য হাত টুপিতে ছুঁইয়ে সে সম্মান দেখাল প্রৌঢ়কে, তারপর হাসিমুখে বলল—"মহাশয়, আপনার চেহারা বলুন, চালচলন বলুন, সব-কিছু থেকেই মালুম হচ্ছে, আপনি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। নিশ্চয়ই আমি ভুল করি নি?"

প্রশ্নটা অদ্ভুত। কিন্তু প্রৌঢ় আধা-জঙ্গী মানুষটি ভালভাবেই নিল এটাকে, আর নিজের তরফ থেকেও টুপিতে হাত তুলে শিষ্ট সম্ভাষণ জানাল প্রশ্নকর্তাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় জবাব—"না, ভুল কেন হবে? আমার চেহারা দেখে আপনি তৃপ্ত হয়েছেন,

BanglaBook.org

এতে স্বভাবতঃই খুশি আমি। কথাবার্তা যদি কিছু থাকে, তা হলে ক্যাপ্টেন বলেও সম্ভাষণ করতে পারেন আমাকে। মহাশয় শব্দটা দূরত্বজ্ঞাপক, ও-দিয়ে আলাপ জমানো যায় না।"

"আপনি সৈনিক? আরও আনন্দ পেলাম। এইবার নিশ্চিত হতে পারছি যে আপনার মত লোক কোন বীরপুরুষকে বিপদের মধ্যে ফেলে উদাসীনভাবে চলে যেতে পারবেন না।"

"কক্ষণোই তা যাব না, অবশ্য যদি বিপদটা অর্থাভাবঘটিত না হয়। স্বীকার করতে বাধা নেই, আমার পকেটের শেষ ক্রাউন মুদ্রাটা একটু আগে এক সরাইখানায় দাতব্য করে এসেছি।"

না, না, অর্থ-টর্থের ব্যাপার নয় ক্যাপ্টেন। বরং বলুন, আমার এই থলেটাই আপনাকে ধরে দিচ্ছি, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

ক্যাপ্টেনের চক্ষু চড়কগাছ। থলেটাই ধরে দিতে চাইছে? কে এ ধনকুবের রে বাবা! একটু অতিরিক্ত মোলায়েম সুরে সে বলল —"যার সঙ্গে আলাপ করে আমি সম্মানিত হচ্ছি, তাঁর পরিচয়টি তা হলে বলুন। আর সেই কথাটিও বলুন যে কীভাবে আমি আপনার উপকারে আসতে পারি?"

অশ্বারোহী যুবক বলল—"আমি হচ্ছি ব্যারণ রেনি দ্য ভ্যালেফ।"

"ফ্ল্যাণ্ডার্স-এর যুদ্ধে ভ্যালেফ নামের এক অফিসারকে আমি চিনতাম বলে মনে হচ্ছে যেন"—বলল ক্যাপ্টেন।

"আমাদেরই বংশের তিনি, আমার কাকা। ঐখানেই বাড়ি আমাদের। লীজ অঞ্চলে।" পরস্পরে নমস্কার বিনিময় হল আবার।

তারপর ভ্যালেফ বলছে তার ব্যাপারখানা—

গতরাত্রে বন্ধু শিভালিয়ার রাওল দ্য হারমেঁতাল জড়িয়ে পড়েছেন একটা ডুয়েলের ব্যাপারে। প্রতিপক্ষে আছেন তিনটি অভিজাত যুবক। এ পক্ষে হারমেঁতাল আর ভ্যালেফ, দু'জন মাত্র। ডুয়েলের নিয়ম অনুযায়ী এ পক্ষেও তিনজন হওয়া দরকার কিন্তু এত সকালে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না কোন রকমে।

BanglaBook.org

দু' বন্ধুর বাড়িতে ইতিমধ্যে ঘুরে এসেছে ভ্যালেফ, কিন্তু গেরো দেখ, তারা কেউই রাত্রিতে বাড়ি ফেরে নি, আজও যে কখন ফিরবে, তার স্থিরতা নেই। এদিকে ডুয়েলটার সময় নির্দিষ্ট রয়েছে সকাল সাড়ে নয়টার। এ-অবস্থায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে বন্ধুদের খোঁজ করার সময় তো নেই। তাই ভ্যালেফ রাস্তা থেকেই কোন বীর-পুরুষকে সংগ্রহ করে নেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করছে। ফ্রান্স তো আর বীরশূন্য নয়! ভদ্রবংশীয় লোক যে কেউ ডুয়েলে সহযোগিতার আমন্ত্রণ পেলে লুফে নেবে তা, ভ্যালেফ সেকথা বিলক্ষণ জানে।

"সাড়ে নয়টায়? ডুয়েলটা হচ্ছে কোথায়?"—জিজ্ঞাসা করল ক্যাপ্টেন।

"পোর্ট মেইলোতে।"

"বলেন কী? তাহলে তো সময়ও নেই আর। কিন্তু মুশকিল দেখছি, সেখানে পৌঁছোনো নিয়ে। আপনার ঘোড়া আছে বটে, কিন্তু আমার নেই। হেঁটে যেতে হলে—"

"না, না, হেঁটে গেলে সময় পার হয়ে যাবে। এক কাজ করবেন? আপনি যদি আমার ঘোড়াতেই ওঠেন? পিছন দিকে?

আমার আপত্তি নেই—এই বলে ক্যাপ্টেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল ভ্যালেফের বাহনকে। ডবল বোঝা বইবার মত শক্তি তার দেহে আছে কিনা, সেইটি বুঝে নেওয়াই উদ্দেশ্য ক্যাপ্টেনের।

পর্যবেক্ষণের ফলে আশঙ্কা বা অসন্তোষের কোন কারণ সে দেখতে পেলো না। নিজের মনেই যেন সে কাটা-কাটা মন্তব্য করতে লাগল—গ্রাণাডার পাহাড় অঞ্চলে, সিয়েরা মোরেনার কাছাকাছি কোন এক জায়গায় জন্মস্থান এই ঘোড়াটির। আলমাঞ্জাতে এই রকমই একটা ঘোড়ার পিঠে বসে লড়াই করেছিলাম আমি। ঝড়ের বেগ ছিল তার পায়ে, কিন্তু জানু দিয়ে তার পেটে একটু চাপ দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত ভেড়ার মতন।

"তাহলে আর কী, উঠে পড়ুন ক্যাপ্টেন।"

BanglaBook.org

ভ্যালেফ আগেই উঠে বসেছে, রেকাব থেকে পা টেনে নিয়েছে, কারণ রেকাবটা অবশ্যই ক্যাপ্টেনকেও ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কই? ক্যাপ্টেন সেদিক দিয়ে গেলই না, রেকাবের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করে এক লাফে উঠে বসল ভ্যালেফের পিছনে।

তেজী ঘোড়া, যুদ্ধের ঘোড়া, ডবল বোঝা বওয়া তার অভ্যাস নেই। অনভ্যস্ত এই গুরুভার সে বরদাস্ত করতে রাজী নয়, লম্ফ-ঝম্প করে অনেক চেষ্টা করল পিছনের মানুষটাকে স্থানচ্যুত করতে। কিন্তু জবরদস্ত সওয়ার এই অজ্ঞাতনামা ক্যাপ্টেন। কিছুতেই তাকে ছুঁড়ে ফেলতে না পেরে অবশেষে ঘোড়াটা দুষ্টবুদ্ধি বর্জন করল, দ্রুত ছুটতে লাগল লা-একোল জেটির পাশ বরাবর। লুভরে আর টুইলারির যুগল প্রাসাদ অতিক্রম করে, ভার্সাইয়ের রাজপথ বাঁয়ে রেখে, শাঁ-ইলাইজির সুপরিসর তরুবীথির ভিতর দিয়ে, "লা-এটোয়াল"-এর বিজয় তোরণের নীচে দিয়ে পণ্ট-দ্য-এ্যাটিনে এসে উপনীত হল, প্রায় এক দৌড়েই।

ভ্যালেফ দেখল, এইবার সে গতি শ্লথ করতে পারে, হাতে সময় যথেষ্ট আছে। ক্যাপ্টেনও সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করল—"ডুয়েল যখন লড়তে যাচ্ছি, তখন তার উপলক্ষ্যটা বোধ হয় আমি জানতে চাইতে পারি?"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়! লা-ফিলোঁর হোটেলে—চেনেন না কি ঐ লা-ফিলোঁকে? হোটেল তার খুব বড় নয়, কিন্তু প্যারিতে হেন বড়লোক নেই, যিনি পায়ের ধুলো না দেন সে-হোটেলে।"

"চিনি না?"—অত্যন্ত গ্রাম্‌ভারী চালে জবাব দিল ক্যাপ্টেন, "ওর হোটেলের গোড়াপত্তন তো আমার হাত দিয়েই।"

"বলেন কী? আপনার হাতযশ আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। তা ঐ যা বলছিলাম—লা-ফিলোঁর হোটেলে এক ঘরে খানাপিনা করছি আমি আর আমার বন্ধু হারমেঁতাল, অন্য ঘরে এসে ঢুকলেন আমাদের চেনাজানা ভদ্রলোকই তিন জন—মাকুইস

BanglaBook.org

লা-ফেয়ার, কাউন্ট দ্য কার্জি, শিভালিয়ার দ্য র‍্যাভান। বলা বাহুল্য, পাশাপাশি ঘরে, কাঠের বেড়া মাঝখানে—"

"এক ঘরে বসে অন্য ঘরের কথা পরিষ্কার শোনা যায়"—পাদপূরণ করল ক্যাপ্টেন।

"আমরা কথা কইছিলাম চুপিচুপি, কিন্তু ওপক্ষের গলা ছিল চড়া, আর মেজাজ ছিল বেপরোয়া, লা-ফিলোঁতে আসার আগেই পেটে প্রচুর সুরার প্রবেশ হয়েছিল আর কী। সেই সুরার প্রসাদেই এমন সব কথা তাদের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল, মোটের মাথায় কথা হল এই যে হারমেঁতালের এক পরিচিতা মহিলার সম্পর্কে—"

ক্যাপ্টেন বাধা দিয়ে বলল—"অসম্ভ্রমের উক্তি কিছু বলে ফেলেছিল তিনজনের মধ্যে একজন কেউ।"

"অন্য কেউ নয়, লা-ফেয়ার, রাজপ্রতিনিধির ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর, দেহরক্ষী সেনার কর্নেল। হারমেঁতাল শুনল সেই অসম্ভ্রমের উক্তি, কাজেই সে আর নীরব থাকতে পারে না। উঠে গেল পাশের ঘরে, আমাকেও যেতে হল, কারণ সে আমার বন্ধু। যদিও আমার বিলক্ষণ জানা ছিল যে ডুয়েলের ফলে আমার যদি গুরুতর জখম কিছু লাগে, খুবই মুশকিলে পড়ব আমি, কারণ আজই আমার স্পেনে রওনা হয়ে যাওয়ার কথা, বন্দোবস্ত সব ঠিক হয়ে আছে, না গেলে চলবে না কোনমতেই।"

"যে বন্দোবস্তই থাকুক, মহিলার অবমাননা তো আর উপেক্ষা করতে পারে না কোন বীরপুরুষ। সেটা সব কিছুর উর্ধ্বে।"—বলল ক্যাপ্টেন তার অভ্যস্ত গ্রাম্যভারী ভঙ্গীতে।

"এই! এই! উপেক্ষা করা সম্ভব হল না হারমেঁতালের। ডুয়েলের চ্যালেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ, এক মিনিটে সব শেষ। যদিও আইনতঃ সব ডুয়েলই নিষিদ্ধ।"

"এমন জিনিস কিছু কিছু আছে যা আইন করে বন্ধ করা যায় না। বীরের জাত ফরাসীরা। প্রাণের চাইতে মানকে ঠাঁই দেয় উপরে। তরোয়ালের ঘাকে যে ভয় করে না, সে চার-ছয় মাস

BanglaBook.org

ব্যাস্টিল-বাসকে ভয় করবে, এমন প্রত্যাশা বোকা ছাড়া কেউ করতে পারে না।"

ভ্যালেফ শুনছে ক্যাপ্টেনের জ্ঞানগর্ভ উক্তিগুলো, আর অবাক হচ্ছে মনে মনে। পড়ে পাওয়া এই সাথীটিকে রহস্যময় মনে হচ্ছে তার। এর চালচলন আভিজাত্যব্যঞ্জক নয় মোটেই, কিন্তু কথাগুলো এমনি যে স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি অর্লিয়াঁর মুখ থেকে বেরুলেও সে-সব বেমানান লাগত না।

কথায় কথায় তারা মেইলোঁতে এসে পৌঁছেছে। দূর থেকেই তাদের লক্ষ্য করছিল আর এক তরুণ অশ্বারোহী। স্পষ্টতঃই ভ্যালেফের প্রতীক্ষায় ছিল এ। এখন এদের দেখতে পেয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে নিকটে চলে এল। এই লোকটিই ভ্যালেফের সেই বন্ধু, শিভালিয়ার হারমেঁতাল।

"ও ভাই শিভালিয়ার, পুরনো বন্ধু কাউকে ধরতে পারা গেল না। তবে নতুন বন্ধু একজনকে মিলিয়ে দিয়েছেন ভগবান, এস, তার সঙ্গে তোমাকে পরিচিত করে দিই। সোর্জিস বাড়ি নেই, গেসি বাড়ি নেই, কী যে করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না, পণ্টন্যাক-এ এর সঙ্গে দেখা, সাহস করে আমাদের বিব্রত অবস্থার কথা একে বলতেই, মহাপ্রাণ ভদ্রলোক এক কথায় রাজী হয়ে গেল এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে।"

হারমেঁতাল ভ্যালেফকে তো ধন্যবাদ দিলই। ক্যাপ্টেনকেও আকাশে তুলে দিল স্তুতিবাদে—"মসিয়াঁর, একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে পরিচয় হল আমাদের। কিন্তু আশা করা যাক, এ-পরিচয়ের পরিণাম প্রীতিকরই হবে। অনুরূপ ক্ষেত্রে আপনার কাছ থেকে আহ্বান যদি আসে, আমি তৎক্ষণাৎ আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াব তরোয়াল নিয়ে।"

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামল এইবার ক্যাপ্টেন—প্রসন্নমুখে বলল—"এরকম কথাবার্তা যাদের, তাদের সঙ্গে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাজী আছি আমি। ঐ প্রবাদটা খুবই খাঁটি,

BanglaBook.org

একটার সঙ্গে আর একটার মিলন হয় না যে জিনিসের, সে শুধু পর্বত।"

ক্যাপ্টেন পা দু'খানাকে একটু খেলিয়ে নিচ্ছে এদিক ওদিক পায়চারি করে, হারমেঁতাল কানে কানে বলছে ভ্যালেফকে—"চীজটি কে হে?"

"জানি না ভাই!" মাথা নেড়ে বলল ভ্যালেফ—"জানি শুধু এইটুকু যে একে না পেলে বিপদই হত আমাদের। ভাগ্যবিড়ম্বিত কোন সামরিক কর্মচারী খুব সম্ভব। যুদ্ধ-টুদ্ধ নেই কোথাও, কাজেই ওরও পেটে অন্ন নেই। কিন্তু কতখানি কাজের লোক, হাতেকলমেই প্রমাণ পাব এক্ষুণি তো!"

পায়ের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসতেই ক্যাপ্টেন এবার এদের কাছে এগিয়ে এল—"কই, তাহলে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা কই?"

"একটু আগেই ঘুরে এলাম ওদিকটা, দেখতে পেলাম না। তবে এ্যাভিন্যুয়ের ও-মাথায় একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি চোখে পড়েছিল, তাতেই হয়ত আসছে তারা। ছ্যাকড়া গাড়িতে আসার সুবিধে জানেন তো? দেরি-টেরি হলে দোষটা অনায়াসে গাড়ির উপরে চাপিয়ে দেওয়া যায়। তবে দেরি এখনো হয় নি, সাড়ে ন'টা বেজে যায় নি এখনো।"

ভ্যালেফ এইবার ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। হারমেঁতালের ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে পাশে, লাগামটা ছুঁড়ে দিল তার হাতে—"চল, এগিয়ে যাওয়া যাক। জায়গামত হাজির থাকা যাক আগে গিয়ে। ওরা যাতে বলতে না পারে যে আমরাই করছি গড়িমসি।"

হারমেঁতালও নামল ঘোড়া থেকে। অদূরেই পন্টন্যুকের বনটা। নামেই শুধু বন অবশ্য। ছোটবড় গাছ অবশ্য দেদার আছে, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা কোথাও নেই, তেমনি নেই কোন অন্তরালও। বাইরে দাঁড়িয়ে বনের ভিতর বহুদূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় সব কিছুই।

একটা হোটেল আছে এই রাস্তাতেই। তিনটি ভদ্রলোককে

BanglaBook.org

দেখে হোটেলওয়ালা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল—সাতসকালে খদ্দের তো নেই আর, এদের যদি খাবার-টাবার গছানো যায় কিছু।

"মালিকেরা কিছু খাওয়া-দাওয়া করবেন তো?"

"চেনা লোক।" হারমেঁতাল বলল—"তিনজনে আমরা প্রাতরাশ খাব তোমার এখানে ডুরাণ্ড। এখন যাচ্ছি একটু বেড়াতে। ঐ বনের ভিতর।" কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি ঝকঝকে স্বর্ণমুদ্রা পকেট থেকে বার করে হারমেঁতাল তা ফেলে দিলেন ডুরাণ্ডের হাতে। তারপর পা বাড়ালেন বনের দিকে।

তিন তিনটি লুই! একবার ডুরাণ্ডের, আর একবার লুই তিনটির দিকে তাকায় ক্যাপ্টেন। হারমেঁতাল ওদিকে এগিয়ে গিয়েছেন কয়েক পা, ভ্যালেফকে সঙ্গে নিয়ে। এই সুযোগে ক্যাপ্টেন ঘনিয়ে এল ডুরাণ্ডের কাছে—খুব নীচু গলায় তাকে সতর্ক করে দিল—"শোন হে দোস্ত! আমায় দেখেই বুঝতে পারছ—কিসে কী হয়, তা জানি আমি। বাজার দর আমার নখদর্পণে, যা-তা খাইয়ে মোটা বিল খাড়া কর যদি, চলবে না তা। মদটা যেন ভাল হয়, আর তিন রকমের হয় অন্ততঃ। আর খাবার জিনিস যেন হয় পর্যাপ্ত। না যদি হয় এসব, তোমার মাথাখানি আমি চূর্ণ করব বৎস! বুঝলে?"

ডুরাণ্ড যে জবাব দিল, তার দু' রকম অর্থ করা যায় ইচ্ছা করলে। সে বলল—"কিছু ভাববেন না ক্যাপ্টেন! যে শ্রেণীর লোককে আমরা ঠকাই, আপনি নন সে শ্রেণীর।"

কিন্তু অর্থবিচারের আর সময় ছিল না, ক্যাপ্টেনকে পা চালিয়ে দিতে হল হারমেঁতাল আর ভ্যালেফকে ধরবার জন্য। তবু যাওয়ার সময়ও একবার পিছনপানে তাকিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে গেল—"বারো ঘণ্টা খাই নি কিছু, সেইটি বুঝে ব্যবস্থা করো বৎস।"

হোটেলওয়ালার মেজাজ খুশি হয়ে উঠেছিল সকাল বেলাতেই করকরে তিন মোহর হাতে পেয়ে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের হুঁশিয়ারি কানে যাওয়ার পরে এখন আর মনে তত স্ফূর্তি নেই বেচারীর।

BanglaBook.org

ততটা মুনাফা থাকবে না বোধ হয়, যতটা আশা করা গিয়েছিল।

অন্য দিক দিয়ে ততক্ষণে বনের ভিতর ঢুকে পড়েছেন ডুয়েলের অন্যপক্ষ— মাকুইস দ্য লা-ফেয়ার, কাউন্ট দ্য ফার্জি আর শিভালিয়ার র‍্যাভানে। দু' পক্ষে সৌজন্য বিনিময়, তার পক্ষে কাজের কথা। যে জায়গায় দেখা হয়েছে দু' দলের, সেটা লড়াইয়ের পক্ষে খুব উপযুক্ত নয়। এখানে কোন রকম গোলমাল হলে সহজেই বাজে লোকের কানে ঢুকবে তা। রাজপথ খুব নিকটেই।

শিভালিয়ার র‍্যাভানের বয়স সবচেয়ে কম এই লড়াইবাজদের মধ্যে। ডুয়েল ছাড়াও অন্য অনেক হাল্‌কা ব্যাপারে এ-বনে অনেক সময়ই আসার দরকার হয় তার। সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সবাইকে বনের এক নিভৃত অংশে। একটু ছোট খোলা জায়গা, চারধারেই তার ঘন বেষ্টনী গাছপালা ঝোপঝাড়ের। ডুয়েলের পক্ষে আদর্শ স্থান।

আর বিলম্বের প্রয়োজন কী? বেলা বেড়ে যাচ্ছে ওদিকে—

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। লা-ফেয়ার আর হারমেঁতালেই মূল কলহ, তাঁরা স্বভাবতঃই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছেন। ফার্জির সঙ্গে লড়ছে ভ্যালেফ। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে লড়বার জন্য কাজেই বাকী রইল ওদিকে র‍্যাভান। বয়সে একান্ত তরুণ হলেও তরোয়াল-বাজিতে সে উপেক্ষনীয় নয়।

র‍্যাভান তরোয়াল খুলতেই ক্যাপ্টেন হেসে উঠল—"ঐটুকু তরোয়াল নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে লড়বে? দেখেছ আমার হাতিয়ার?"

ক্যাপ্টেন যে তরোয়াল খাপ থেকে টেনে বার করল, তার দৈর্ঘ্য র‍্যাভানের অসির প্রায় দেড়গুণ। র‍্যাভান তো হেসেই অস্থির— "ওটা কি তরোয়াল না কি? আমি তো ভেবেছিলাম, ওটা শিক-কাবাব বানাবার শিক একটা। আমাদের রান্নাঘরে যে শিকগুলো আছে, তা ঐরকমই লম্বা হবে কিনা।"

BanglaBook.org

যুদ্ধ শেষ হতে বেশী দেরি হল না। র‍্যাভান যতই ওস্তাদ হোক তরোয়ালবাজিতে, ক্যাপ্টেনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। তার উপরে তার অসির অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যও বিলক্ষণ অসুবিধায় ফেলেছিল র‍্যাভানকে। তবে ক্যাপ্টেনের খুবই প্রশংসা করতে হয়। রক্তপাত সে মোটেই করে নি, র‍্যাভানকে নিরস্ত্র করেই ক্ষান্ত হয়েছে।

অন্য দুই জোড়া যোদ্ধা কিন্তু অক্ষত নেই কেউ। লা-ফেয়ারই সবচেয়ে গুরুতর রকমে আহত হয়েছেন, হারমেঁতালের তরোয়াল তাঁর বুকে বসে গিয়েছিল। পাঁজরার হাড়ে আটকে না গেলে সেই আঘাতই প্রাণান্তকর হতে পারত অনায়াসে।

হারমেঁতাল, ফার্জি বা ভ্যালেফ কারও আঘাতই মারাত্মক নয়। লা-ফেয়ারের ছ্যাকড়া গাড়ির ভিতর ডাক্তার ছিলেন একজন। তিনি এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন লা-ফেয়ারের ক্ষতমুখে। তারপর শত্রুমিত্র সবাই ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে তুলে দিল গাড়িতে। লোক জানাজানি না করে তাঁকে এখন নিজের বাসস্থানে পৌঁছে দেওয়াই প্রথম প্রয়োজন।

কারণ ডুয়েল লড়ার অপরাধে যদি কেউ ধরা পড়ে, তার ব্যাস্টিল-বাস অনিবার্য। কতদিনের জন্য, সেটা নির্ভর করবে রাজা বা রাজপ্রতিনিধির মর্জির উপর।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২

লা-ফেয়ারকে ছ্যাকড়া গাড়িতে রওনা করে দেওয়ার পরেও অন্য এক কর্তব্য রয়েছে হারমেঁতালের হাতে। ক্যাপ্টেনের কাছে বিদায় নিতে হবে যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কৃতজ্ঞতাটা স্রেফ মৌখিকই হবে? না, আকার নেবে কোন সারবান বস্তুর? হারমেঁতালের বিবেক বলছে, শেষেরটা হলেই ভাল হয় ক্যাপ্টেনের পক্ষে, কারণ সুদক্ষ অসিযোদ্ধা হয়েও যে বেচারী আজ নিরন্ন, সেকথা ক্যাপ্টেন নিজেও গোপন করছে না, হারমেঁতাল ভ্যালেক্ষদের মত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের কাছে তা থাকতেও পারে না গোপন।

সারবান কিছু? নগদ অর্থ ওকে দিতে গেলে হয়ত ও ছুঁড়ে ফেলে দেবে, দম্ভ তো পুরোমাত্রাতেই বজায় আছে, দারিদ্র্যের ভিতরেও! না, অর্থ নয়, তবে—

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে হারমেঁতাল বলল—"আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা কী করে জানাব, ভেবে পাচ্ছি না ক্যাপ্টেন। আপনার জন্য আজ ইজ্জত রক্ষা হয়েছে আমার। কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে পায়দলে চলতে ফিরতে হচ্ছে দেখে খুবই কষ্ট হচ্ছে মনে। আপনার মত একটা বীর, যার আজ কর্নেল পদ অলঙ্কৃত করবার কথা, তাকে কিনা—তাই বলছি, আমার এই ঘোড়াটা যদি আজকার এই ডুয়েলের স্মারক হিসেবে আপনি উপহার বলে গ্রহণ করেন আমার কাছে, আমি অনুগৃহীত হব।"

"উপহারের কোন প্রয়োজন নেই। তবে ঘোড়া একটা হলে ভাল হয়, তা অস্বীকার করি না। বন্ধুলোক আপনি, দিতে চাইছেন যখন, দিন। অশেষ ধন্যবাদ। আবার যদি কখনও কোন কাজে লাগতে পারি এই ধরনের, স্মরণ করবেন অধমকে। লা-ফিলোঁর হোটেল তো জানেন! ঐখানে গিয়ে লা-ফিলোঁকে জিজ্ঞাসা করবেন ক্যাপ্টেন রকফিনোটের কথা। তাহলেই পেয়ে যাবেন পাত্তা।

আমিই ওকে হোটেলের ব্যবসাতে বসিয়ে দিয়েছিলাম এক সময়, তার দরুন আমার এখনও একটু খাতির আছে ওর কাছে। ওর হোটেলে থাকি বা না থাকি, আমার সন্ধান ও পারবে দিতে।"

অতঃপর হারমেঁতালের অশ্বে রকফিনোটের অধিষ্ঠান। এবং হারমেঁতাল ও ভ্যালেফের পদব্রজে বনের ভিতর থেকে নিষ্ক্রমণ। ভ্যালেফের আজই স্পেন রওনা হতে হবে বিশেষ প্রয়োজনে। হাতে একটা চোট অবশ্য লেগেছে তরোয়ালের, তা সে এমন কিছু নয়, যার দরুন জরুরী কাজ আটকে যাবে। বন থেকে বেরিয়েই ভ্যালেফ আলাদা পথ ধরল। দু'জন আহত লোককে একসঙ্গে দেখলে পথচর মাত্রেই কৌতূহলী হয়ে উঠবে, পুলিস মাত্রেই হয়ে উঠবে সন্দিহান।

হারমেঁতালও ধরল নিজের হোটেলের পথ।

রকফিনোটও তা ধরতে পারত, যদি পকেটে থাকত অর্থ। লা-ফিলোঁ খাতির করে, কৃতজ্ঞও থাকবে আজীবন, কিন্তু তার কাছে দাক্ষিণ্য চাইবার মত অন্তরের দৈন্য রকফিনোটের নেই। নিঃসম্বল অবস্থায় তার হোটেলে যাওয়ার কথা সে চিন্তা করতেও পারে না।

সম্বল? একেবারে কিছু যে নেই, এখন আর তা বলা যায় না। এই ডুয়েলটার দরুন সকাল আটটায় আর সকাল দশটায় আকাশ-পাতাল ফারাক ঘটে গিয়েছে রকফিনোটের ভাগ্যে। নগদ অর্থ অবশ্য হাতে আসে নি কিছু, কিন্তু এসেছে এই উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বটি, রয়ে বসে বেচলে যার দাম একশো লুইয়ের উপরেই উঠতে পারে। তবে কথা এই, রয়ে বসে বেচা পোষাবে না বর্তমান মালিকের। প্রাতরাশের ব্যবস্থা অবশ্য এই বনের বাইরেই হয়ে আছে ডুরাণ্ডের হোটেলে। কিন্তু ডিনারের কোন ব্যবস্থা কোনখানেই নেই। অতএব—

প্যারিতে নিত্য-নৈমিত্তিক কেনাবেচার মত ঘোড়ার হাট আছে কয়েকটাই। এখানে বেচতে গেলে দাম কম উঠবে, তাতে যেমন সন্দেহ নেই, তেমনি আবার সন্দেহ নেই এ-বিষয়েও যে নিয়ে যাওয়া

BanglaBook.org

মাত্রই ঘোড়াটা ঝেড়ে দিয়ে আসা যাবে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পকেটে তুলে। লোকসান? তা, ঘোড়া তো আর নিজের পয়সায় কেনে নি রকফিনোট! পড়ে যাওয়া চৌদ্দ আনাই তো লাভ তার।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। নগদ ষাট লুই দামে, অর্থাৎ ঠিক আধা কড়িতে অমন চমৎকার ঘোড়াটা বিসর্জন দিয়ে রকফিনোট আবার যথাপূর্বং পায়দলে দুরমুজ করতে লেগে গেল রাজধানীর রাজপথ। দেরি একটু হয়েছে বটে, কিন্তু তার দরুন হোটেলওয়ালা ডুরাণ্ড কিছু আর তিন লুই দামের প্রাতরাশটা বাতিল করে দিতে পারে না। আগাম দাম নিয়েছে যখন, খেতে দিতে সে বাধ্য।

ডুরাণ্ড অবশ্য তিনজনের জায়গায় একজনকে মাত্র ফিরতে দেখে বিস্মিত হল খুবই, কিন্তু তার সাধ্য কী, ক্যাপ্টেনকে সে প্রশ্ন করবে তা নিয়ে! ঐ বনটার ভিতরেই হয়ত পড়ে আছে দুটো লাশ, এমন ত হামেশা কতই থাকে। প্রশ্ন করতে যাওয়া মানেই জড়িয়ে পড়া। তার ফলে পুলিসের হাতে টানা-হ্যাঁচড়া, ভোগান্তি যথেষ্টই হতে পারে! কাজ কী সে সবে? যে এসেছে, তাকে খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় দাও। যত পারে খাক না! তিনজনের খাবার কিছু আর একা ও নিঃশেষ করে যেতে পারবে না। কিছু উদ্বৃত্ত, কিছু মুনাফা টিকেই যাবে।

কিন্তু গেল না টিকে। তিনজনের খাবার সবটাই চেটেপুটে খেলো একা রকফিনোট। প্লেট খালি হলেই তার কোষবদ্ধ তরবারি ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে এত জোরে যে নিজের টুলে বসেই আঁতকে ওঠে ডুরাণ্ড, তাড়াতাড়ি পরিবেশক পাঠিয়ে দেয় ও—"দেখে আয়, বদমাইশটার কী চাই আর!"

রকফিনোট চাইল অনেক কিছু, অনেক বারই চাইল, তারপর তিন লুই দাম পুরোপুরি উসুল করে নিয়ে গাড়ি ডাকল লা-ফিলোঁর হোটেলে যাওয়ায় জন্য। লা-ফিলোঁ কাউন্টারেই আছে, দূর থেকেই তাকে ডেকে বলছে ক্যাপ্টেন—"শোন বৎসে, ছয় তলার চিলে-কুঠরি নয়, দোতলার বড় সেলুনটা খুলে দাও আমার জন্য। কিছুদিন

BanglaBook.org

এখন সেই ঘরেই থাকছি আমি। রোজ এক লুই? কুছ পরোয়া নেই। একমাসের ভাড়া ত্রিশ লুই, এই নে আগাম। আর ছাখ, সন্ধ্যাবেলার জন্য নাচওয়ালী ডেকে পাঠাবি জনা পাঁচ-ছয়, আর তোর লা-নর্ম্যাণ্ড তো আছেই। আজ থেকে আমি আবুহোসেন।"

লা-ফিলোঁ অনেকদিন থেকেই অভ্যস্ত এই আবুহোসেনী ঢংয়ে, সে হেসে মাথা নাড়ল শুধু, হেড-দাসী লা-নর্ম্যাণ্ডকে ডেকে খুলে দিতে বলল দোতলার বড়সেলুন, এবং—

"তুই তো জানিস সব! শাহানশাহর তোয়াজের ভার তোর উপরেই রইল, যেমন থাকে বরাবর।"

ওদিকে হারমেঁতাল, সেও পৌঁছে গেছে নিজের বাড়ি, পৌঁছেই একখানা চিঠি দেখতে পেয়েছে টেবিলে। খুলতেই সে অবাক—"কল্পনাতীত ভাগ্যোদয়ের জন্য আপনি কি প্রস্তুত আছেন? যদি থাকেন, আজ সন্ধ্যায় অপেরা-হাউসে আসুন। সেখানে আপনার সঙ্গে কথা কইবে এক বাদুড়। জানবেন, সেই আপনার ভাগ্যদেবতার দূতী।"

অবাকই বটে হারমেঁতাল। কারণ প্যারির অভিজাত সমাজে রহস্য রোমাঞ্চ-গুপ্তলীলার ছড়াছড়ি যদিও চিরন্তন, অভিজাত বংশীয় হয়েও নিজে ও এ যাবৎ ফাঁদে পা দেয় নি কোন চক্রী বা চক্রিনীর। ওকে জালে ফেলবার চেষ্টাই হয় নি কোনদিন কোন তরফ থেকে। কারণ, রাজধানীর ঘূর্ণ্যমান রাজনীতির চাকার উপর অংশে ওর আর ঠাঁই নেই আজকাল। চাকার নীচে যারা, তাদের পাকড়াবার জন্য কে আর আগ্রহ বোধ করবে?

ব্যাপারটা বোঝাতে হলে হারমেঁতালের অতীত জীবনের কথা কিছু বলে নেওয়া দরকার এইখানে।

হারমেঁতালেরা অন্যতম সুপ্রাচীন বংশ ফরাসী দেশের। চিরদিন রাজভক্ত, যুগে যুগে রাজার আর দেশের সেবায় অকাতরে ঢেলে এসেছে বুকের রক্ত। এক সময়ে ধনৈশ্বর্য প্রচুর ছিল এ-বংশের। নানারকম বিপর্যয়ের ফলে কমে এসেছে তা অনেকখানি। এখন

BanglaBook.org

এই যুবক রাওল দ্য হারমেঁতালের বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছে সামান্য বিশ থেকে পঁচিশ হাজার লিভার।

খুব বেশী নয়, আবার একা মানুষের পক্ষে কমও নয় খুব। সেই আয়ের উপরে নির্ভর করেই বেশ ভদ্রভাবে প্যারিতে বসবাস করছে রাওল হারমেঁতাল। সামরিক বিভাগের চাকরিতে অকস্মাৎ অকারণে তার বিলক্ষণ একটা পদাবনতি ঘটে যাওয়ার পরেও।

নবীন যৌবনেই সেনাবাহিনীর একটা অধস্তন সেনানীপদ সে লাভ করেছিল। বংশের মর্যাদা এবং ঐতিহ্যের দরুনই সম্ভব হয়েছিল সেটা। যুগটা চলছে রাজাধিরাজ (গ্রাণ্ড মনার্ক) চতুর্দশ লুইয়েরই তখনো। যদিও নখদন্তহীন বৃদ্ধ কেশরীকে তখন আর ইউরোপের রাজন্যবৃন্দ আগের মত সমীহ করে চলতে চাইছিলেন না। কোলবার্ট আর লুভয়। ঐ দুইজনের প্রশাসন প্রতিভায় যে ফ্রান্স উঠে গিয়েছিল গৌরবের তুঙ্গ শিখরে, ধাপে ধাপে সে নেমে আসছিল ইদানীং ইউরোপের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা রাষ্ট্রের মিলিত প্রতিরোধের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে। পরাজয়ের পর পরাজয়! ফ্রান্সের যেন মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে গিয়েছে ধারাবাহিক বিপর্যয়ের ফলে। অপরাজেয় সেনাপতিরা প্রত্যেকেই পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন তাদেরই হাতে, যারা একদিন ছিল ফ্রান্সের পদানত, আজ্ঞাবহ। হকস্টেটে পরাস্ত হয়েছেন ট্যালাড আর মার্সিন, র‍্যামিলিতে হয়েছেন ভিলিরয়, ফ্রিডলিঞ্জেন বিজয়ী ভিলার্সও পিছু হটে এসেছেন ম্যালপ্লাকাটের রণক্ষেত্র থেকে, মার্লবরো আর ইউজিনের সম্মিলিত আক্রমণের সমুখে দাঁড়াতে পারেন নি তিনি।

ফ্রান্স সর্বনাশের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। শত্রুপক্ষ থেকে সন্ধির যে সব শর্ত এসে পৌঁছলো ফ্রান্সে, তাতে রাজী হতে গেলে ফ্রান্সের মর্যাদা তো ধূল্যবলুণ্ঠিত হবেই, তার চেয়েও বড় কথা, ফ্রান্সের রাষ্ট্রটারই অর্ধেক চলে যাবে শত্রুর দখলে। রাজাধিরাজ চতুর্দশ লুই সেদিন অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন মন্ত্রণাসভায় বসে।

আর আশ্চর্য! সেই অশ্রু থেকেই জন্মলাভ করল নতুন একটা

BanglaBook.org

বাহিনী। ম্যালপ্লাকাটের পরাজিত সেনাপতি ভিলার্সই বৃত হলেন তার সৈনাপত্যে। ফ্রান্সের দুর্যোগ রাত্রির হল অবসান।

গোড়া থেকেই ভিলার্সের লক্ষ্য ডিনেইনের রক্ষাব্যূহ। ঐ ডিনেইন থেকে মার্সিয়েনস্ পর্যন্ত একটা নিরবচ্ছিন্ন নীরন্ধ্র প্রতিরোধই গড়ে তুলেছে ইংরেজ আর জার্মানে মিলে। ছাউনির গায়ে ছাউনি, কেল্লার পরে কেল্লা। সে দুর্ভেদ্য প্রাকারের মাঝখানে আক্রমণ চালাতে গেলে বিপর্যয়ের আশঙ্কা খুবই প্রবল, ডাইনে বাঁয়ে দুদিক থেকে শত্রু এসে চেপে ধরবে ভিলার্সকে, না, মাঝখানে নয়, প্রান্তে, ডিনেইনে।

কিন্তু ডিনেইন পৌঁছোনো কঠিন কথা। ভিলার্সের বাহিনী এখন ল্যান্‌ড্রেসিতে। ল্যান্‌ড্রেসির পশ্চিমে আর ডিনেইনের দক্ষিণে অন্ততঃ চার মাইল বিস্তীর্ণ একটা দুস্তর জলাভূমি, যে জলার যে কোন জায়গায় দীর্ঘতম সৈনিকেরও কোমর পর্যন্ত ডুবে যাবে জলে আর পাঁকে।

এ-জলা পেরিয়ে কোন সেনাদল পারে ডিনেইন পৌঁছোতে? ও-চিন্তাই করছে না ফরাসীরা। ও-আশঙ্কা একবারও উদয় হয় নি ইউজিন বা ডিউক এ্যালবিমার্লের মনে।

ভিলার্স শুধু শত্রুসৈন্যকেই ধাপ্পা দিচ্ছেন না, দিচ্ছেন নিজের সৈন্যকেও। তিনি জোর গলায় ঘোষণা করে যাচ্ছেন, ল্যান্‌ড্রেসি থেকে সমুখপানে এগিয়ে গিয়ে তিনি সম্মুখ যুদ্ধেই চূর্ণ করবেন শত্রুর রক্ষাব্যূহ। স্বভাবতঃই প্রিন্স ইউজিন নিজে উপস্থিত রয়েছেন ল্যান্‌ড্রেসিতে, সুদৃঢ় ব্যূহকে সম্ভাব্য সকল রকম উপায়ে আরও দৃঢ়তর করে তোলার চেষ্টা করছেন দিবারাত্রি।

অবশেষে এক ঘুরঘুট্টি আঁধার রাতে ফরাসী সেনা নিঃশব্দে নেমে গেল বাঁয়ের সেই চার মাইল বিস্তীর্ণ জলায়। ঘোড়াগুলোর মুখ বাঁধা, যাতে তারা চিঁহি ডাক ছাড়তে না পারে। নিঃশব্দে সেই ত্রিশ হাজার সৈনিক, পদাতিক অশ্বারোহী নির্বিশেষে সবাই পেরিয়ে চলল সেই জলা কোমর-জল ভেঙ্গে। পৌঁছোলো তারা ডিনেইন।

BanglaBook.org

একান্ত আচমকা আক্রমণ। প্রথম ব্যাটালিয়নের ফরাসী সৈনিকরাই দখল করে ফেলল ডিনেইন। একেবারে বিনা যুদ্ধেই। তাম্বু থেকে বেরুবারই সময় পেলেন না ডিউক এ্যালবিমার্ল। মাথার ওপর জনৈক ফরাসী ক্যাপ্টেনের তরোয়াল উদ্যত দেখে নীরবে নিজের তরোয়াল সঁপে দিলেন তার হাতে।

ভিলার্স নিজে যখন ডিনেইনে পৌঁছোলেন, তখন সেই ফরাসী ক্যাপ্টেন তার হাতে নিয়ে অর্পণ করল এ্যালবিমার্লের তরবারি। সেদিনকার সেই ফরাসী ক্যাপ্টেনটিরই নাম রাওল দ্য হারমেঁতাল।

উল্লাসে উন্মত্ত জেনারেল ভিলার্স। হারমেঁতালকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি আহত?"

"এমন কিছু নয় জেনারেল।"

"এই মুহূর্তে রওনা হয়ে যেতে পারবে প্যারিতে? রাজাকে এই প্রাথমিক বিজয়ের সংবাদটি দিতে? আসল যুদ্ধ এখনও বাকী অবশ্য, কিন্তু ডিনেইন অধিকার, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সেনাপতির আত্মসমর্পণ, এ-দুটো ব্যাপারেরও গুরুত্ব কম নয়।"

"আমি এই মুহূর্তেই যাত্রা করছি সেনাপতি।"

রণক্লান্ত হারমেঁতাল তক্ষুণি ঘোড়া ছোটাল আবার। সঙ্গে ভিলার্সের দুই ছত্র চিঠি, ছেঁড়া কাগজে পেন্সিল দিয়ে লেখা। ষাট লীগ। অর্থাৎ একশো আশী মাইল। রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে রাজার করে ভিলার্সের পত্র অর্পণ করলো যখন, সারা রাজধানী পাগল হয়ে গেল আনন্দে।

ডিনেইনের পতনই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ডিনেইন আর ল্যান্‌ড্রেসির মধ্যে আছে একটা নাতিবৃহৎ সাঁকো। সেই সাঁকোর পশ্চিমে এখন ভিলার্স, পূর্বে ইউজিন। সাঁকো পেরিয়ে গিয়ে ভিলার্সকে বিতাড়িত করবেন ডিনেইন থেকে, উদ্ধার করবেন এ্যালবিমার্লকে, এমন সাধ্য আর কিছুতেই হল না অস্ট্রিয় সেনাপতির। জলা পেরুবার সময় অবশ্যই কামান নিয়ে যেতে পারেন নি ভিলার্স। কিন্তু ইংরেজদের কামান তো বহুসংখ্যকই রয়েছে

BanglaBook.org

ডিনেইনে। সেইগুলিরই মুখ সাঁকোর দিকে ঘুরিয়ে দিলেন ভিলার্স, প্রলয়ঙ্কর আগুনবৃষ্টির মধ্যে ইউজিন কোনমতেই পারলেন না সেতু অতিক্রম করতে। ভিলার্স ইচ্ছা করলে সেতুটা উড়িয়েই দিতে পারতেন কামানের মুখে। কিন্তু তা তিনি করেন নি। কারণ ইউজিন পিছু হঠবার পরে ঐ সেতুর উপর দিয়েই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করবে ফরাসী সেনা।

পর পর ছয়টা রণতুরঙ্গ নিহত হল ইউজিনকে পিঠে নিয়ে সেদিন। সপ্তম অশ্বে আরোহণ করে আবারও তিনি যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর ভক্ত সহকারীরা জোর করেই তাঁর ঘোড়ার মুখ পুবের পানে ঘুরিয়ে দিল। আর বেশীক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলে ইউজিনের পলায়নেরও উপায় থাকবে না। রোষে, ক্ষোভে গর্জন করতে করতে ম্যালপ্লাকাট বিজয়ী ইউজিন ল্যান্‌ড্রেসির দিকে ঘোড়া ছোটালেন।

হারমেঁতালের শৌর্যের কথা ভোলেন নি ভিলার্স। তাঁর সুপারিশে রাজা তাঁকে কর্নেল পদে উন্নীত করে দিলেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে কর্নেল! ফরাসী বাহিনীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব!

হারমেঁতাল সেদিন প্যারি-রাজধানীর অভিজাত সমাজেও সমাজসিংহ। তার সমাদর সর্বত্র। ডিউক পীয়ার প্রিন্সদের বাড়িতে অবারিত দ্বার, রাজদরবারে বৃদ্ধ রাজাধিরাজের দৃষ্টিতে প্রসন্ন আশীর্বাদ! হারমেঁতালের জীবনের সেই প্রথম অঙ্কই বুঝি চূড়ান্ত গৌরবের অঙ্ক!

কারণ তার পরেই নেমে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। তার নিজের কোন দোষে নয়। কর্তব্যে কোন শৈথিল্য ঘটে নি তার। বরাতের ফের, উপরতলার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সে জড়িয়ে পড়ল নিজের অজ্ঞাতসারেই। রাজাধিরাজের মৃত্যু হল। তাঁর পুত্র, পৌত্র সবাই স্বর্গারোহণ করেছেন তাঁর জীবদ্দশাতেই। একমাত্র রাজবংশধর এখন এক নয় বৎসরের বালক, চতুর্দশ লুইয়ের প্রপৌত্র। পঞ্চদশ লুই নামে তাঁকেই সিংহাসনে অভিষেক করা হল।

BanglaBook.org

এইবার গোল বাধল এই নিয়ে যে বালক রাজপুত্রের পক্ষ থেকে রাজ্যটা শাসন করবে কে? রাজপ্রতিনিধি রিজেণ্ট পদে কে বসবে? প্রায় রাজারই মত সম্মানের পদ সেটা। প্রকৃতপক্ষে রাজপদই। কে পাবে তা?

দাবিদার দু'জন। ডিউক দ্য মেইন, ডিউক দ্য অর্লিয়াঁ।

মেইনের দেহেও চতুর্দশ লুইয়েরই রক্ত বইছে। স্বর্গত রাজাধিরাজের অবৈধ সন্তান তিনি। লুই তাঁকে দারুণ রকম ভালবাসতেন, নিজের উইলে তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন যে তাঁর মৃত্যুর পর মেইনই হবেন রাজপ্রতিনিধি।

কিন্তু তাতে বাদ সাধলেন ডিউক ফিলিপ দ্য অর্লিয়াঁ। ভ্রাতুষ্পুত্র ইনি চতুর্দশ লুইয়ের। অপুত্রক অবস্থায় পঞ্চদশ লুইয়েরও যদি মৃত্যু হয়, তা হলে ফরাসী সিংহাসনের অধিকারী ইনিই হবেন। বয়সে প্রৌঢ়, পঞ্চাশের উপরেই হবে বয়স। কিন্তু অটুট স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তির অধিকারী আজও। যুদ্ধবিগ্রহে বিলাসে ব্যসনে নবযুবকদের সঙ্গেও টক্কর দিয়ে চলেন সমানে সমানে। সর্বোপরি ন্যায়নিষ্ঠ, সদাশয়। "দিলদরিয়া ফিলিপ" নামই দিয়েছে তাঁকে তাঁর গুণমুগ্ধেরা।

চতুর্দশ লুইয়ের আশঙ্কা ছিল যে তাঁর অবর্তমানে সিংহাসনটা নিজে অধিকার করবার লোভে পড়ে ফিলিপ নিশ্চয়ই বালক পঞ্চদশ লুইকে ধরাধাম থেকে অপসারিত করে দেবার জন্য সচেষ্ট হবেন। তাই, ফিলিপ যাতে শিশু রাজার ধারে কাছেও আসতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ফিলিপকে রাজপ্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করে গিয়েছিলেন তিনি।

ফিলিপ তখন স্পেনে। বহু বৎসর তাঁর স্পেনেই কেটেছে। তাঁকে সেখানে চতুর্দশ লুইই পাঠিয়েছিলেন ফরাসী সৈন্যের সর্বাধিনায়ক করে। স্পেনের রাজপদ ন্যায়তঃ ধর্মতঃ প্রাপ্য পঞ্চম ফিলিপের। কিন্তু তা তিনি পান নি। স্পেনের আরও দু' একজন রাজবংশধর শক্তি পরীক্ষাতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন পঞ্চম ফিলিপের সঙ্গে।

BanglaBook.org

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পঞ্চম ফিলিপকে আগে প্রমাণ করতে হবে যে স্পেনের বোর্বোঁ রাজবংশে তিনিই শ্রেষ্ঠ বীর, সে-প্রমাণ না পেলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁকে নির্বিবাদে ছেড়ে দেবে না সিংহাসন।

হ্যাঁ, স্পেনের তদানীন্তন রাজারা বোর্বোঁ বংশীয়ই বটে, যে বংশের অন্য এক ধারা ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন বংশানুক্রমে। সম্পর্কে পঞ্চম ফিলিপ চতুর্দশ লুইয়েরই জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। অতএব প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদারদের সঙ্গে নিজের বাহুবলে এঁটে উঠতে না পেরে ফিলিপ যদি লুইয়ের শরণাপন্নই হয়ে থাকেন, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। লুই পঞ্চম ফিলিপের সাহায্যে পাঠালেন অর্লিয়াঁর ফিলিপকে।

আগে থেকেই ফিলিপ দ্য অর্লিয়াঁ ফ্রান্সের অন্যতম অগ্রগণ্য সেনাপতি। কিন্তু স্পেনে যাওয়ার পরে তাঁর ভিতরে যেন রণদেবতা মার্স-এরই আবির্ভাব হল হঠাৎ। প্রতি যুদ্ধে তিনি অপূর্ব রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে লাগলেন। আলমাঞ্জার রণক্ষেত্রেই পঞ্চম ফিলিপের শত্রুগুলিকে ধূলিসাৎ করে দিলেন। এই যুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবেও অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। অসম সাহসিকতার দরুন এক সময়ে তাঁর জীবনই বিপন্ন হয়েছিল শত্রু-সৈনিকদের হস্তে। সেই সংকটে তাঁর প্রাণরক্ষা করেন এক কর্নেল, আলবার্ট দ্য রোকার, নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে। এই রোকারের প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত হবে এই আখ্যায়িকায়, সেই কারণেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হল এই বীর কর্নেলটির কথা।

কিন্তু আসল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। ফিলিপ যখন স্পেনে, তখনই সংবাদ পেলেন যে রাজাধিরাজ লুইয়ের শেষ সময় সমাগত। গোপন সূত্রে এ-খবরও তাঁর কাছে পৌঁছোলো যে তাঁর ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে রাজা তাঁর অবৈধ পুত্র ডিউক দ্য মেইনকে নিযুক্ত করে যাচ্ছেন রিজেণ্ট পদে।

এত বড় অবিচার কখনো কি সহ্য করতে পারেন ফিলিপ? তিনি সসৈন্যে ধাবিত হলেন প্যারি অভিমুখে। এসে যখন

BanglaBook.org

পৌঁছোলেন, তখন রাজাধিরাজ আর নেই। ফিলিপ এসেই নিজেকে রিজেণ্ট বলে ঘোষণা করে দিলেন। পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য তাঁর গুণমুগ্ধ, তাঁর শৌর্যে বীর্যে আস্থাবান, তাঁরা সমর্থন জানালেন ফিলিপের আচরণে।

মেইন নীরবে সহ্য করলেন না এটা। ফিলিপের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার একটা ক্ষীণ প্রয়াস তিনি করেছিলেন। সে-প্রয়াসে অনেক অনেক সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে কর্নেল হারমেঁতালেরও সাহায্য তাঁর পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তোড়জোড় করার সময়ই জুটল না মেইনের। প্রথম আঘাতই এল ফিলিপের দিক থেকে। মেইন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শহরের বাইরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তাঁর আর্সেনাল নামক প্রাসাদে।

হারমেঁতাল যে মেইনের পক্ষ অবলম্বন করেছিল এ-কলহে, সে শুধু চতুর্দশ লুইয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ। তা নইলে তার কোন পক্ষপাতও ছিল না মেইনের প্রতি, কোন বিদ্বেষও ছিল না ফিলিপের উপরে। চতুর্দশ লুই যা চেয়েছিলেন, তাই হওয়া উচিত, এই সহজ সরল ধারণা থেকেই সে প্রস্তুত হয়েছিল মেইনের সাহায্য করতে। কিন্তু মেইনই অক্ষম হলেন হারমেঁতাল প্রমুখ বান্ধবগণকে যথাযোগ্য নেতৃত্ব দিতে।

এইসব বান্ধব যে কারা, অর্লিয়াঁর পক্ষে সে-খবর সংগ্রহ করা শক্ত হল না। তাদের তিনি সাজা দিতে কসুর করলেন না। হারমেঁতালের কর্নেল পদ কেড়ে নিয়ে নামিয়ে দেওয়া হল ক্যাপ্টেন পদে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩

অপেরা হাউসে বল-নাচ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু আজকাল আখছার তা হচ্ছে প্যারিয় অপেরায়। কার্ডিনাল রিশলু এখানে অভিনয় করিয়েছিলেন স্বরচিত 'মিরামি'র; সালি আর কিনোট-এর গীতিনাট্যগুলি এখানে চিত্ত-বিনোদন করেছে সংখ্যাতীত রসগ্রাহীর, অবশেষে মোলিয়ার এখানে নিজে রূপদান করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির শ্রেষ্ঠ চরিত্রসমূহের।

সেই গৌরবের ঐতিহ্যকে পাশে ঠেলে রেখে এখন শিভালিয়ার দ্য বুঁলো এখানে প্রবর্তন করেছেন মঞ্চনৃত্যের। শিভালিয়ারটি আবার নিজেই নিজেকে ভূষিত করেছেন প্রিন্স খেতাবে—প্রিন্স দ্য-অভার্নে। ও-খেতাবের উপর তাঁর দাবি যে কী, তা কেউ জানে না; কিন্তু দাবিটা প্রমাণ করার জন্য চাপও তাঁর উপরে কেউ দেয় নি। দেবে কেন? অপেরার মঞ্চে বল-নাচের আসর বসিয়ে তিনি কি অভিজাত নরনারীর সমুখে আর একটা পথ খুলে দেন নি উচ্ছন্নে যাবার? কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস নেই?

খুব সেজেগুজেই অপেরার এসেছে আজ হারমেঁতাল। সকালে একটা মারাত্মক ডুয়েল হয়ে গিয়েছে। লা-ফেয়ার বাঁচে কি মরে, বলা যায় না। আঘাতকারীর নাম লা-ফেয়ারের মুখ দিয়ে কক্ষণো বেরুবে না, হারমেঁতাল সে-বিষয়ে নিশ্চিত। ডুয়েল নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ডুয়েল প্রেমিকেরা ওদিক দিয়ে খুব সাবধান হয়ে গিয়েছে। কারও নাম কেউ প্রাণান্তেও করবে না। আইন কী করবে তাদের? যদি হাতেনাতে ধরতে না পারে?

না, লা-ফেয়ারের মুখ দিয়ে নাম বেরুবে না হারমেঁতালের। কিন্তু অন্য সূত্রে পারেও তো বেরুতে! তা যদি বেরোয়, তখন ঝেড়ে অস্বীকার করতে হবে। সেই সম্ভাব্য অস্বীকৃতিকে জোরদার করে

তুলবার জন্যই আজ এমন এমন ভাব দেখাতে হবে যে ইদানীংকালে ডুয়েলের মত প্রাণঘাতী কোন কারবারের সঙ্গে সুদূরতম কোন সংস্রবও ছিল না হারমেঁতালের।

ও যখন পৌঁছোলো, তখন মানুষে মানুষে গিজগিজ করছে অপেরা হাউস। প্রথম পরিচিত লোক যাকে দেখতে পেলো হারমেঁতাল, সে হল তরুণ রিশলু। প্রথিতকীর্তি মহামন্ত্রী রিশলুর এ কেউ নয়। তিনি স্বর্গত হয়েছেন ত্রয়োদশ লুইয়ের রাজত্বকালে, এটা হল পঞ্চদশ লুইয়ের আমল। খেতাবটা বেওয়ারিশ রয়ে গিয়েছিল, চতুর্দশ লুইয়ের প্রিয়পাত্রী ডাচেস্ মেইতেনঁ। এই সুন্দর ছোকরাটাকে সেটা পাইয়ে দিয়েছিলেন। অভিজাতবংশীয় অবশ্যই, নীচুপানে নজর দেওয়ার মানুষ ছিলেন না মেইতেনঁ।

মাকুইস ক্যানিলাকের সঙ্গে কথা কইছিল রিশলু। ক্যানিলাক রিজেণ্ট অর্লিয়াঁর অতি পেয়ারের লোক, সদাই গম্ভীর মুখ, যার দরুন রিজেণ্ট তাঁকে ডাকেন গুরুমশাই বলে। হাত-পা নেড়ে রিশলু কী একটা গল্প বলছে ক্যানিলাককে, হারমেঁতাল যায় তার পাশ দিয়ে। পরিচয় তার আছে অবশ্য, এই ফড়িংধর্মী ডিউকের সঙ্গে। সে-পরিচয় কিন্তু এত ঘনিষ্ঠ নয় যে তার ভিত্তিতে রিশলুর গল্পে সে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। সে পাশ দিয়ে চলেই যাচ্ছিল, রিশলুই টেনে ধরল তার কোট। "আয়ে, চলে যাচ্ছ কেন শিভালিয়ার, ক্যানিলাককে গল্প বলছি একটা, তুমি শুনলে তা অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। যে শুনবে এ-গল্প, আখেরে ফায়দা পাবে—বলে রাখছি। তুমিও পাবে হে শিভালিয়ার, নতুন অভিজ্ঞতা হবে একটা। আরে, ও র‍্যাভান! র‍্যাভান হে!"

দূর থেকে র‍্যাভান জবাব দিল—"সময় নেই।"

"লা-ফেয়ার কোথায়, বলতে পার?"

"হাম হয়েছে শুনেছি।"

"আর ফার্জি?"

"পা মচকেছে তার"—র‍্যাভান ভিড়ের ভিতর মিশে গেল।

BanglaBook.org

যাওয়ার আগে প্রভাতের শত্রুকে নমস্কার করে গেল প্রসন্ন হাস্যে, পরম বন্ধুর মত অন্তরঙ্গ ভাবে।

ক্যানিলাক জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার গল্প? যদি বলতে চাও তো চটপট বলে নাও। এখানে যারা আসে, স্রেফ গল্প শোনার জন্যই আসে না তারা, এটা মনে রেখো।"

"আমিও আসি নি স্রেফ গল্প বলার জন্য, তুমিও মনে রেখো সেটা, কিন্তু, শিভালিয়ার দ্য হারমেঁতালও রয়েছেন যখন—"

"বেশীক্ষণ আমিও পারব না থাকতে মসিয়াঁর ডিউক, একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যই আমি এসেছি, তিনি না আসা পর্যন্ত—"

"ঐ! ঐ! সবাই এখানে কারও-না-কারও সঙ্গে দেখা করতেই আসে, আমিও, আপনিও, ক্যানিলাকও। যতক্ষণ না আসছেন সেই কেউ-না-কেউ—শোন তাহলে গল্পটা। ইদানীং কয়েকদিন ব্যাস্টিলে ছিলাম, তা জান তো তোমরা! ঐ মার্কুইস গোসির সঙ্গে ডুয়েলটা লড়ার দরুন! কী রকম হাসির কথা, দেখ তো! যাদের রক্ত, তারা যদি ঢালতে চায়, আইনের তাতে বলবার কী আছে? এ শুধু অহেতুক হস্তক্ষেপ করা ভদ্রলোকের ব্যক্তি-স্বাধীনতায়।"

হারমেঁতাল সেই সকালেই ডুয়েল লড়ে এসেছে একটা। তার সাক্ষী তার বাহুতেই বর্তমান, তিন ইঞ্চি লম্বা একটা তরোয়ালের চোট। ভাগ্যিস সেটা কোটের তলায় অদৃশ্য রয়েছে! নইলে ব্যাস্টিল-বাস তারই বা ঠেকাতো কে?

ব্রিশলু গল্প বলছে ওদিকে—"যেদিন খালাস হব, ব্যাস্টিলের গভর্নর লোনের কাছ থেকে পেলাম একখানা চিঠি, আর একখানা চিঠি পেলাম মাদাম দ্য প্যারাবিয়ারের কাছ থেকে। ব্যাস্টিলে বসেই, একই সঙ্গে দু'খানা। লোনে অবশ্য জানিয়েছেন যে আমি খালাস হচ্ছি সেইদিন, কিন্তু মাদাম প্যারাবিয়ার, বল তো তোমরা, আন্দাজ কর দেখি, কী করে ভদ্রমহিলা জানলেন যে আমি খালাস হব সেইদিনই?"

BanglaBook.org

"জেনেছিলেন না কি ?" জিজ্ঞাসা করল হারমেঁতাল।

"না জানলে তিনি কী করে আমাকে আমন্ত্রণ করেন, সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়িতে কফি খাওয়ার জন্য ?"

"আমন্ত্রণ করেছিলেন না কি ? গিয়েছিলে তুমি ?"—এবারকার প্রশ্ন ক্যানিলাকের।

দুটো প্রশ্নেরই এক উত্তর—"হ্যাঁ। গিয়ে কাকে দেখলাম মাদামের বৈঠকখানায়, আমি একশো লুই বাজি ধরতে পারি, একশোবার আন্দাজ করলেও ঠিক-ঠিক উত্তর দিতে পারবে না তোমরা।"

"কাকে আবার দেখবে ? অবশ্যই মাদামের স্বামীকেই দেখেছ"—সরলভাবে বলে ফেলল হারমেঁতাল।

হাঃ হাঃ হাঃ—সে কী হাসির রোল ব্রিশলুর—"তুমি এখনো খোকাই রয়ে গেছ হে শিভালিয়ার। মাদামের স্বামী নয়। দেখলাম তাঁকেই, আমার আসন্ন মুক্তির কথা আগে থাকতেই যাঁর জানা ছিল এবং আগে থাকতেই যিনি মাদামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।"

"আগে থাকতেই জানা ছিল ? কে এমন লোক ? ব্যাস্টিলের গভর্নর যে কর্নেল লৌনে, তিনিও তো দু'ঘণ্টা আগেও জানতে পারেন না যে কে কখন আসছে বা যাচ্ছে—"

"তবেই বোঝ। সে-খবর জানেন একটি মাত্র লোক। তাঁকেই আমি দেখলাম মাদামের ঘরে। খোদ রিজেন্ট, ফিলিপ অর্লিয়াঁ।

"রিজেন্ট !"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ !" রিজেন্ট আমাকে হাসিমুখে ডেকে নিজের সোফাতেই বসালেন—"তোমাকে একান্তই দরকার হয়েছে বেচারী কাউন্টেসের। ওঁর স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও নেই ওঁর অনেকদিন থেকে, জান তো ? কী করে লোকটাকে ধরে আনা যায় এখানে, কাউন্টেসের কাছে, একটা ফন্দী বাৎলাও তো ! এমন গোঁয়ার ঐ প্যারাবিয়ার, বলেছে লক্ষ লুই পেলেও সে আর স্ত্রীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করবে না। ভেবে আকুল আমরা, শেষ পর্যন্ত ঠাউরেছি যে একমাত্র

BanglaBook.org

তোমার পক্ষেই সম্ভব। প্যারারিয়ারকে পাকড়ে আনা, এমন সাফ মাথা তো প্যারিতে আর দ্বিতীয় কারও নেই!"

"তারপর? তারপর?" এবারে প্রশ্ন যুগল শ্রোতারই একসঙ্গে।

"তারপর আমি একটু হেসে এবং একটু কেশে, একবারটি মাথা চুলকে রিজেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম—ইওর হাইনেস, উপায় বাৎলাবার আগে একটা কথা কি আমি জানতে পারি?"

"কী কথা? অবশ্যই জানতে পারবে, যদি আমার জানা থাকে"—বললেন রিজেন্ট। আমি বললাম—"কথাটা এই যে উপায় বাৎলাতে না পারলে কি আমায় আবার ব্যাস্টিলে ফিরে যেতে হবে?"

"আরে না, না, হো-হো-হো"—হেসেই অস্থির রিজেন্ট—"কিন্তু ব্যাস্টিলে ফিরে যেতে আপত্তিই বা কী তোমার? লৌনের উপরে তো নির্দেশ রয়েইছে যে আমার বন্ধুলোকেরা যদি কেউ কখনো ব্যাস্টিলে গিয়ে থাকেন কিছুদিন, জামাই আদরে খাওয়াতে হবে তাঁদের!"

"না, সে-নির্দেশ লঙ্ঘন করেন নি লৌনে। তবে ব্যাস্টিলে ফিরতে তবু আমার ইচ্ছে যে নেই, তার প্রমাণ এক্ষুণি দিচ্ছি। আমি নিজের বাড়ি থেকে এক্ষুণি একখানা নিমন্ত্রণ চিঠি পাঠাব মসিয়াঁর প্যারাবিয়ারের কাছে, কাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ডিনার খাওয়ার জন্য। তারপর রাত বারোটা নাগাদ কাউন্টেস যদি নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দেন আমার বাড়িতে, সেই গাড়িই এই বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবে তাঁর স্বামীকে।"

রিজেন্ট ভ্রূ কুঁচকে বললেন—"জ্যান্ত, না মৃত?"

"জ্যান্ত, তবে অজ্ঞান"—বললাম আমি—"শ্যাম্পেনে একটা গুঁড়ো মিশিয়ে দেব, মারাত্মক নয় কিছু—"

রিজেন্ট হেসে ফেললেন—"এই নাও কাউন্টেস, মুশকিল আসান। স্বামীকে হাতে পাওয়া নিয়ে কথা, তা তুমি তো পেয়েই যাচ্ছ ডিউকের কল্যাণে। এবার হাতযশ তোমার। রিশলুকেই দেখছি আমার প্রধানমন্ত্রী করতে হবে।"

BanglaBook.org

গল্প শেষ করে একবার ক্যানিলাকের, একবার হারমেঁতালের দিকে তাকালেন রিশলু। স্পষ্টতঃই তাঁর প্রত্যাশা এই যে ওরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করবে তাঁর। কিন্তু তা না করে ক্যানিলাক সন্দিগ্ধভাবে জেরা শুরু করলেন—"পরিকল্পনামাফিক কাজ উৎরে দিতে পেরেছিলে তো?"

"না পারলে আজ আমায় এখানে দেখতে পেতে না কি? এতদিন আবার আমায় আতিথ্য গ্রহণ করতে হত মসিয়াঁর লৌনের।"

এক অদ্ভুত মূর্তি ততক্ষণে এসে হারমেঁতালের পিছনে দাঁড়িয়েছে, হাত দিয়েছে তার কাঁধে। অদ্ভুত, মানে তার দেহের নিম্নার্ধ নারীর মত হলেও উপরার্ধ বাদুড়ের মত। কালো কাপড় দিয়ে তার মাথা, বুক, পিঠ সব এভাবে আবৃত, যাতে দেখলেই মনে হবে যে একটা কালো বাদুড় ডানা মেলে উড়ছে। হারমেঁতাল বিবেচনা করল, এই বাদুড়ই তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, অপেরায় এসে দেখা করতে। বাদুড়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, দু'টি ডাগর নীল চক্ষু ছাড়া আর কোন অবয়বই চোখে পড়ে না, সব এস্তার কালো। ছদ্মবেশ নিশ্ছিদ্র একেবারে। তা এ-ধরনের ছদ্মবেশ আশেপাশে আরও ঢের চোখে পড়ছে, এ একটা জনপ্রিয় ফ্যাশান। আনন্দ লুটব, অথচ পরিচয় জানতে দেব না কাউকে, এ-রকম সুযোগ তো সকলেরই কাম্য!

বাদুড়টা স্পষ্টতঃই হারমেঁতালকে সঙ্গে আসতে বলছে। হারমেঁতাল রিশলুর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল, তার অর্থ "দেখছই তো! আমার সমন এসেছে।" রিশলু হেসে বলল—"আনন্দ রহো!" মাথা নাড়লেন ক্যানিলাকও।

একটা নিভৃত জায়গায় এসে বাদুড় বলল—"আপনাকে ধন্যবাদ শিভালিয়ার। আরও ধন্যবাদ দেব, যদি সাহস করে আমার সঙ্গে যেতে পারেন।"

"সাহসের অভাব আমার আছে বলে শত্রুমিত্র কেউই বিবেচনা

BanglaBook.org

করে না বোধ হয়। কিন্তু যাব কোথায়? অজানা লোকের সঙ্গে অজানা জায়গায় গিয়ে বিপদে পড়ি যদি, নিজের হঠকারিতাকে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকবে না আমার।"

"বিপদে আপনি পড়বেন না, আমি তা শপথ করেই বলতে রাজী আছি। যেজন্য আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, তা জানতে পারবেন, একটা নির্দিষ্ট স্থানে গেলে তার পরে। এখানে তা বলবার সময় হবে না। আর তা বলবার ভারও আমার উপরে নেই। যথাস্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তিই আপনাকে শোনাবেন সব কথা। তার পরে আপনি আপনার ইচ্ছামত পথ বেছে নেবেন। আমাদের পথে চলতে যদি অনিচ্ছা হয়, কেউ আপনাকে বাধ্য করার চেষ্টা করবে না। অক্ষত দেহে আপনি ফিরে আসবেন, তবে একটা কথা দিয়ে আসতে হবে যে কী দেখলেন সেখানে, কী শুনলেন, তা ঘুণাক্ষরেও কখনো প্রকাশ করবেন না।

"কথা? না শপথ?" জিজ্ঞাসা করল হারমেঁতাল কৌতুকের সুরে।

"বীরের কথাই শপথ," উত্তর দিল বাহুড়, অত্যন্ত সাধারণ সুরেই। বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে হামেশাই আলাপ-সালাপের সুযোগ যে এ-বাহুড়ের আছে, তাতে কোন সন্দেহই করতে পারছে না হারমেঁতাল।

"কখন যেতে হবে?"—হারমেঁতাল মন স্থির করে ফেলেছে। মনে তার প্রবল ধারণা, সমস্ত ব্যাপারটাই রাজনীতি ঘটিত। এবং সম্ভবতঃ রিজেন্ট-মেইন দ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িত। একটা কানাঘুষা তো রাজধানীতে চলছেই ইদানীং ঐসব নিয়ে। অতীন্দ্র বসেছেন রাজপ্রতিনিধির পদে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ডিউক মেইনও নিশ্চিন্ত নেই। একবারের পরাজয়কেই চূড়ান্ত পরাজয় বলে তিনি হয়তো মেনে নিতে পারছেন না। অন্ততঃ তাঁর স্ত্রী যে পারছেন না, তা তো সর্বজনবিদিত। অত্যন্ত উচ্চাশিনী ঐ মহিলা, রাজরক্ত তাঁরও ধমনীতে প্রবাহিত, প্রাক্-নেপোলিয়ঁ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি

BanglaBook.org

রকরয় বিজয়ী প্রিন্স কণ্ডির পৌত্রী তিনি। অদৃষ্ট মন্দ, নিজে অসমসাহসিনী তেজস্বিনী হলে কী হবে, স্বামীটি জুটেছে তাঁর একান্ত অপদার্থ। চতুর্দশ লুইয়ের এক ধরনের পুত্র, এইটুকু ছাড়া মেইনের স্বপক্ষে বলবার কিছু নেই আর। অলস, দীর্ঘসূত্রী, তেজোবীর্যবর্জিত, একান্তই তৃতীয় শ্রেণীর মনুষ্য একটি। তবু, ঐ অপোগণ্ডটাকেই সমুখে রেখে এই খর্বকায়া ডাচেসটি না করে যাচ্ছেন কী? লোকমুখে তো এইরকম রটনা যে—

কিন্তু কী যে সে-রটনা, তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। হারমেঁতাল তা খানিক-খানিক শুনেছে, অপ্রসন্ন হয় নি শুনে। আগেই একথার উল্লেখ করা গিয়েছে যে রাজনীতিতে কোন বিশেষ নেতা বা বিশেষ নেত্রীর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য কিছুই নেই হারমেঁতালের। ব্যক্তি হিসাবে তার কাছে অর্লিয়াঁও কিছু নন, মেইনও কিছু নন। তবে হ্যাঁ, মেইনের পক্ষে এইটুকু বলবার আছে যে তিনি রাজাধিরাজের মনোনীত প্রতিনিধি। অর্লিয়াঁ সেদিক দিয়ে অনধিকারী ব্যক্তি, যাকে বলে, জোর যার মুলুক তার, সেই নীতি অনুসরণ করেই তিনি দখল করে বসেছেন রিজেন্টের গদি, তাঁর চেয়ে বেশী জোরদার কেউ যদি এসে তাঁকে গলা ধাক্কা দেয় সেখান থেকে, হারমেঁতাল তাতে দুঃখ পাবে না। বরং খুশিই হবে, যদি সেই জোরদার লোকটা হারমেঁতালের অপহৃত কর্নেল পদটি তাকে ফিরিয়ে দেয় সুবিচারের খাতিরে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়। ক্ষমতার অধিকারীরা সুবিচারক যদি হয়, হারমেঁতালকে তার কর্নেল পদটি এক্ষুণি ফিরিয়ে দেওয়া তাদের উচিত। ওটা বাতিল হয়ে যাওয়ার কিছুমাত্র হেতু ছিল না, উচ্চতম প্রশাসকেরাও যে কতখানি খেয়ালী অবিবেচক স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন, তারই পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ঐ ব্যাপারে। এখন হারমেঁতাল যদি এমন আশা পায় যে ডিউক মেইনের দ্বারা সে-অবিচারের প্রতিকার হবে কিছু, তাহলে সে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে ঐ মেইনকে। কেন করবে না সাহায্য?

BanglaBook.org

মেইনই তো ন্যায়তঃ রাজপ্রতিনিধি পদের হকদার। চতুর্দশ লুইয়ের উইল অনুযায়ী।

এবং যেহেতু এই বাদুড়টিকে মেইনের দলেরই দূতী বলে বিশ্বাস জন্মেছে হারমেঁতালের, সে আর দ্বিরুক্তি না করে তাকে বলল—"চলুন তাহলে যাওয়া যাক। আপনারা যা বলবেন, তাতে সায় দিতে না পারলেও আপনারা আমাকে নিরাপদে নিজের গৃহে ফিরে আসতে দেবেন এবং সায় দিতে না পারলেও সে-সব কথা আমি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করব না। এই তো বন্দোবস্ত?"

"এইটাই বন্দোবস্ত"—বলে বাদুড় হারমেঁতালকে নিয়ে অপেরা হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং পিছনের প্রায়ান্ধকার রাজপথে নিভৃতে রক্ষিত একখানা গাড়িতে তাকে নিয়ে তুলল। "চোখটা বেঁধে দেব এইবার", বলল বাদুড়।

তাতে আর হয়েছে কী? নিজেরই রুমাল বাদুড়ের হাতে তুলে দিল হারমেঁতাল, গাড়ি চলতে শুরু করল, এ যেন আরব্য রজনীর পাতা থেকে ধার করা এক আধুনিক এ্যাডভেঞ্চার। তবে যতদূর আশা করা যায়, এর উপসংহার বিয়োগান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। উভয় পক্ষেই কথার আদান-প্রদান হয়ে গিয়েছে, মিত্রতা না ঘটলেও শত্রুতা কখনোই হবে না এ-দু' পক্ষে।

গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে অনেক পথ ঘুরে এসে থামল অবশেষে এক জায়গায়। হারমেঁতালের হাত ধরে নামিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল বাদুড়। হারমেঁতাল গুনতে গুনতে উঠছে, ছয়টা ধাপ সিঁড়িতে।

অবশেষে এক আলোকিত কক্ষে নিয়ে হারমেঁতালের চোখের বাঁধন খুলে দিল বাদুড়। চোখ মেলেই হারমেঁতাল দেখল—সমুখের দরজা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করছেন—অধরে মধুর হাসি এবং মুখের উপরার্ধে মুখোশ নিয়ে এক বিদ্যুৎবর্ণা মহিলা।

যা ভেবেছিল, তাই। ইনি ডাচেস মেইন না হয়ে যান না, কিন্তু ইনি যতক্ষণ আত্মপরিচয় না দিচ্ছেন, ততক্ষণ সে-পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতার ভান করাই হবে ভদ্রতা। দেখা যাক।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৪

এত নিকট থেকে এই ডাচেসকে আগে কখনো দেখে নি হারমেঁতাল। আজ তাই অবাক লাগছে তার। এত খুদে, এত হালকা, এমন ফুরফুরে যে হঠাৎ তাঁকে পরী বলে ভুল হয়েছিল ওর। মুক্তোর মত ধূসর রংয়ের সাটিন তাঁর পরনে, তার উপরে মাঝে মাঝে ফুলের বুটি, সত্যিকার ফুলকেও লজ্জা দেয় সেই সব বুনোট-করা ফুলগুলি। পোশাকের ভাঁজ আর কুচি, মাথার টুপি—এসব আবার ইংরেজী ধাঁচের, মাঝে মাঝেই হীরে মুক্তোর পিন আর বোতাম দিয়ে আটকানো। হারমেঁতাল উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল। আগে যাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল সেই বাদুড়রূপিনী মহিলা যে দূতীমাত্র, আসল কর্ত্রী যে ইনিই, তা বুঝতে এক পলকও দেরি হয় নি ওর।

স্তুতিবাদের জন্য ঘোরানো প্যাঁচানো ভাষারই ব্যবহার হত সেদিনে, তাই হারমেঁতাল গদগদ স্বরে বলল—"মাদাম, আমি কি কারও জাদুমন্ত্রে সহসা স্বর্গে উঠে এলাম? আর এসেই কি সমুখে দেখছি সর্বশক্তিময়ী স্বর্গরানীকে?"

"দুর্ভাগ্য আমার"—বিষণ্ণমধুর কণ্ঠে মহিলাটি উত্তর করলেন—"রানী-টানী নই, আমি রাজবংশীয়া হলেও অতি নগণ্যা এবং এক শক্তিমান জাদুকরের করে অশেষ নিগ্রহে জর্জরিতা। আমার প্রাপ্য মুকুট সে কেড়ে নিয়েছে আমার মাথা থেকে, অনাচারে অত্যাচারে পূর্ণ করে তুলেছে আমার রাজ্য। নিরুপায় হয়ে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন কোন পরাক্রান্ত নাইটকে, যিনি—সংক্ষেপে কথা শেষ করছি। আপনার শৌর্যবীর্য সাহসের খ্যাতি শুনে আপনারই শরণ নিতে সংকল্প করেছি আমি।"

"আমার জীবন দিলেও যদি আপনার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হয়, আমি তাতে এক্ষুণি প্রস্তুত আছি। কে সেই দুর্দান্ত দানব, বলুন একবারটি। আমাকেই যখন আপনি বরণ করেছেন আপনার নাইট

বলে, তখন তাকে বিনাশ করা আমার পবিত্র কর্তব্য। তাতে যদি জীবন যায় তা যাক।"

"জীবন তো গেলে চলবে না বীর! ও-জীবন দিয়ে অনেক উপকার হবে আমার। তবে, অদৃষ্টের কথা বলা যায় না, যদি যায়ও জীবন, আপনি সান্ত্বনা পাবেন এই চিন্তা করে যে যমালয়ের পথে আপনাকে সঙ্গ দান করবেন ফ্রান্সের আরও অনেক গুণী মানী বীর সন্তান। আপনার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করবেন রাজাধিরাজ লুইয়ের পুত্র, অবিস্মরণীয় কণ্ডিরও পৌত্রী।"

এইবার যখন পরিচয় দিয়েছেন ডাচেস—রেখে ঢেকে কথা বলার দরকারও ফুরিয়েছে। "মাদাম লা ডাচেস দ্য মেইন আপনি? আপনাকে চিনতে না পেরে যদি কথাবার্তায় কোন বাচালতা প্রকাশ করে ফেলে থাকি, তবে মার্জনা করবেন।"

"আপনি এমন কথা কিছুই বলেন নি শিভালিয়ার, যা থেকে আপনার তেজস্বিতা আর মহানুভবতা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ পেয়েছে। সে-সব উক্তির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু একথা তবুও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আর বেশী দূর অগ্রসর হবার আগে আপনার উচিত একবার নিজের অন্তরটা ভাল করে পরীক্ষা করা। আমার পক্ষ অবলম্বনে যে আপনার বিপদ ঘটতে পারে, তা তো আপনার না জানবার কথা নয়! যদি বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকে সে-বিপদের ভিতর মাথা গলিয়ে দিতে, আপনি অনায়াসে পশ্চাৎপদ হতে পারেন এখনো। যে-গাড়িতে আপনি এসেছেন, সেই গাড়িই তা হলে আপনার গৃহে পৌঁছে দিয়ে আসবে আপনাকে।"

মাথা নেড়ে হারমেঁতাল বলল—"আমি দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারি—একথা মনে করে আপনি সুবিচার করছেন না আমার উপরে। যা বলেছি একবার, তা কখনোই আর প্রত্যাহার করব না। আজ থেকে আমার বাহু, আমার তরবারি, আমার জীবনের মালিক আপনিই।"

ডাচেস মেইনের হাসি বিশ্ববিশ্রুত হাসি। সে-হাসির একটা

BanglaBook.org

দুর্বার সম্মোহনী শক্তি আছে পুরুষ নারী সকলেরই উপরে। সেই হাসি হেসে তিনি বললেন—"ব্যারণ ভ্যালেফ দেখছি ঠিক কথাই বলেছিলেন আমাকে। যেমন যেমন বলেছিলেন তিনি, আপনি সেই রকমই।"

"ওঃ, ভ্যালেফ? এতক্ষণে বুঝতে পারছি এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অধমের দিকে আপনার মত মহীয়সীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল কী করে! তা, ভ্যালেফকে বোধ হয় আজ দেখতে পাব না এখানে? যতদূর জানি, তার আজই স্পেনে রওনা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।"

"গিয়েছেন—সেই চিরমধুর হাসি হেসে ডাচেস বললেন—"আমাদের কাজেই গিয়েছেন। আমাদের সবচেয়ে নিরলস কর্মী তো তিনিই। তা চলুন, ব্যারণ ভ্যালেফ অবশ্য নেই এখানে, কিন্তু অন্য কয়েকজন আছেন, যাঁরা জনে জনে খুশি হবেন আপনাকে দেখলে।"

হারমেঁতাল অনুসরণ করল ডাচেসের। পর পর কয়েকখানা ঘর পেরিয়ে সে এসে উপস্থিত হল একখানা বৃহৎ কক্ষে, সেখানে উপস্থিত রয়েছেন বেশ কয়েকটি লোক। মসিয়াঁর দ্য পলিয়ানাক, মসিয়াঁর দ্য মেলজিওজ, মাকুইস দ্য পম্পাডুর, এঁরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অগ্নিকুণ্ড ঘিরে, আর তাঁদের থেকে কিছু দূরে একটা টেবিলে বসে আছেন ডাচেসের সেক্রেটারি এ্যাবে ব্রিগো, এক গাদা কাগজ সামনে নিয়ে, ভাগে ভাগে সেগুলি সযত্নে সাজিয়ে রাখছেন তিনি।

ডাচেস ঢুকেই উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন—"এই যে ভদ্র-মহোদয়েরা, এই সেই বীরপুরুষ, যাঁর কথা এত করে আমাদের এতদিন শুনিয়েছেন মসিয়াঁর ভ্যালেফ। কে ওঁকে আনল, জানেন? মসিয়ার মেলজিওজ শুনে অবাক হবেন, তাঁরই বান্ধবী মাদাম লোনে ওঁকে পাকড়ে এনেছেন বাদুড় সেজে।"

মাদাম লোনে? ব্যাস্টিলের গভর্নর কর্নেল লোনের পত্নী? তিনি এই দলে? অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি। হারমেঁতাল চমকের পরে চমক খাচ্ছে।

BanglaBook.org

ওদিকে ডাচেস বলে যাচ্ছেন—"আপনারা কেউ কেউ হয়তো শিভালিয়ার দ্য হারমেঁতালের শক্তি আর সাহস সম্পর্কে বেশী কিছু না শুনে থাকতে পারেন। তাঁদের আমি বলব, সেদিক দিয়ে তিলমাত্র সন্দেহ রাখবেন না কেউ। যা কিছু জানবার, আমি সব জেনেছি। ওঁকে পেয়ে যে শুধু আমাদের শক্তি বৃদ্ধিই হল, তা নয়, আমি তো মনে করি, গৌরব করবার মত একজন সহকর্মী আমরা পেলাম।"

মেলজিওজ বললেন—"যে ভাবে ওঁর কথা বলছেন আপনি, তাতে তো আমাদের মনে হয় ডাচেস, সহকর্মী বলে বিবেচনা না করে আমরা ওঁকে নেতার মর্যাদাই দিতে পারি।"

মার্কুইস দ্য পম্পাডুরের সঙ্গে দূর সম্পর্কের একটু আত্মীয়তাই রয়েছে হারমেঁতালের, যদিও তা ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে কোন দিন উঠতে পারে নি। আজ তিনি দু'হাত বাড়িয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন তাকে আর বলে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে—"আগে ছিল আত্মীয়তা, আজ থেকে আমরা হয়ে গেলাম ভাই।"

কার্ডিনাল পলিয়ানাকই বা চুপ করে থাকবেন কেন, তিনি বললেন—"স্বাগত শিভালিয়ার!" আরও কিছু যেন তাঁর বলবার ছিল, কিন্তু লোকটির প্রকৃতি খড়ের আগুনের মত, ক্ষণে জ্বলে ওঠেন, ক্ষণে নিভে যান। স্বাগত জানাবার পরেই তিনি চুপ করে গেলেন, একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

টেবিলে বসেই এ্যাবে ব্রিগো চক্ষু দুটি তুলে একবার তাকিয়ে দেখলেন হারমেঁতালের দিকে, সে-চোখ যেন জ্বলন্ত কয়লারই মত জ্বলছে বলে মনে হল হারমেঁতালের। সে এতক্ষণ শুধু অভিবাদন আর প্রত্যভিবাদন নিয়েই ব্যস্ত ছিল, এইবার সে সবাইকে সমবেত ভাবে সম্বোধন করে বলল—"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আজই নতুন এলাম আপনাদের মধ্যে। কী কাজে আপনারা ব্রতী আছেন, ঠিক কী ভাবে আমি আপনাদের কাজে আসতে পারি, এসব বিষয়ে বিশেষ কিছু ধারণাই নেই আমার। এইবার তাহলে সেই কথাগুলিই

BanglaBook.org

আপনারা বলুন, আর তারপর আমাকে সুযোগ দিন এইটিই প্রমাণ করবার যে আমি আপনাদের এতখানি আস্থার অযোগ্য নই।"

"এই তো সৈনিকের মত কথা!"—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডাচেস—"কথার ধোঁয়ায় কাজকে আড়াল করে রাখতে চায় না সৈনিকেরা। শুনুন শিভালিয়ার, কোন কিছুই আমরা গোপন রাখব না আপনার কাছ থেকে, আর যে-সুযোগ আপনি চাইছেন, তাও পেয়ে যাবেন অচিরেই।"

এদিকে কার্ডিনাল পলিয়ানাক যেন একটু বিব্রতই বোধ করছেন। গলাবন্ধটা দু' হাতে ধরে পাকাতে পাকাতে তিনি বললেন—"দেখুন মাদাম লা ডাচেস, কথাবার্তা যে ভাবে মোড় নিচ্ছে, তাতে শিভালিয়ারের মনে হতে পারে যে আমরা সবাই মিলে যাতে লিপ্ত হয়েছি, তা সাদা কথায় একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।"

কার্ডিনাল জিভ কামড়ে ধরলেন একেবারে—"না, না, ষড়যন্ত্র কেন হতে যাবে? এ শুধু একটা পরামর্শ বৈঠক। গুপ্ত বৈঠক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বৈঠক ছাড়া অন্য কিছু নয়। এতে পরামর্শ হচ্ছে—রাষ্ট্রের বিবিধ বিপর্যয়ের প্রতিকার কিসে হতে পারে, সেই প্রতিকারের পন্থা সম্পর্কে ফরাসী জাতিকে অবহিত কী ভাবে করা যেতে পারে, এই সব বিষয় নিয়ে। স্বর্গীয় রাজাধিরাজের অন্তিম ইচ্ছাপত্র—"

ডাচেসকে দেখা গেল মেঝেতে সজোরে একটা লাথি মারতে, অত্যন্ত তিক্তস্বরে তিনি বলে উঠলেন—"থামুন কার্ডিনাল, থামুন! আপনার এই সব প্যাঁচালো কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে আমার।"

তারপরই হারমেঁতালের দিকে ফিরে ডাচেস বলতে লাগলেন—"শুনুন শিভালিয়ার, ওসব কথায় কান দেবেন না আপনি। কার্ডিনাল কবি মানুষ। দেহ তাঁর উপস্থিত আছে একটা ষড়যন্ত্র সভায়, মন ওদিকে চিন্তা করছে তাঁর আগামী কাব্য "লুক্রেশ" নিয়ে। নির্দোষ পরামর্শ সভাই যদি হত, তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান

BanglaBook.org

একমাত্র কার্ডিনালের প্রতিভার সাহায্যেই হতে পারত, আপনার বাহুবলের উপর ভরসা করে থাকতে হত না আমাদের।"

এবারে সভায় উপস্থিত সব কয়টি লোকের উপর দিয়ে দুটি চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টি একবার বুলিয়ে এনে ডাচেস তীক্ষ্ণস্বরে বললেন—"এটা যে ষড়যন্ত্রেরই সভা, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ কেউ রাখবেন না। এ-ষড়যন্ত্রের ভিতরে আছেন স্পেনের রাজা পঞ্চম ফিলিপ, কার্ডিনাল আল্‌বারুনি, ডিউক দ্য মেইন, আমি মার্কুইস দ্য পম্পাডুর, মসিয়াঁর দ্য মেলজিওস, এ্যাবে ব্রিগো, ব্যারণ, ভ্যালেফ, শিভালিয়ার হারমেঁতাল, আর স্বয়ং ঐ কার্ডিনাল মহাশয়, যিনি হচ্ছেন এ-সভার সভাপতি। এইখানেই এ-সভার সদস্য সংখ্যা থেমে থাকবে না। আশা করছি যে অচিরেই পার্লামেন্টের আধাআধি সদস্য আর সারা ফ্রান্সের তিন-চতুর্থাংশ লোক চলে আসবেন আমাদের দলে। পরিস্থিতিটা এইবার বুঝলেন তো শিভালিয়ার? কার্ডিনাল খুশি হলেন তো? কী বলেন ভদ্রমহোদয়গণ? আমার কথাগুলো যথোচিত প্রাঞ্জল হয়েছে তো?"

মেলজিওস একেবারে হাত জোড় করে ফেললেন ডাচেসের সমুখে, যেভাবে উপাসনার সময়ে মেরী-মাতার উদ্দেশে হাত জোড় করেন ভক্তেরা। "মাদাম, কী আর বলব—"

"কিছু বলতে হবে না"—হাসিমুখে বললেন ডাচেস—"আমারও এত কথা বলার দরকার হত না, কিন্তু কার্ডিনালের ঐ ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি নীতি আমাকে ক্ষেপিয়ে দেয় এক এক সময়। আরে ছিঃ, এক পা যদি এগুবো, তবে পরের মুহূর্তেই পিছিয়ে আসব দু' পা, এই কি পুরুষ মানুষের যোগ্য কাজ? আমি যে নারী মাত্র, আমার উপরে ভার পড়ে যদি, চাই না তরবারি, চাই না ভোজালি, একটা গজাল মাত্র হাতে নিয়ে আমি যেতে পারি ঐ পরস্বপহারী রিজেন্টের কাছে, ঠুকে বসিয়ে দিতে পারি সেই গজাল তার মাথায়। বলুন না হয়, তাই করি আমি। তাতে লাভ হবে এই যে বিপদ যা ঘটবার, তা একা আমারই ঘটবে, নিরাপদে থাকবেন অন্য সবাই।"

BanglaBook.org

পলিয়ানাক ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন এতক্ষণ, পম্পাডুর হা-হা করে হেসে উঠেছেন, মেলজিওস চেষ্টা করছেন ডাচেসকে শান্ত করতে। আর ওদিকে ব্রিগো মাথা নীচু করে দ্রুত হস্তে লিখে যাচ্ছেন, নিশ্চয়ই কোন অতি প্রয়োজনীয় দলিল। আর হারমেঁতাল, সে অভিভূত হয়ে গিয়েছে একেবারে। তার মনে হচ্ছে—ঐ পুরুষ-গুলোর চাইতে এই মহীয়সী নারী কত যে উঁচুস্তরের লোক, তা পরিমাপ করাই অসম্ভব।

ঠিক এই সময়ে নীচে আবার শোনা গেল গাড়ির শব্দ। এবার যাঁর আসবার কথা, তিনি নিশ্চয়ই অসামান্য কোন ব্যক্তি। তা না হলে ডাচেস নিজে কেন এগিয়ে যাবেন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য ?

"কী হল ?"—নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ডাচেস।

"এই যে, তিনি এসেছেন।"

যে-স্বরে এ-বার্তা উচ্চারিত হল, হারমেঁতাল চিনল, তা সেই বাদুড় ওরফে মাদাম লৌনের স্বর। এদিকে ডাচেস ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছেন—"আসুন প্রিন্স, আসুন। আপনারই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা।"

এই আমন্ত্রণ পেয়ে যিনি কক্ষে প্রবেশ করলেন এবার, তিনি একটি দীর্ঘদেহ কৃশ পুরুষ, মুখখানা গম্ভীর, গায়ের রং রোদে পড়া তামাটে। হারমেঁতালের মনে হল, এক নজরেই ঘরের ভিতরকার সজীব নির্জীব সব ক'টি মানুষ ও সব ক'টি আসবাবের যথাযথ মূল্যায়ন সমাধা করে ফেললেন। চিনতেও সে পারল বই কি মনুষ্যটিকে! ইনি স্পেনের রাজদূত, প্রিন্স দ্য সেলামেয়ার।

"বলুন প্রিন্স! এসেইছেন যখন, বলুন, কী বলবেন আমাদের ?"

কথা বলবার আগে প্রিন্স সসম্ভ্রমে হস্ত চুম্বন করলেন ডাচেসের, তারপর গায়ের অঙ্গরাখা খুলে একটা চেয়ারের উপর ছুড়ে মারলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন—"যা বলব, তা হল এই। আপনার কোচম্যানটি বদলান ডাচেস! যে-লোকটা নিয়ে এল আমাকে, তাকে বিদায় করুন এক্ষুণি। না যদি করেন, শুনে রাখুন আমার ভবিষ্যদ্বাণী, সর্বনাশ হবে একেবারে। লোকটা ছদ্মবেশী অন্তর্ঘাতী

BanglaBook.org

না হয়ে যায় না। রিজেন্টই ওকে পাঠিয়েছেন নিশ্চয়, আপনার দলের লোকগুলোর ঘাড় মটকাবার জন্য, গাড়ি উল্‌টে দিয়ে!"

"সে কী হাসির অট্টরোল! আর তাজ্জবের কথা, সবচেয়ে জোর গলায় হাসছে কোচম্যান নিজেই। এরকমভাবে কোন কোচম্যান যে এরকম রাজকীয় প্রাসাদ ভবনের নিভৃত কক্ষে ঢুকতে পারে আর হো-হো করে হেসে উঠতে পারে মনিবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, এটা চোখে না দেখলে হারমেঁতাল বিশ্বাস করতে পারত না।

কোচম্যান শুধু যে হাসবে, তা নয়। মাথার টুপি আর গায়ের অঙ্গরাখা সেও খুলে ফেলেছে। হারমেঁতাল দেখছে, কোচম্যানটির সর্বাঙ্গ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে নির্ভেজাল আভিজাত্য, বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। মুখের নিম্নাংশে তখনও একটা কালো রুমালের আবরণ রয়েছে তার।

"শুনছ ভাই লাভাল, প্রিন্স কী বলছেন তোমার কথা?"—হাসিমুখে কোচম্যানকে এই বলে সম্বোধন করলেন ডাচেস।

"শুনছি বই কি! ফ্রান্সের প্রথম শ্রেণীর অভিজাতরাও দেখছি মহিমান্বিত প্রিন্সের কোচম্যান হওয়ার যোগ্য নয়।"—বললেন লাভাল।

"আরে, কাউন্ট, আপনি? গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলেন আপনি? মহৎ সম্মান আমার, কিন্তু একথাও সত্য যে আপনি ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন আমার।" অতঃপর দুইজনে করমর্দন, নমস্কার বিনিময়—

"আজকের রাতটার জন্য স্থায়ী কোচম্যানকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন ডাচেস, সে-পদে অস্থায়ীভাবে বহাল করেছেন এই অধমকে।"—বললেন লাভাল।

"আমাকেও আপনিই এনেছিলেন নাকি, কাউন্ট?"—জিজ্ঞাসা করল হারমেঁতাল। পরিচয় তো আগে থেকেই আছে!

"নিশ্চয়! এনেছি, এনে আনন্দ পেয়েছি। তুমি তো বীরের

BanglaBook.org

মাঝে সেরা বীর। তোমার কোচোয়ানি পাবার লোভে আমি প্রয়োজন হলে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারি। ডিনেইনের যুদ্ধে তুমিই তো বন্দী করেছিলে ডিউক এ্যালবিমার্লকে! বরাত ভাল তোমার, ইংরেজরা তোমার আধখানা চোয়াল ভেঙ্গে দেয় নি, যেমন দিয়েছিল আমার, ইতালিতে। তাই তো এই কালো রুমাল বেঁধে রাখতে হচ্ছে মুখে, বন্ধুমহলেও!"

একটু থেমে সহানুভূতির সুরে লাভাল আবারও বললেন—"তোমার কষ্টার্জিত কর্নেল পদটা বেওজোর কেড়ে নিলে ওরা, এ্যাঁ?"

"নিক না!"—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন ডাচেস—"আমরা এইবার তা একশো গুণ করে ফিরিয়ে দেব, কিন্তু কাজের কথায় আসা যাক, স্পেনের খবর কী? প্রিন্স, আমি তো পম্পাডুর কাছে শুনলাম যে আপনি আলবারুনির চিঠি পেয়েছেন।"

আলবারুনি প্রধান মন্ত্রী স্পেনের।

"চিঠি, হ্যাঁ, পেয়েছি ডাচেস।"

"কী খবর?"

"খবর কিছু ভাল, কিছু মন্দ। রাজা পঞ্চম ফিলিপের মেজাজ খুব শরিফ যাচ্ছে না আজকাল। কোন দিকেই মনস্থির করতে পারছেন না তিনি। লণ্ডনে যে স্পেনের বিরুদ্ধে চতুঃশক্তির সন্ধি স্বাক্ষরিত হচ্ছে, একথা রাজা বিশ্বাসই করতে চান না।"

"বিশ্বাস করতে চান না? এক হপ্তার মধ্যে ডুবয় যে সন্ধিপত্রের নকল এনে রিজেন্টকে দেখাবে এখানে।"—এ উক্তি স্বয়ং ডাচেসের।

"আমি তা বিশ্বাস করি মাদাম!"—সেলামেন্তের মুখখানা অতি ব্যাজার দেখাচ্ছে—"কিন্তু রাজা তো করেন না বিশ্বাস, করি কী, বলুন।"

"তাহলে আমাদের পরিত্যাগই করতে চান রাজা?"

"প্রায় সেইরকমই—"

"রানী যে অত-অত ভরসা দিলেন আমাদের, বললেন যে

BanglaBook.org

স্বামীকে দিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করিয়ে নিতে পারেন উনি, সে-সব তাহলে হাওয়া হয়ে গেল ?"

রানী বলছেন—"এদিকে আগে কিছু কাজ দেখান আপনারা, তারপর তিনি প্রমাণ করবেন যে তিনি ফাঁকা বুলি ঝাড়েন নি কতকগুলি।"

কার্ডিনাল এতক্ষণ যেন নির্বাপিত হয়ে বসেছিলেন, ডাচেসের ধমক খাওয়ার পর থেকে। এইবার তিনি মাথা তুললেন আবার—"হ্যাঁ, আগে আমরা কিছু করে বসি, তারপর রানী সটকে পড়ুন তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে। তখন আমাদের অবস্থা কী হয় ?"

"সটকে তিনি পড়বেন না"—জোর গলায় জবাব দিলেন সেলামেয়ায়—"তার জন্য আমি দায়ী আছি।"

লাভাল মন্তব্য করলেন—"একটা কথা পরিষ্কার। রাজাকে আগে জড়িয়ে ফেলতে হবে এই ব্যাপারে। তা যদি পারি আমরা, উনি আর পিছু হটবেন কী করে ?"

"কিন্তু জড়াবো তাঁকে কী করে আমরা ? একখানা চিঠি নেই তাঁর কাছ থেকে, নেই একটা মৌখিক বাণী পর্যন্ত। সবচেয়ে মজা, থাকেন তিনি পাঁচশো মাইল দূরে। জড়াবো বললেই তাঁকে জড়ানো যায় ?"

ডাচেসের এ-প্রশ্নের উত্তর দিলেন লাভাল—"রাজা পাঁচশো মাইল দূরেই আছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি এই মুহূর্তে রয়েছেন আপনার বাড়িতে।"

ডাচেসও এই কথাতেই যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন—"তা ঠিক। সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপন্থা যদি প্রিন্স সেলামেয়ার আমাদের দেখিয়ে দেন, আমরা সেটাকে স্পেন রাজারই উপদেশ বলে গ্রহণ করতে পারি।"

"কর্মপন্থা-টন্থা নয়, তবে আমাকে এই আশ্বাস দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে টোলেডো আর সারগোসার দুর্গ দুটি আপনারা

BanglaBook.org

নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। রিজেণ্টকে যদি আপনারা ঐ দুটো দুর্গের মধ্যে যে-কোনটাতে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন একবার, রিজেণ্ট যে আর তা থেকে বেরুতে পারবেন না, এ-প্রতিশ্রুতি আপনাদের দিতে পারি আমি।"

পলিয়ানাক বললেন—"একেবারে অসম্ভব কথা একটা।"

এইবার কথা কইল হারমেঁতাল—"অসম্ভব? কেন অসম্ভব? আমি তো দেখছি, অত্যন্ত সহজ ব্যাপার এটা। মাত্র আট-দশটা মজবুত লোক হলেই একাজ স্বচ্ছন্দে হাসিল হতে পারে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেপরোয়া লোক আট-দশটা, একখানা ঢাকা গাড়ি, বেয়োঁ পর্যন্ত রাস্তাটাতে মাঝে মাঝে ঘোড়া বদলের বন্দোবস্ত। ব্যস, আর কিছুই না—"

"আমি রাজী আছি একাজের ভার নিতে,"—বলে উঠলেন লাভাল।

"আমিও"—বললেন পম্পাডুর।

ডাচেস বললেন—"না, আপনাদের উপরে একাজের ভার দিতে পারি না। রিজেণ্টের জানা লোক আপনারা। কাজটা যদি ভেস্তে যায়, মাথা যাবে আপনাদের।"

"মাথা অবশ্য দামী জিনিস"—খুব উদাসীন ভাবে মন্তব্য করলেন সেলামেয়ার—"কিন্তু অন্য দিকেও দামী জিনিসের প্রত্যাশা আছে। রিজেণ্টকে যদি কেউ টোলেডো বা সারগোসায় পারেনই পৌঁছে দিতে, তিনি মস্ত লোক হয়ে পড়বেন রাতারাতি।"

হারমেঁতাল কথা কইল এবার—"মস্ত লোক বলে যাওয়ার উচ্চাশায় নয়, রিজেণ্ট আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানেন না এই ভরসায়, আমিও প্রস্তুত আছি একাজের ভার নিতে।"

"বলেন কী শিভালিয়ার? আপনি নেবেন এই ঝুঁকি? জীবনের ঝুঁকি?"—ডাচেসের কণ্ঠে আবেগের আভাস।

BanglaBook.org

"জীবন ছাড়া আর আমার কী আছে ঝুঁকি নেবার মত? আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমিই নেব একাজের ভার। আট-দশটা লোক দরকার হবে একাজে, এমন লোক যারা রিজেন্টকে জানে না। তা তেমন লোক যোগাড় করতে পারব আমি। অর্থাৎ, যে পারবে যোগাড় করতে—তেমন লোক একজনের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৫

পরদিন হারমেঁতালের প্রথম কাজই হল বাসস্থান বদলানো।

অভিজাত পল্লীতে সে থাকে, সেখানে তার ভৃত্য আছে দু'জন, আছে গাড়ি, আছে ঘোড়া। তিন বৎসর বসবাস করছে সেখানে, মহল্লার নারী পুরুষ সবাই চেনে তাকে। একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত। তার কি আর এরকম স্থানে থাকা চলে, যেখানে দীর্ঘ-দিন ধরে আপামর সাধারণে দেখেছে তাকে? সকালে উঠেই সে ভৃত্যদের বিদায় দিল এক মাসের মাইনে আগাম দিয়ে। "আমি বিদেশে যাচ্ছি"—ওজর দেখালো তাদের। ঘোড়া আর গাড়ি জমা দিয়ে দিল আস্তাবলে, ফিরে এসে ফেরত নেবে।

তারপর দরজায় তালা বন্ধ করে এ্যাবে ব্রিগোর সঙ্গ নিল হারমেঁতাল। ধর্মযাজক মানুষ উনি, যজমান ঢের। তাদেরই একজন হলেন মাদাম ডেনিস, রু্য দ্য টেম্প-পার্তুতে তাঁর বাড়ি। সে-বাড়িয় একখানা ঘর ভাড়া দেবেন মহিলা। ব্রিগোর সেখানে দৈনিকই যাতায়াত রয়েছে, যজমানকে ধর্মকথা শোনাবার জন্য, ঐ ঘরে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন হারমেঁতালকে। এতে সুবিধা হল দ্বিবিধ। এখানে কেউ চেনে না হারমেঁতালকে, তার কাছে যে কেউ আসুক না, তাতে পাড়ার লোকের কৌতূহল উদ্রেক হবার কারণ থাকবে না কিছু। দ্বিতীয়তঃ ব্রিগোর যাতায়াত এখানে আগে থেকেই আছে, দৈনিক তিনি হারমেঁতালের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন, ডাচেস মেইনের সঙ্গে তার সংবাদ আদান-প্রদান এ্যাবের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হতে পারবে মসৃণ ভাবে।

আগাম তিন মাসের ভাড়া জমা পেয়ে গৃহস্বামিণী তো আহ্লাদে আটখানা! দু' মেয়েকে এবং রাঁধুনীকে বারবার সতর্ক করে দিলেন, যাতে নতুন ভাড়াটের কোন অসুবিধা না হয় কোন দিক দিয়ে। চার তলার উপরে বড় একখানা ঘর পেয়েছে হারমেঁতাল।

পিছন দিকের জানালার নীচেই সংকীর্ণ রাস্তা টেম্প-পাহু, তার ওপারেই অন্য একটা বৃহৎ বাড়ি, সে বাড়িতেও ভাড়াটে গিজগিজ করছে। হারমেঁতালের জানালার ঠিক মুখোমুখি ও-বাড়িরও একটা জানালা। দু' বাড়ির দুটো জানালা একসময়ে কখনও খোলা থাকে না। এদিকে হারমেঁতাল যখন খুলবে জানালা, ওদিকের অজানা বাসিন্দা তখন নিজের জানালা রাখবে বন্ধ। নিদেন পক্ষে জানালার আপাদ-মস্তক আবৃত রাখবে লম্বা সবুজ পর্দা দিয়ে।

তা থাকুক জানালা বন্ধ, ওদিককার বাসিন্দার মুখ দেখতে না পেলে কী আর এমন সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে হারমেঁতালের! উপস্থিত একটা জিনিস দেখে সে পুলকিত। সমুখের চারতলার ছাদজোড়া এক চিলতে বাগান রয়েছে। শুধু ফুল নয়, তাতে আছে একটা ফোয়ারা, তাতে আছে একটা গিরিগুহা, তাতে আছে একটা লতাকুঞ্জ। অতি ছোট আকারে অনেক কিছু। ফোয়ারায় জল ওঠে, কলে যখন জল থাকে, শুধু তখনই। গুহাতে একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকতে পারে কষ্টেসৃষ্টে, আর লতাকুঞ্জ? দুটো পাখি যদি কখনো উড়তে উড়তে এসে তার ভিতরে বসল, তৃতীয় একটার আর নাক গলাবার জায়গা থাকবে না তাতে।

তা না থাকুক। হোক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তবু ওগুলো যে আছে, এতেই প্রকাশ যে ঐ সমুখের চারতলার বাসিন্দার রুচিটি ভাল। ফুল যে ভালবাসে, চারতলার কার্নিশে যে ফোয়ারা আর কুঞ্জবন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখতে পারে, আলাপে-সালাপে সে নেহাৎ কাটখোট্টা যে হবে না, এটা আশা করা যেতে পারে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আলাপ-সালাপের সময় এখন মোটেই নয়, এখন নামতে হবে কাজে। সময় মূল্যবান। রয়ে বসে কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। যত দিন যাচ্ছে, রিজেন্টের গদিতে ততই কায়েম হয়ে বসছেন অর্লিয়াঁ, নিজের শক্তি বৃদ্ধি করছেন বিক্রমতে। তাঁকে আর বাড়তে দেওয়া নয়।

তার চেয়েও বড় কথা, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া মানেই যারুদের

BanglaBook.org

গাদার উপরে শয্যারচনা করা। যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয়ে যেতে পারে, শয্যালীন চক্রান্তকারীকে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দিতে পারে উনপঞ্চাশ পবনের গায়ে গায়ে। যা করতে হবে, তা এক্ষুণি। পায়ের নীচে ঘাস গজাতে দেওয়া নয়। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

লোক চাই ডজনখানিক। বেপরোয়া লোক চাই। অথচ এমন এমন লোক চাই, যারা রিজেণ্টকে বা তাঁর নিত্য সহচর র‍্যিশলু, র‍্যাভান বা শিমিয়েঁকে দেখে নি কোনদিন। তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে, তা ঠিক। কিন্তু কী সাংঘাতিক কাজে যে তারা হাত লাগাচ্ছে, তা জানতে দেওয়া হবে না তাদের।

বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত ভাবে এরকম একটা লোককেও চেনে না হারমেঁতাল, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হবে না বলেই তার বিশ্বাস। অন্ধকারের জগৎটাকে অনায়াসেই ধরাছোঁয়ার নাগালে আনতে পারবে সে। নিজে যদিও কখনো সে-জগতের চেহারা সে দেখে নি।

পারবে একটি বিশেষ লোকের সাহায্যে। যে-লোকের সঙ্গে দৈববশেই তার হয়েছে পরিচয়। সে-লোক হচ্ছে কাপ্তেন রকফিনোট। শুভক্ষণে ডুয়েল হয়েছিল লা-কেয়ারের সঙ্গে, তাইতেই যোগাযোগটা সম্ভব হয়েছে ঐ উভচর জীবটির সঙ্গে। উভচর। সভ্য সমাজেও যেমন অবাধে সে মিশাতে পারে, অর্ধসভ্য সমাজের এলেকাতেও দরকার পড়লে তেমনি সহজে চক্কোর দিয়ে আসতে পারে দ্বিধাভয় না রেখে। পরিচয় রকফিনোটের সঙ্গে সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য পরিচয়েই হারমেঁতাল তার স্বভাবটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে।

তাই সেজেগুজে সে বেরিয়ে পড়ল রকফিনোটের খোঁজে।

সাজগোজ! এতেও একটু নতুনত্ব ঘটছে আজ হারমেঁতালের। চিরদিন মহার্ঘ সাজপোশাক পরতেই সে অভ্যস্ত। আজ কিন্তু তাকে পরতে হচ্ছে অতি সাদামাঠা গরিবানা পোশাক! যে-রকম পোশাক বেকার চালচুলোহীন যুবকেরা পরে সাধারণতঃ। গরিবী ধাঁচের

BanglaBook.org

তো বটেই, দু' এক জায়গায় ছেঁড়াখোড়াও। কোথায় পেলো সে এসব? তার এ্যাবে ব্রিগো মনুষ্যটি না পারেন এমন কাজ নেই। হারমেঁতালের এক স্যুট পোশাক তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, তারই মাপে কিছু নতুন জামাপ্যান্ট তিনি তৈরী করিয়েছেন রাতারাতি, কিছু বা সংগ্রহ করেছেন পুরোনো পোশাকের দোকান থেকে।

সেই পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে, লা-ফিলোঁর হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল হারমেঁতাল। হোটেলটা উঁচুদরের না হলেও সুপরিচিত। তার কারণ, এর মালিকের ব্যক্তিত্ব। নিজে অবশ্যই অভিজাত শ্রেণীর নারী নয়, তবু কী জানি কেমন করে রাজধানীর বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সে কখনো-না-কখনো আকৃষ্ট করে এনেছে এই হোটেলে খানাপিনা করবার জন্য। অন্যে পরে কা কথা জনশ্রুতি এই রকম যে মহামান্য রিজেন্টের একান্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ যে এ্যাবে ডুচয়, তিনিও মাঝে মাঝে পদার্পণ করে থাকেন লা-ফিলোঁর হোটেলে, দু' এক ঘণ্টা কাটিয়ে আসেন দামী সুরার বোতল সমুখে নিয়ে।

"কাপ্তেন রকফিনোট?"—হারমেঁতালের দিকে কৌতুকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ফিলোঁ—"দোতলার বড় সেলুনেই তাকে পাবেন। অবারিত দ্বার যে-কোন অতিথির পক্ষে। ঢালাও হুকুম রয়েছে ক্যাপ্টেনের। চলে যান।"

অবারিত দ্বার! ঢালাও হুকুম? কী ব্যাপার এসব? মাতাল যদি হয়ে থাকে লোকটা, তার কাছে তো কাজের কথা তোলাই যাবে না!

কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙ্গতেই নারীকণ্ঠের সঙ্গীত কানে এল। মৌজে আছে রকফিনোট। যাঃ, সব ভেস্তে গেল বোধ হয়। ওকে দিয়ে কোন কাজই হবে না। আজ অন্ততঃ না। অথচ সময় সংক্ষেপ এদিকে।

রকফিনোট বসে আছে একখানা বড় আরাম কেদারায়। ঢিলে-ঢালা পোশাক পরে। চারপাশে অন্ততঃ বারোটা দাসী, কারও হাতে মদের গেলাস, কারও হাতে বাদ্যযন্ত্র। কেউ বা সেই

BanglaBook.org

বাদ্যযন্ত্রের সুরে নিজের বেসুরো গলা মেলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে রকফিনোটের হুকুম তামিল করবার জন্য। এ-সময়টা হোটেলে খরিদ্দার কম। কাজেই লা-ফিলোঁ কিছুসংখ্যক দাসীকে ছুটি দিতে পেরেছে রকফিনোটের আবুহোসেনী অভিনয়ে অংশ গ্রহণের জন্য। দেবে না কেন? বকশিস শুধু দাসীরাই যে পাবে, তা তো নয়! ফিলোঁ নিজেও পাবে যথেষ্ট।

দোর খোলা। হারমেঁতালকে দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল বটে রকফিনোট, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠবার কোন উদ্যম দেখালো না, অথবা উৎসব বন্ধ রাখারও কোন ইশারা করল না সঙ্গিনী সমাজকে।

"আরে শিভালিয়ার, আপনি? কী বরাত জোর আমার! আসুন! আসুন! কিছু খাওয়া-দাওয়া করুন। আপনারই ঘোড়া বিক্রির অর্থে আনন্দ করছি যখন, এতে অংশ গ্রহণের দাবি আপনার নিশ্চয়ই আছে।"

"আনন্দের সঙ্গেই অংশ নেব আপনার আনন্দের"—জবাব দিল হারমেঁতাল—"তবে অবশ্য বুঝতেই পারছেন, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে আমি—"

"সে তো বটেই! প্রয়োজন ছাড়া কে আর এই হতচ্ছাড়া ক্যাপ্টেনের দ্বারস্থ হবে? আজকের প্রয়োজনও কি সেদিনকার জাতীয়ই?"

"না, না, না। একেবারে অন্য জাতীয়। কিন্তু সে-সম্পর্কে কথা বলার আগে আপনাকে তো নিরিবিলিতে পাওয়া দরকার আমার। নিরিবিলিতে এবং প্রকৃতিস্থ অবস্থায়।"

"প্রকৃতিস্থ আমি সর্বদাই"—সগর্বে উত্তর দিল রকফিনোট—"তবে নিরিবিলিতে পেতে হলে একটু বসতে হবে শিভালিয়ার। গানটা শুরু হয়েছে সবে, পয়সার মাল, এটাকে শেষ না করে তো অন্য কাজে মন দিতে পারব না। বুঝছেন তো! একটা আসর বসাতে মবলগ খরচ। আজকের এটি যদি মাঠে মারা যেতে দিই, এমন আর একটা কত দিনে বসাতে পারব, ভবিতব্যই জানে।"

BanglaBook.org

হাতের ইঙ্গিতে একখানা চেয়ার হারমেঁতালকে দেখিয়ে দিয়েই তার কথা যেন একেবারেই ভুলে গেল রকফিনোট। নাচগান বাজনা আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু করল মেয়েগুলো, রকফিনোট কখনও দুচোখ বুজে তাল দিচ্ছে তাদের বেতালা সঙ্গীতে, কখনও-বা চোখ মেলে সে চোখের প্রসন্ন দৃষ্টি সবগুলি মেয়ের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে আসছে আমীরি কায়দায়।

অবশেষে মেয়েরা বিদায় নিতে বাধ্য হল। দুই ঘণ্টার ছুটি তাদের এবারে যার যার কাজে ফিরে না গেলে মনিবনী এসে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যাবে। "শাহান শাহ, বিদায় এখনকার মত" সুরসিকা মেয়েগুলি বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গেল কাপ্তেনকে।

গোটা বারো খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে ইতস্ততঃ। টিপয়ের উপরে একটাতে শুধু রয়ে গেছে খানিকটা রক্তিম পানীয়। দুটো গেলাসে তাই ভাগ করে ঢালল রকফিনোট, একটা হারমেঁতালের দিকে এগিয়ে দিয়ে অন্যটা নিজে উবুড় করে দিল গলার মধ্যে তারপর দরাজ গলায় বলল—"বলুন এইবার।"

কিছু বলবার আগে হারমেঁতাল গিয়ে ঘরের সব কয়টা দরজা জানালা বন্ধ করে এল, হাতের গেলাস সে নামিয়ে রেখেছে আগেই, তার ভিতরকার তরল পদার্থটার দিকে ফিরেও তাকায় নি—কৈফিয়ৎ দিয়েছে, "আমার ত অমন লোহার ধাত নয় আপনার মতন কাপ্তেন, মাথা গুলিয়ে ফেলি যদি, সব মাটি।"

"তা ঠিক। আসুন তা হলে—শুরু করুন কথা"—

হারমেঁতাল শুরু করল। আশ্চর্য মানুষ এই কাপ্তেন, অমন একটা দুঃসাহসী পরিকল্পনার আঁচ পেয়েও চোখের পলক পড়ল না তার, মুখের একটা পেশীও এক চুল নড়ল না। "কী মনে করেন? হতে পারে?"—অবশেষে যখন জিজ্ঞাসা করল হারমেঁতাল, তখনও সে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই বলল—"কেন হতে পারবে না? একটা মানুষকে রাতের অন্ধকারে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে সারাগোসায় পৌঁছে দেওয়া, এ আর শক্ত

BanglaBook.org

কী? এমন চের হয়েছে নানা দেশে, এদেশেও অনায়াসে হতে পারে।"

"একটা মানুষই বটে। কিন্তু যা-তা মানুষ নয় স্বয়ং রিজেন্ট।"

"রিজেন্টও মানুষ। সেও শিকারে যায় সন্ধ্যার পরে ডিনারের নিমন্ত্রণ রাখতে বন্ধু বা বান্ধবীর গৃহে যায়। আকাশে চাঁদ উঠলে গাড়ী থেকে নেমে জনবিরল রাজপথে খানিকটা পায়চারিও করে ইয়ারদোস্তর সঙ্গে। কিছু মাত্র শক্ত নয়। আট দশটা লোক? হ্যাঁ, তা হলেই হবে। সে-লোক জোগাড় করার ভার আমি নিচ্ছি। লোকগুলোর জন্য ছয় হাজার লুই, তার মধ্যে দুই হাজার আগাম। আমার জন্যও ছয় হাজার লুই, তার মধ্যে পাঁচশো আগাম। কাজ যদি ভেস্তে যায়, শোধ বোধ। কারও উপরে কারও দাবি থাকবে না কিছু।"

"ঠিক আছে"—সম্মতি জানিয়ে দিল হারমেঁতাল।

"পাস পোর্ট?"

"পাওয়া যাবে। তাতে লেখা থাকবে—একটা পলাতক পাগলকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার আত্মীয়দের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।"

"তার পাগলামিটা হল এই যে সে নিজেকে মনে করে—ফ্রান্সের রিজেন্ট বলে"—বাতিয়ে দিল রকফিনোট।

"ঠি-ক। ওটা লিখিয়ে নেব।"

"রিজেন্টের গতিবিধি, কাল কখন কী করবেন, পরশু কখন কী করবেন—আগের দিন আমাদের জানা দরকার—"

"যোগ্য লোকের উপরে ভার আছে তা জানবার—"

"তবে আর কী, বায়নাটা আনতে যাব আপনার বাড়ীতে আগে লোকগুলো বাছাই করি। চলুন আপনার বাড়ীটা দেখে আসি! দূর থেকে দেখেই চলে আসব। ভিতরে ঢুকব দুদিন মোটে। কাল একবার বায়না আনতে। পরে আর একবার সেইদিন, যে দিন আপনারা কাজটা সমাধা করতে চাইবেন।"

BanglaBook.org

"সমাধা করতে চাইব যেদিন, সেদিন আপনাকে পাব কী করে? যদি হামেসা না যান আমার কাছে?"

"হামেসা ঘরে ঢুকব না, এই কথাই বলছি। দূর থেকে বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করব রোজ সকাল বিকেল দুই বেলা। যেদিন আমাকে দরকার হবে, আপনার জানালায় একটা লাল ফিতে ঝুলিয়ে রাখবেন দুপুরে বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৬

একটা ষড়যন্ত্র চলছে প্রলয়ঙ্কর। সারা ফ্রান্সে একটা সর্বগ্রাসী বিপর্যয় ডেকে আনবার মত ষড়যন্ত্র একটা। সে-ষড়যন্ত্রের মস্তিষ্ক রয়েছে আর্সেনালে (ডিউক দ্য মেইনের প্যারির প্রাসাদ ঐ নামেই অভিহিত)। আর বাহু রয়েছে টেম্প্‌-পার্ত্‌-নামক এক অখ্যাত বিশীর্ণ গলির বিবর্ণ একটা পুরোনো বাড়ীর চারতলার ঘরে। সে-বাহুর নাম রাওল দ্য হারমেঁতাল।

আজগুবি কাণ্ডকারখানা, মস্তিষ্কের সঙ্গে বাহুর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই এই অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে। হারমেঁতাল যায় না আর্সেনালে, যাওয়া নিষেধ তার। ডিউক বা ডাচেস দ্য মেইনের অন্তরঙ্গ বান্ধব বান্ধবী যাঁরা, তাঁরা রাজধানীর সর্বোচ্চ শ্রেণীর অভিজাত, প্রিন্স ডিউক মাকুইস কাউন্ট কার্ডিনাল। হারমেঁতাল সে-শ্রেণীর লোক নয়। বনেদীবংশের ছেলে সে বটে, কিন্তু সে-বংশে প্রিন্স ডিউক কোনকালে ছিল না কেউ। রাজরক্ত যাদের দেহে বহমান, তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার গর্ব করার অধিকার তারা কেউ কোনদিন লাভ করে নি। হারমেঁতালই চার যুগের ভিতর ও-বংশের শ্রেষ্ঠ পদাধিকারী ব্যক্তি, ডিনেইনের যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে লাভ করেছিল কর্নেল পদ। তাও অল্প কয়েকদিনের জন্যই। চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর, অর্থাৎ অর্লিয়াঁর রিজেন্ট পদ প্রাপ্তির পরেই সে-পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে। সে এখন সাদামাঠা ক্যাপ্‌টেন একজন। মনের ঘেন্নায় সে ব্যবহারই করে না ক্যাপ্‌টেন পদবী নিজের পরিচয় দেয় সার্বজনীন খেতাব "শিভালিয়ার"—সহযোগে।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু বোঝানো যে আর্সেনালে স্বভাবতঃই গতিবিধি যাঁদের অবাধ, তাঁদের মধ্যে হারমেঁতাল কোন ক্রমেই গণনীয় নয়। আর গণনীয় না হয়েও যদি সে যায়, তাহলে

পুলিস লেফটেনাণ্ট আর্সেসনের দৃষ্টি তার উপরে না পড়বে কেন? সেই সম্ভাব্য দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবেই সে আর্সেনালে যাওয়ার রাজপথেই পা দেয় না আজকাল। ওখানকার সঙ্গে তার যা যোগাযোগ, তা নিষ্পন্ন হয় এ্যাবে ব্রিগোর মাধ্যমে।

মাদাম জিনিস বেঁচে থাকুন বহাল-তবিয়তে, তাঁর কানে ধর্ম কথা শোনাবার জন্যই নিত্যই ব্রিগোকে একবার দুইবার আসতে হয় এ-বাড়িতে। আর আসতেই যখন হয়, তখন পূর্বপরিচিত হারমেঁতালের সঙ্গে প্রতিদিনই দুই চারি মিনিট করে আলাপচারি করার বাধা তাঁর কোথায়?

সেই আলাপচারির মধ্যেই প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সব শেষ করে নেন দুজনে। আর্সেনালে প্রস্তুতি কতদূর এগুলো, হারমেঁতালই বা অগ্রসর হল কতদূর, আদানপ্রদান হয় সব খবরের। পাশপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, ব্রিগো জানালেন একদিন। প্রিন্স দ্য সেলামেয়ারের নিজস্ব গুপ্তচর আছে একদল, তারা রিজেণ্টের দৈনন্দিন গতিবিধির খবর একদিন আগেই পায়, এবং পাওয়া মাত্র জানিয়ে দেয় প্রিন্সকে। প্রিন্স তা তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেন আর্সেনালে। আর্সেনাল থেকে ব্রিগোর প্রমুখাৎ তা চলে আসে হারমেঁতালের কাছে।

প্রত্যেকদিনের খবর আসছে। অর্থাৎ কাল রিজেণ্ট সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কোথায় কখন যাবেন কী উদ্দেশ্যে। তা আজই জেনে যাচ্ছে হারমেঁতাল। কিন্তু জেনেও সুবিধা হচ্ছে না। রাত্রিবেলা নিভৃতস্থানে স্বল্পসংখ্যক রক্ষীবেষ্টিত অবস্থায় রিজেণ্টকে ত একদিনও পাওয়া যাচ্ছে না! অথচ সেইরকম পরিবেশে ভিন্ন তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কল্পনা করা ত পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু নয়!

কাজেই দিনের পরে দিন যায়। হারমেঁতাল হতাশ হয়ে পড়ছে। রকফিনোট দিনে দুবার এসে টেম্প-পার্থুর মোড় থেকে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে যে হারমেঁতালের জানালায় লাল ফিতে ঝুলছে কিনা। হতাশ সেও, হারমেঁতালের চেয়েও হতাশ। কারণ

BanglaBook.org

হারমেঁতালের উদ্দীপনা স্রেফ মানসিক আবেগ প্রসূত, পক্ষান্তরে রকফিনোটের বেলায় সে-উদ্দীপনার মূল হচ্ছে আর্থিক স্বার্থে। পাঁচশো লুই সে পেয়েছিল, পর পর কয়েকটা আবু হোসেনী আসর বসাতেই তা এক হপ্তায় সে খরচ করে ফেলেছে। রিজেন্টটাকে ধরে স্পেনে পাঠিয়ে দিতে পারলেই সে সাড়ে পাঁচ হাজার লুই পাবে আরও, গরজ তারই বেশী নয়?

ফিরে আসা যাক হারমেঁতালের কথায়। বেচারীর এখন প্রধান সমস্যা, সময় কী করে কাটানো যায়। পয়সাওয়ালা অভিজাত যুবক, প্যারির মত শহরে দিনগুলো তার অব্যাহত আনন্দে কেটে যাওয়ার কথা। খেলাধূলো-শিকার, নাচগান অপেরা, হোটেল রেস্তোরাঁ, কাফে গ্রীল, ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন নতুন উত্তেজনা। এই ভাবেই এতদিন দিন কেটেছে ওর। কিন্তু আজ, এই মাদাম মেইনের পাল্লায় পড়ে এ কী দুর্দশা তার! কয়েদীর মত সে অবরুদ্ধ একখানা ছোট ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে। জানালা খুললেই দেখা যায়, সমুখের বাড়ির জানালা বন্ধ, বন্ধ না হলেও পর্দা দিয়ে ঢাকা। কী গেরো বলত!

জীবনটা একঘেয়ে হয়ে উঠল। এখনও যদি রিজেন্টকে পাকড়াবার উপযুক্ত সুযোগ না পাওয়া যায়, হারমেঁতাল ক্ষেপে যাবে নির্ঘাৎ। "হয় ব্লুকার, নয় রাত্রি"—পরবর্তী যুগে ওয়েলিংটনের ডিউক আর্তনাদ করে উঠেছিলেন ওয়াটলু রণক্ষেত্রে। আজ টেম্প-পার্তুর ফ্লাট বাড়িতে চারতলার ঘরে তেমনি রাওল-দ্য হারমেঁতালকে আর্তনাদ করতে হচ্ছে—"হয় রিজেন্টকে পাকড়াবার একটা সুযোগ, নয় দিলটা তাজা রাখবার মত কোন একটা সংঘটন।"

হঠাৎ ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। জানালা খুলে হারমেঁতাল দাঁড়িয়ে আছে, কার্নিশের উপরকার বাগানটুকুরই সৌন্দর্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার জন্য। সমুখের বাড়িতে জানালাটা বন্ধ নয় বটে, কিন্তু পর্দা ঢাকা। হঠাৎ সেই পর্দার আড়াল থেকে বেজে উঠল হার্পসিকর্ড*।

* একজাতীয় বীণা

BanglaBook.org

হারমেঁতালের শিরায় শিরায় চনমন করে উঠল রক্ত। হার্পসিকর্ড! সুন্দরী তরুণীর কোমল করস্পর্শ ভিন্ন ও-যন্ত্রে এমন মধুর সুস্বর ফুটতে পারে না। মুহূর্তে সমস্ত একঘেয়েমি কেটে গেল হারমেঁতালের জীবনের, আকাশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বাতাস হয়ে উঠল স্নিগ্ধ, সুখস্পর্শ।

হার্পসিকর্ড বাজনা হারমেঁতালও যে জানে না একেবারে, তা নয়। এক্ষুণি সে বাড়ীর ভৃত্যকে দিয়ে একটা হার্পসিকর্ড ভাড়া করে নিয়ে এল, মোড়ের দোকান থেকে, আর নিজের ঘরের জানালা খুলে বসে বসে বাজাতে লাগল গৎ-এর পরে গৎ। তার ফিকির নিষ্ফল হল না। সমুখের বাড়ির জানালা থেকে পর্দা সরে গেল কিছুটা পরিমাণে, আর তার আড়াল থেকে উঁকি দিল একখানি সুন্দর মুখ। একবার আড়চোখে দেখে নিয়েই আর সেদিকে তাকাল না হারমেঁতাল। কারণ অপরিচিতা ভদ্র তরুণীর সম্পর্কে অতিরিক্ত কৌতূহল প্রকাশ করতে যাওয়া শালীন হবে না।

কিন্তু তার পর থেকেই সামনের বাড়ীর আবরু একটু একটু করে শিথিল হতে থাকল। জানালা খুলে এবং পর্দা তুলে ও-বাড়ির তরুণীকে একদিন দেখা গেল জানালার ধারে বসে ছবি আঁকতে। তারপর একদিন পর্দা-ঢাকা জানালার ওধার থেকে শোনা গেল হার্পসিকর্ডের সুরে সুর মিলিয়ে সুমধুর সঙ্গীত। মেয়েটি ত নানা গুণে গুণবতী। গান বাজনা ছবি-আঁকায় ওস্তাদ। অবশ্য ওর আঁকা ছবি যে কী রকম, তা এখনও জানে না হারমেঁতাল। কিন্তু যার বাজনা আর গান অমন সুন্দর, ছবি কি আর সে খারাপ আঁকবে? ভগবান যার উপরে করুণা বিতরণ করেন, তাকে সব দিক দিয়েই ধন্য করে দেন ত।

মেয়েটির নাম কী? বয়স কত? এ বাড়ীতে কার কাছে থাকে ও?—নানা প্রশ্ন এর পর থেকে উদয় হতে লাগল হারমেঁতালের মনে। উদয় না হয়ে পারে না। উদয় হওয়া স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কারণ বর্তমানে ওর হাতে কোন কাজ

BanglaBook.org

নেই। কাজ নেই বলেই এই রূপসী তরুণীটির সম্পর্কে নানা গবেষণার সময় পাচ্ছে সে, গবেষণার উৎসাহ এসেছে তার মনে।

বাড়িতে কে আছে আর? প্রথম যাকে দেখতে পেল হারমেঁতাল, সে একটা স্পেনিয়েল কুকুর। একদিন তাকে দেখা গেল খোলা জানালার গোবরাটে সমুখের দুই পা তুলে সে হারমেঁতালের দিকে তাকিয়ে আছে। আর একদিন হারমেঁতাল দেখল, কার্নিশের উপরের বাগানে ফুলগাছে জল দিচ্ছে একটি আধ-বুড়ো লোক। ভদ্রবেশী লোকই অবশ্য, কিন্তু কল্পনাকে শেষ সীমা পর্যন্ত দৌড় করিয়েও হারমেঁতাল এমনটা তার ধারণাতেই আনতে পারল না যে পূর্বদৃষ্ট তরুণীর সঙ্গে এই ভদ্রবেশী প্রায়বৃদ্ধ লোকটির কোন রক্তসম্বন্ধ থাকতে পারে।

এ ত তাহলে সমস্যা একটা দস্তুরমত। দুটিমাত্র মানুষ এ-বাড়িতে। সেই দুটির ভিতরে রক্তসম্বন্ধ যদি না থাকে, তবে কী রকমের আছে সম্বন্ধ? দুটো সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় লোক ত এক বাড়ীতে এক সংসারে থাকতে পারে না! স্বামী স্ত্রী? অসম্ভব!

কেন অসম্ভব?

কেন, তা বলতে পারে না হারমেঁতাল। কিন্তু ঐ আধবুড়ো লোকটা স্বামী হতে পারে এই অপ্সরার, এ ভাবতেই হাসি পায় হারমেঁতালের।

যাই হোক, নিজের অজান্তে বুড়োটি মাঝে মাঝে এক একটা উপকার করে ফেলছেন হারমেঁতালের। একদিন একা ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হয়ত তাঁর মনে হল, বাগানের এ পরম সৌন্দর্য একা একা উপভোগ করা নিতান্ত স্বার্থপরতার কাজ হচ্ছে তাঁর পক্ষে। এর খানিকটা অংশ সংসারের অন্য অংশীদারকেও দেওয়া তাঁর উচিত। অমনি উপর থেকেই তিনি হেঁকে উঠলেন—"ব্যাথাইল্ডি! ও মেয়ে ব্যাথাইল্ডি!"

চারতলার ঘর থেকে অমনি বীণানিন্দিত সুস্বর শোনা গেল—"যাই বাবা!"

BanglaBook.org

যাক, এক দফা কার্যসিদ্ধি হারমেঁতালের। নাম জানা গেল মেয়েটির। কী সুন্দর নাম! ব্যাথাইল্ডি! নামকরণ যিনি করেছিলেন, তাঁর রুচি ছিল চমৎকার। নামটিতে এদিকে আছে পবিত্রতার রেশ, ওদিকে আছে রোমাঞ্চের আমেজ। এমন নাম না হলে মানাতই না ঐ সুন্দরীকে।

দ্বিতীয় দফা কার্যসিদ্ধি, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নয় ও দুজনের মধ্যে। বাবা বলে সাড়া দিয়েছে সুন্দরী। অবশ্য সমস্যা তবুও খানিকটা থেকেই যায়। ও বুড়ো খাঁটি ভদ্রবংশীয় যে নয়, তা হলফ করে বলতে পারে হারমেঁতাল। অভিজাতবংশীয় তো নিশ্চয়ই নয়। অথচ এই সুন্দরীটি! এ যে শতকরা একশো ভাগ বনেদী বংশের মেয়ে, একথা যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই বলবে। পাঁকে পদ্মফুল গজায় অবশ্য, কিন্তু ছোট বংশে অনিন্দ্যসুন্দরীর আবির্ভাব কখনো ঘটে না। গায়ের রং ফর্সা হতে পারে, মাথার চুল সোনালি এবং নাক টিকোলো, অধর রক্তিম হতে পারে, তবু—তবু কোথাও-না-কোথাও খুঁত থাকবেই কিছু-না-কিছু, যা থেকে ধরা পড়ে যাবে যে ওর রক্তে ভেজাল আছে, চরিত্রে আছে নীচতার খাদ। হারমেঁতালের আশৈশব শিক্ষাসহবৎ অভিজাত নারীপুরুষের কাছে, ব্যাথাইল্ডির ভিতরে ভেজাল বা খাদ থাকলে তার চোখে তা নিশ্চয় পড়ত ধরা।

কিন্তু ঐ বুড়ো তাহলে কে তার?

হতাশ হবার হেতু নেই। বন্ধ জানালা খুলেছে। একটু একটু করে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে সেই রহস্য-যবনিকা, যা এতদিন একান্তভাবে আড়াল করে ছিল ও বাড়ির সুন্দরী মেয়েটিকে। সবুরে মেওয়া ফলে। সুন্দরীর সম্পর্কে জানবার এখনও অনেক কথাই বাকি আছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে হারমেঁতাল, তাতে আর কিছু সবুর করলেই—

কিন্তু সবুর করবার সময় সে পাবে কী?

তার কোমরে যে অদৃশ্যভাবে শিকল বাঁধা রয়েছে একগাছি। সে শিকলের অন্য প্রান্ত রয়েছে আর্সেনালে, মাদাম লা ডাচেস দ্য

BanglaBook.org

মেইনের কোমল করপল্লবে। তিনি যেদিন টান দেবেন শিকলে, টেম্প-পার্ত্তুর এই চারতলার ঘর থেকে হুড়মুড় করে নেমে ছুটে যেতে হবে হারমেঁতালকে, সমুখের বাড়ির অজ্ঞাতপরিচয় সুন্দরীকে কেন্দ্র করে যে তাসের প্রাসাদ সে রচনা করছে সযত্নে, তা গুঁড়িয়ে পড়ে থাকবে তার পিছনে, মুখ ফিরিয়ে সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখার সময়ও পাবে না হারমেঁতাল। মনেও হবে না দাঁড়িয়ে দু' দণ্ড বিলাপ করবার কথা।

এ্যাবে ব্রিগো নিত্য আসছেন। মাদাম ডেনিসের ঘরেই বসেন প্রথমে, বেশীর ভাগ সময় সেখানেই কাটে তাঁর। ধর্মকথাই যে শোনান শুধু, তা নয়, শোনান এবং শোনেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দরকারী ও বেদরকারী কথা। খানাপিনাও করেন তৃপ্তি সহকারে। তারপর বিদায় হয়ে আসবার পূর্ব মুহূর্তে, যেন বাহ্যিক ভদ্রতার তাগিদেই একবার চারতলায় ওঠেন, সেখানকার পরিচিত বাসিন্দাটির কুশল সংবাদ নেবার জন্য। থাকেন বড়জোর পাঁচ মিনিট। তারই মধ্যে সমাধা হয়ে যায় অনেক কিছু ব্যাপার। হয়ত একতাড়া নোট এ্যাবের হাত থেকে হারমেঁতালের হাতে এসে যায়। হয়ত প্রিন্স দ্য সেলামেয়ারের গুপ্তচরেরা যে রিপোর্ট এনেছে রিজেন্টের আগামী চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী কর্মসূচীর, তার সম্পর্কে আলোচনা হয়ে যায় দফায় দফায়। এ যাবৎ সে রিপোর্টগুলি বাতিলই হয়ে এসেছে বরাবর, কিন্তু একদিন-না-একদিন যে তা থেকে প্রার্থিত সুযোগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবে, এ আশা তবু তারা ত্যাগ করে নি।

এ্যাবে ব্রিগো আসেন আর যান, পাঁচ মিনিটের বেশী কোন-দিনই থাকেন না হারমেঁতালের ঘরে। একদিন কিন্তু পাঁচ মিনিটের জায়গায় দেরি হয়ে গেল পনেরো মিনিট। তিনি ঘরে ঢুকেছিলেনই একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে। এতখানি উত্তেজনা অন্তরে নিয়ে ধর্মযাজক মশাই যে কী করে ঠাণ্ডা হয়ে বসে ছিলেন মাদাম ডেনিসের ঘরে পুরো দেড় ঘণ্টা, তা তিনিই জানেন।

যা হোক, চারতলায় যখন তিনি উঠলেন, সযত্নরচিত সে সংযমের

BanglaBook.org

বাঁধ ভেঙ্গে ভেসে গিয়েছে, উৎসাহে টগবগ করে ফুটছেন তিনি। এসেই টেবিলে রাখলেন সেলামেয়ারের রিপোর্ট। আজ বেলা এগারোটা থেকে (রিজেণ্ট শয্যাত্যাগই করেন এগারোটায়) রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত কখন কোথায় কী করবেন রিজেণ্ট, তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

একটা জায়গায় পেন্সিলের দাগ একটা। স্বভাবতঃই সেই অংশের দিকে হারমেঁতালের দৃষ্টি প্রথমে আকৃষ্ট হল। কী? কী ব্যাপার?

রাত্রি আটটায় মাকুইস সিমিয়েঁ আর শিভালিয়ার র‍্যাভানকে সঙ্গে নিয়ে রিজেণ্ট যাবেন মাদাম স্যাব্রানের মহলে ডিনার খেতে। তার পর আর তাঁর কর্মসূচী নেই আজ। অর্থাৎ রিজেণ্ট কখন নিজের মহলে ফিরবেন, সেটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। রাষ্ট্রের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই।

"এই তো! এই তো সুযোগ!"—লাফিয়ে উঠল হারমেঁতাল।

একটা ডিনারের নিমন্ত্রণকে কেন যে সুযোগ বলছে হারমেঁতাল, সেটা বুঝতে হলে টুইলারি প্রাসাদের অবস্থান ও পরিবেশ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। এ্যাবেরও তা আছে, আছে তা হারমেঁতালেরও। তা না থাকলে এই ডিনারের সূত্রেই তাঁরা কার্যসিদ্ধি করতে পারবেন বলে ভরসা করতেন না।

টুইলারি একটা বহু বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ। প্যারির কেন্দ্রস্থলে বিশাল একটা ভূখণ্ড জুড়ে। এ প্রাসাদের নানা বিভাগ, নানা শাখা উপশাখা, নানা মহল। এতে একদিকে যেমন রাজার মহল, রাজপ্রতিনিধির মহল, রানী এবং রাজপরিবারের মহিলাদের মহল আছে, তেমনি আছে বৃহৎ মাঝারি ক্ষুদ্র নানা পর্যায়ের নানা কর্মচারী ও কর্মচারিণীর বাসকক্ষ। অবশ্য সেই শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্মচারিণীরাই নিজস্ব ঘর বা মহল পেয়ে থাকেন প্রাসাদে, দিনে রাতে যে কোন সময় যাঁদের উপস্থিতির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে রাজা বা রাজপ্রতিনিধির কাছে। ফ্রান্সের বর্তমান পরিস্থিতিতে

BanglaBook.org

নাবালক রাজার তো কোন প্রয়োজনই হয় না তত্ত্বাবধায়ক মার্শাল ভিলিরয় ও শিক্ষক এ্যাবে ফ্রিজাস ছাড়া অন্য কোন কর্মচারীর মুখ দেখবার! কাজেই টুইলারি পূর্ণ করে এখন সেখানে গিজগিজ করছে ডিউক দ্য অর্লিয়াঁরই অন্তরঙ্গেরা। মসিয়াঁর স্যাব্রান হচ্ছেন ঐ রকমই জনৈক অন্তরঙ্গ। অর্লিয়াঁর আস্তাবলের ঘোড়াগুলির খবরদারি করাই তাঁর কাজ। সে হিসাবে তাঁর একটা মহল আছে টুইলারিতে। ভদ্রলোকের চাকরির যা মর্যাদা, তাতে তাঁর ন্যায়তঃ প্রাপ্য হত একখানা ঘর বা বড়জোর দু'খানা, কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি পেয়ে গিয়েছেন চারখানি ঘরের একটি সর্বসুবিধাযুক্ত পারিবারিক মহল।

ঘটনার সে চক্র আবর্তিত হচ্ছে যাঁকে কেন্দ্র করে, তিনি হলেন মাদাম স্যাব্রান, আস্তাবল-তত্ত্বাবধায়কের অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রী। তাঁরই মহলে আজ রাত্রে রিজেন্টের ডিনার। সঙ্গে থাকবেন দুই ঘনিষ্ঠ সহচর সিমিয়েঁ ও র‍্যাভান, রিজেন্টের দেহরক্ষী দলের বিশিষ্ট সেনানী এঁরা দুজনেই।

এঁরা রাত্রি আটটায় মাদাম স্যাব্রানের ঘরে যাবেন। ফিরবেন, যখন রুচি হবে রিজেন্টের। রাত বারোটার আগে নয় নিশ্চয়ই। যখনই ফিরুন, সেই সময়েই আসবে হারমেঁতালের সুযোগ।

সুযোগ! কারণ লোক থাকবেন ওঁরা তিনজন মাত্র। পক্ষান্তরে হারমেঁতালের সঙ্গী থাকবে জনা দশেক, তাদের মধ্যে হারমেঁতাল নিজে এবং রকফিনোট, এরা দু'জনেই প্রথম শ্রেণীর অসিযোদ্ধা।

স্মরণ রাখতে হবে, রিজেন্টের মহল ও মাদাম স্যাব্রানের মহল দুটোই যদিও একই টুইলারির অংশবিশেষ, দুটোর ভিতরে ব্যবধান অনেক। দ্বিতীয়তঃ সে ব্যবধান অতিক্রম করার মত কোন পথ প্রাসাদের হাতার ভিতরে খোলা থাকবে না নিশ্চয়ই অত রাত্রে। কাজেই রিজেন্টকে স্যাব্রান মহল থেকে নিজের মহলে যেতে হবে পিছনের রাজপথ দিয়ে, যার নাম হল প্যালেই-দ্য-রয়াল। সে পথ সুবিস্তীর্ণ, মসৃণ ও মনোরম, সন্দেহ নেই, কিন্তু সে অনুপাতে আলোর

BanglaBook.org

ব্যবস্থা সেখানে নেই তেমন। জায়গায় জায়গায় প্রাসাদের ছায়া থেকেই ঘন অন্ধকারের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। তৃতীয়তঃ সমুখের বা পিছনের রাজপথ, কোনটাতেই খাড়া পাহারা নেই। টহলদার প্রহরীরা মাঝে মাঝে আসে, দেখেশুনে চলে যায়। সারা রাত খাড়া পাহারা থাকে শুধু প্রাসাদের গেটগুলিতে। তাও খিড়কি দরজাগুলিতে নয়। সেগুলিতে তালা বন্ধ থাকে শুধু। নিশ্চয়ই রিজেন্টের পকেটে ঐরকম কোন খিড়কির চাবি থাকবে একটা।

আর ভাববার কিছু নেই। হারমেঁতাল উঠে গিয়ে একটা লাল ফিতে ঝুলিয়ে দিল তার জানালায়। এ্যাবে ব্রিগোকে বলল, "আপনার কাজ আপনি করেছেন। এবার যা করবার আমি করব। আপনি পালান।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৭

ফিতে টাঙ্গিয়ে দেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই রকফিনোট এসে দেখা দিল হারমেঁতালের চারতলার ঘরে। এর আগে সে মোড় থেকেই ফিরে গিয়েছে বরাবর, জানালার সংকেত দেখতে না পেয়ে। আজ সে মিলিটারি মেজাজে চারতলায় উঠে এল একেবারে। তার ভারী বুটের তলায় পিষ্ট হয়ে সিঁড়িটা আর্তনাদ করতে লাগল হরেক রকম আওয়াজ তুলে।

ফিরে যেতেও দেরি হল না রকফিনোটের। তাকে তো আবার ঘোড়ার বাজারে গিয়ে খুঁজে বার করতে হবে সহকারীদের! রাত্রে কখন প্যালেই-দ্য-রয়ালের ঠিক কোন্‌খানটাতে তারা হারমেঁতালের দেখা পাবে, খুটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়ে বিদায় হয়ে গেল রক-ফিনোট। হারমেঁতালও উঠে গিয়ে জানালা থেকে লাল ফিতেটা খুলে নিয়ে এল। তেমন সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক ভাগ্যিস সেখানে কেউ ছিল না, থাকলে ফিতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রকফিনোটের আবির্ভাব এবং রকফিনোটের তিরোধানের পরেই ফিতেরও তিরোধান লক্ষ্য করে হয়ত আঁচ করতে পারত যে দুইয়ের ভিতর কিছু বা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কও বিদ্যমান।

যা হোক, ফিতে-পর্বের সমাপ্তি ঘটল সুষ্ঠুভাবেই। এখন করণীয় কী? বার বার চিন্তা করে দেখল, তার দিক থেকে প্রস্তুতির আর বাকি কী আছে? নাঃ, কিছুই তো দেখা যায় না। রাত আটটার আগেই তাকে প্যালেই-দ্য-রয়ালে উপস্থিত হতে হবে। তার কারণ, ঐটাই রিজেন্টের নির্ধারিত সময়, মাদাম স্যাব্রানের ডিনারে যোগ দিতে ঐ সময়েই তিনি নিজের মহল থেকে বেরুবেন, ঐ সময়েই গিয়ে ঢুকবেন স্যাব্রান মহলে, যুগল সহচর সিমিয়েঁ-র‍্যাভানকে নিয়ে। ঐ সময়টাতে ধারে কাছে থাকা চাই হারমেঁতালের। লক্ষ্য করা চাই যে কোন্ পথ দিয়ে কী ভাবে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করেন রিজেন্ট।

প্রবেশ পথ দিয়েই নির্গমও যদি হয়, সুবিধা হবে হারমেঁতালের। পরিচিত পরিবেশে কাজ করা, আর অপরিচিত পরিবেশে কাজ করা, তফাৎ ঢের ছুটোতে।

যাবে হারমেঁতাল, লুকোবে, সঙ্গী সহচরদের যথাস্থানে দাঁড় করাবে, গাড়িখানাকে একটু দূরে কোথাও অন্ধকারে অপেক্ষা করতে বলবে—সবই সেই রাত আটটায়। প্যালেই-দ্য-রয়াল, ও তো নখদর্পণে হারমেঁতালের। আগে থেকে ঘুর ঘুর করার কিছু দরকার নেই। যাবে আর তিন তুড়িতে সব বন্দোবস্ত করে ফেলবে। সেই রাত আটটায়। এখন—এতক্ষণ তা হলে করে কী ও? সবে যে তিনটে বাজে এখন!

কাজ না থাকলে এ কয়দিন নিত্যই যা করেছে হারমেঁতাল, আজও করল তাই। জানালা খুলে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। একটা ঘোর বিপদের ভিতরে সে মাথা দিতে যাচ্ছে। মনটা যখন আশা-বাদে ভরপুর থাকে, তখন হারমেঁতাল নিজেকে অনায়াসে বুঝিয়ে দিতে পারে যে কাজটার ভিতরে কঠিন কিছু নেই, কোন বিপদের আশঙ্কা নেই কোন দিক দিয়ে, হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলেই সব হাসিল হয়ে যাবে, কাকে-পক্ষীতেও টের পাবে না কিছু। ড্যাং-ড্যাং করে সে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাবে সারাগোসার কেল্লায়, গাড়ির ভিতর থেকে টেনে রিজেন্ট অলিয়াঁকে নিয়ে নিক্ষেপ করবে সেই কেল্লার অন্ধকূপে, তারপর ফিরে আসবে প্যারিতে, নব রিজেন্ট ডিউক-দ্য-মেইনের হাত থেকে পুরস্কার নেবার জন্য। না, এমন বেশী কিছু পুরস্কার সে নেবে না, হারমেঁতালেরা বনেদী লোক, ভুঁইফোড়দের মত অত লোভী হয় না বনেদীরা।

হারমেঁতাল খুশী হবে তার অপহৃত কর্নেল পদটা ফিরে পেলেই, আর তার সঙ্গে একটা সৈন্যবাহিনীর স্বাধীন নেতৃত্ব, তা সে বাহিনী যত ছোটই হোক না কেন। স্বাধীন নেতৃত্ব ছাড়াও বীরত্ব দেখানো অবশ্যই সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রে, কিন্তু নিপুণ সৈনাপত্য গুণের পরিচয় দেবার সুযোগ কিছুমাত্র মেলে না। আর সে-সুযোগ না পেলে

BanglaBook.org

ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম চিরতরে মুদ্রিত সে কেমন করে করবে ?

হ্যাঁ, এই সব জল্পনাই করে সে, আশাবাদের জোয়ার যখন প্রবল থাকে অন্তরে। কিন্তু নৈরাশ্যের ভাটাও তো আসে সে জোয়ারের পরে। তখন সে দিব্যচক্ষুতে দেখতে পায়, উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাঘাতে, সে ধরা পড়েছে, অসীম যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করছে তাকে জল্লাদ, হাতের পায়ের আঙ্গুলগুলো কেটে নিচ্ছে এক একটা করে, পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি টেনে বার করছে জ্যান্ত অবস্থাতেই, গাড়ির চাকায় তাকে বেঁধে গাড়ি ছুটিয়ে দিচ্ছে জোর কদমে, নির্মম জনতা তা দেখে উল্লাসে করছে রিজেন্ট অর্লিয়াঁর জয়ধ্বনি।

ভয় ? না, ভয় নয়। হায়মেঁতাল মৃত্যুকে ভয় করে না, মৃত্যু যন্ত্রণাকেও না। তবে উঠতি যৌবনে এই আনন্দময়ী ধরণী থেকে বিদায় নেবার সম্ভাব্যতাকে কে পারে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে ? বিশেষ যখন সমুখের জানালাতেই এমন এক স্বর্গীয় আবির্ভাবকে সে আজকাল সকাল বিকাল রোজই দেখতে পাচ্ছে ? নিজের অবচেতন মনে কত যে স্বপ্নের জাল সে ইদানীং বুনে চলেছে অহরহ ঐ তরুণীকে কেন্দ্র করে, তা সে নিজেও জানে না ভাল করে। আজ কিন্তু সহসাই সে সজাগ হয়ে উঠল সেদিক দিয়ে। এই কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ ব্যাথাইল্ডি যে অনেকখানি গুরুত্ব অর্জন করেছে তার জীবনের ভালমন্দর দাঁড়িপাল্লায়, তাতে আর তার সন্দেহ রইল না এই চিরবিদায়ের ক্ষণে।

চিরবিদায়ই খুব সম্ভবতঃ। বর্তমান মুহূর্তটাতে নৈরাশ্যের পুরো ভাটা চলছে তার অন্তরে। আসন্ন অভিযান থেকে প্রাণ নিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা যে বেশী নেই তার, হঠাৎই তার এখন সেই কথাই মনে হতে শুরু করেছে বার বার। তাহলে ? চিরবিদায়ই যদি হয়, তাহলে সে কথাটা ব্যাথাইল্ডিকে কি জানিয়ে যাওয়া উচিত নয় ? আশা কয়তে ভরসা হয় না, কিন্তু এমনও তো

BanglaBook.org

হতে পারে যে ব্যাথাইল্ডির জীবনে হারমেঁতালও আর একান্ত অপ্রয়োজনীয় নয় এখন ! তা যদি হয়ই, তবে তাকে একটা কথাও না বলে তার জীবনের আকাশ থেকে একেবারে অস্তে যাওয়া কি সঙ্গত হবে ?

না, হবে না। একটা কথা ওকে জানিয়ে যাওয়া দরকার। সাধারণ ভাবে এইটুকু কথা যে একটা সংকটের পরিস্থিতি চলছে হারমেঁতালের জীবনে, এ সময়ে তার মঙ্গলের কামনা করে ভগবানকে যদি ডাকে ব্যাথাইল্ডি, মরে গিয়েও হারমেঁতাল নিজেকে ধন্য মনে করবে।

কিন্তু কী করে ? জানিয়ে যাওয়ার উপায় কী ? দৃষ্টি বিনিময় ইদানীং হয়ে থাকে বই কি। কিন্তু বাক্য বিনিময় আদৌ হয় নি। তা সুযোগ পেলে বাক্য বিনিময়ের চেষ্টা আজই না হয় শুরু করা যেতো। সে সুযোগ মিলছে কই ? জানালা খোলা, কিন্তু ব্যাথাইল্ডি অদৃশ্য। নিশ্চয়ই সে ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। কী করবে তা হলে এখন হারমেঁতাল ?

জানালা খোলা, মির্জা বসে আছে জানালায়।

মির্জা ! ব্যাথাইল্ডির ঐ স্পেনিয়েলটি ! ওর নামটা জানে হারমেঁতাল। ব্যাথাইল্ডির মুখ থেকেই শুনেছে মির্জা বলে আহ্বান, সে আহ্বানে সাড়া দিতে দেখেছে কুকুরটাকে। ঐ মির্জাটা রয়েছে, ওকে কাজে লাগানো যায় না ? সময়ে অসময়ে ব্যবহারের জন্য কিছু চিনি হারমেঁতাল নিজের কাছে রাখে। সেই চিনির কৌটো থেকে কয়েকটা বড়-বড় চ্যালা সে বেছে নিয়ে এল এইবার। তারপর জানালা গলিয়ে সেই টুকরোগুলো একে একে নিক্ষেপ করতে লাগল মির্জার সমুখে। রাস্তা পেরিয়ে ও বাড়ির ঘরের ভিতরে। মির্জা প্রথমে অবাক, পরে মুগ্ধ, শেষ পর্যন্ত অতিমাত্র ব্যস্ত। এক টুকরো গ্রাস করতে-না-করতে আর এক টুকরো এসে সুমুখে পড়ছে। এ রকম চিনির চ্যালা-বৃষ্টি মির্জা তার এই বৎসরের জীবনে কখনো দেখে নি। চিন্তা ভাবনা বিসর্জন দিয়ে সে ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে চিনির চ্যালা কুড়িয়ে কুড়িয়ে।

অবশেষে একখানা ঢ্যালা নিয়ে মির্জা বিব্রত হয়ে পড়ল একটু। ঢ্যালাটা চিনিরই বটে, কুকুরেরা গন্ধ ভুল করবে না। চিনি বটে, কিন্তু কাগজে মোড়া। কেন? এর তাৎপর্য কী? মির্জা এখন খোলে কেমন করে কাগজ? সে অবশেষে সিদ্ধান্ত করল যে কাগজ-সুদ্ধই সে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবে ঢ্যালাটা। হোক, অজানা বন্ধুর অজ্ঞাত উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হোক। কাগজ যখন সে দিয়েছে চিনির সঙ্গে, তখন এটা অনুমান করেই দিয়েছে যে চিনির সঙ্গে কাগজও মির্জার উদরেই যাবে।

সিদ্ধান্ত মির্জা নিল বটে, কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করতে পারল কই? বাধা দিল ব্যাথাইল্ডি। সে গৃহকোণেই বসে আছে সেই থেকে। ছবি আঁকছে না, কিছুই করছে না। দেখছে শুধু দিবা-স্বপ্ন। সে স্বপ্নের কেন্দ্র রাস্তার ওপারে ঐ চারতলা ঘরের বাসিন্দা যুবকই বটে। ও আজ জানালায় লাল ফিতে কেন ঝুলিয়েছিল? ফিতেটা কি কোন রকম সংকেত? না, না, ব্যাথাইল্ডিকে সে নিশ্চয়ই সংকেত করে নি। অমন ভদ্র চেহারা যার, সে কখনো অমন অভদ্র আচরণ করতে পারে না। কী তবে? সংকেতই যদি হয়, কার উদ্দেশে সংকেত?

ভাবছে বসে বসে, হঠাৎ আশেপাশে শর্করাবৃষ্টি। আর মির্জার ছুটোছুটি। ব্যাপার কী? এটাও সংকেত না কি? মানুষটার আচরণ সবই যে রহস্যময়! মানে কী ঐসবের?

হঠাৎ ব্যাথাইল্ডি দেখল, একটা ঢ্যালা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে মির্জা। হাত বাড়িয়ে চিনির ঢ্যালাটা মির্জার মুখ থেকে কেড়েই নিল ও। কাগজে মোড়া চিনি। কা-গজ। তাতে লেখা আছে কিছু।

চি-ঠি?

কম্পিত হস্তে কাগজখানা খুলে নিয়ে মির্জার চিনি মির্জাকে দিয়ে দিল ব্যাথাইল্ডি। তারপর দলা পাকানো কাগজখানা মসৃণ করে নিয়ে পড়ল—

BanglaBook.org

"ভগবানের সন্তান তুমিও, আমিও। সেদিক দিয়ে আমরা ভাইবোনের মত। আমি একটা চরম সংকটে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি আজ। এ সময়ে কি আশা করতে পারি না যে আমার বোন আমার জন্য প্রার্থনা করবে ভগবানের কাছে?—রাওল"

চিঠি যে যথাস্থানে পৌঁছে গেল, তাতে আর সন্দেহ নেই রাওলের। এইবার তাহলে নিশ্চিন্দি হয়ে ঝাঁপ দেওয়া যেতে পারে অন্ধকার গহ্বরে। কে জানে ওর তলায় কী ভয়ঙ্কর ভবিতব্যই মুখ-ব্যাদান করে আছে ওর জন্য? যা কিছুই থাকুক, তার মোকাবিলা করতে পিছ-পা হবে না রাওল।

সেজেগুজে সে বেরিয়ে পড়ল সন্ধ্যার পরেই।

রাত আটটার মধ্যেই ক্যাপ্টেন রকফিনোট এসে পৌঁছোবে প্যালেই-দ্য-রয়ালে। লোকজন সমেত। রাত নয়টায় গাড়ি নিয়ে আসবেন কাউন্ট লাভাল, সেই ডাকসাইটে কোচোয়ান, যাঁর সম্বন্ধে প্রিন্স সেলামেয়ার সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে অচিরে ওঁকে বরখাস্ত না করলে সর্বনাশের মুখে পড়ে যাবেন ডাচেস-দ্য-মেইনের বন্ধুরা।

গাড়ি আসবে, তার চাকায় রবার লাগানো, রবার লাগানো ঘোড়াদের ক্ষুরেও। যাতে ঝড়ের বেগে ছুটলেও রাজপথে শব্দ না হয় গাড়ির। গাড়িতে থাকবেন লাভাল আর থাকবেন এ্যাবে ব্রিগো। প্যালেই-দ্য-রয়ালের উত্তর-পশ্চিম কোণে নতুন বাড়িটা তৈরি হচ্ছে যেখানে, সেখানে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকবে গাড়ি। ঘোড়াদের মুখে চানার থলে ঝোলানো, তারা যে চিঁ-হি বলেও ডাকবে একবার, তেমন আশঙ্কা নেই।

রকফিনোটকে সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল।

এখনও সন্ধ্যা রাত। লোকজনের ভিড় বেশ। তারই মধ্যে এক জায়গায় একটা ভিখিরী করতাল বাজিয়ে গান করছে, আর তার গানে মশগুল হয়ে আছে গোটা দশেক মানুষ। তারা যে নিশ্চল হয়ে আছে সেখানে, তা নয়। দু'জন হয়ত দু' দিকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে গেল টুইলারিকে চারদিকে প্রদক্ষিণ করে, তারাই হয়ত ফিরে এল আবার অন্য দিক দিয়ে। ততক্ষণ হয়ত আবার অন্য দু'জন বেরিয়ে গিয়েছে ভিড় থেকে।

এরাই যে রকফিনোটের রং-রুট, তাও কি আর বুঝতে বাকি থাকে হারমেঁতালের ?

কিন্তু ভুল জায়গায় এদের বসিয়েছে রকফিনোট, মাদাম স্যাব্রানের মহল এখান থেকে দূরে। দরকার হল ঐ মহলের কাছাকাছি ভিড়টা জমিয়ে রাখা। যাতে ডিউক অর্লিয়াঁ মহল থেকে বেরুনো মাত্র তাঁকে ঘিরে ধরা যায়। কিন্তু এই ভিড়টাকে আচমকা এখান থেকে তুলে অন্যত্র নিয়ে গেলে সেটা সন্দেহজনক ব্যাপার বলে মনে হবে না লোকের ? লোক তো এখনও চলাফেরা করছে এখান দিয়ে! তা ছাড়া পাশের বাড়িগুলি সরকারী বাড়ি হলেও লোকবসতি আছে তাতে! কেউ যে কোন জানালা দিয়ে রাজপথের এই গানবাজনা উপভোগ করছে না, তা কে বলতে পারে ?

হারমেঁতালই টুপিটা কপালের উপর অনেকখানি নামিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল ভিড়টার কাছে। ভিখিরীকে সম্বোধন করে উঁচু গলায় বলল—"মসিয়াঁর, একটা নিবেদন আছে। আমি এই পাশের বাড়িতেই থাকি। আমায় স্ত্রী খুব পীড়িত। আপনার গান খুব মধুর যদিও, ওতে রোগী মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনি যদি আর একটু দূরে গিয়ে মজলিশ বসান, আমি খুবই বাধিত হই।"

আসল ব্যাপারখানা তখন চুপিচুপি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিড়ের ভিতর, হারমেঁতাল ক্ষতিপূরণ বাবদ ভিখিরীর হাতে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করা মাত্রই সে উঠে পড়ল রাস্তা থেকে এবং গান গাইতে গাইতেই গিয়ে নতুন জায়গা বেছে নিল ম্যাদাম স্যাব্রানের দোরগড়ায়। শ্রোতারা কতক তার সঙ্গে গেল, কতক গেল না। অর্থাৎ, যারা গেল না, তারা এক চক্কোর ঘুরে এসে তার পর পুনর্মিলিত হল একজন দুজন করে। একসঙ্গে সবাই

BanglaBook.org

গেলে তা সন্দেহজনক হতে পারত। ভিখিরীর গানে এমন কি মাধুর্য ?

রকফিনোট ভয়ানক অস্থির ! "ডিউক মশাই বেরুলে হয় যে !"

"বেরুবেন ! বেরুবেন !"—আশ্বাস দিল হারমেঁতাল—"একা ডিউক যদি মাদাম স্যাব্রানের অতিথি হতেন, তবে ইচ্ছে করলে তিনি না বেরুতেও পারতেন। কিন্তু সঙ্গে সিমিয়েঁ রয়েছেন। রয়েছে র‍্যাভান। তিনটে অতিরিক্ত বিছানা নিশ্চয়ই নেই স্যাব্রানের মহলে ! বেরুবেন ডিউক ঠিকই। তবে রাত এগারোটায় বেরুবেন কি বারোটায়, কি তারও পরে, সেটা নির্ভর করবে, কী জাতীয় পানীয় মাদাম অতিথিদের সেবায় উৎসর্গ করতে পেরেছেন, তারই উপরে। ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আমাদের তো অন্য উপায় নেই।"

ভিখিরীর গান আর কতক্ষণ চালানো যায় এই গভীর রাত্রে ? রিজেন্ট যদি খুব বেশি রাত করেন বেরুতে, ভারী মুশকিল হবে। গানের মজলিশ বাদ দিয়ে অন্য কোন ফিকিরের উদ্ভাবন তাহলে করতে হবে, ভিড় জমিয়ে রাখবার জন্য। টহলদার পুলিস মাঝে মাঝে আসছে যাচ্ছে। টুইলারির বিস্তীর্ণ হাতার চারদিকে ঘোরাঘুরি করা তাদের নিত্যকর্ম। তারা ইতিমধ্যেই দু'বার এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছে গান, তৃতীয় বারে গায়ককে তাড়া করবে হয়ত। যদিও তাড়া করা বেআইনী হবে, তবু, পুলিস যে সর্বদা সব কাজ আইন অনুযায়ীই করে, এমন বদনাম তো তাদের নেই প্যারিতে !

লোকজন বিলক্ষণ কমে এসেছে। ঢং ঢং করে পেটা ঘড়ি বাজল দূরের কোন এক গির্জায়, রাত বারোটা। পুলিস এল—গায়ককে বলল না কিছু। কিন্তু শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। এত রাতে যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, তারা নিশ্চয় চালচুলোহীন। হয়ত বা গুণ্ডা বদমাইশও। সে রকম লোক হলে তাদের মুখ অচেনা নাও হতে পারে পুলিসের।

কিছু তারা বলে নি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু হারমেঁতালের মনে হল, আগামী বারে ঠিক এই জায়গায় এই মজলিশ দেখলে তারা কটু-কাটব্য কিছু বলবেই। কী করা যায় তাহলে ? কী করা যায় ?

BanglaBook.org

যাক, ভগবান রক্ষা করেছেন। ডিউক বুঝি বেরুচ্ছেন। হারমেঁতাল ঠিকই আঁচ করেছে, রিজেণ্ট বেছে বেছে তেমনি সময়েই বেরুবেন, যখন পথে টহলদার পুলিস না থাকবে। রাত বারোটারও পরে মহামান্য রাজপ্রতিনিধি মামুলি আড্ডাবাজের মত বেশভূষায় টুইলারির অন্তর্ভুক্ত একটা চতুর্থ শ্রেণীর মহল থেকে বেরুচ্ছেন, এটা পুলিস কর্মচারী হোক বা সাধারণ নাগরিক হোক, কাউকেই ডেকে দেখানোর মত জিনিস নয়।

অনুমান ঠিকই। টহলদার দলটাও চলে গেল, মাদাম স্যাব্রানের দোতলার জানালাও খুলে গেল। জানালার বাইরে একটা সংকীর্ণ ঝুল-বারান্দা। তাইতে এসে দাঁড়াল তিনটি পুরুষ আর একটি নারী।

ভিখিরী গান বন্ধ করল এইবার। খামোকাই খলখল করে হেসে উঠল, তারপর বেশ জোর গলাতেই মন্তব্য করল—"মশাইরা, দেখলেন তো, আমাদের টহলদার মালিকেরা কেমন? এক নজরে তাকিয়ে গেলেন আমার দিকে! এবার এসে আমায় দেখলে রুলের গুঁতো মারবেন।"

ভড়ং বজায় রাখবার জন্য ভিড়ের কেউ একজন বলল—"ওদের ফিরে আসার দেরি আছে। ততক্ষণ আর একটা গান হয়ে যেতে পারবে।"

"আর একটা গান অবশ্য হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে গানের পরে বকশিস কুড়োবার সময় আর থাকবে না আমার। যে যা দেবেন, তা দিন, নিয়ে থুয়ে তারপর না হয় গাইছি আর একখানা। তাতে যদি গুঁতোই খেতে হয় রুলের, কী আর করছি, খাব তা।"

টুপি হাতে নিয়ে সে এর-ওর-তার কাছে যাচ্ছে, কেউ এক সাউ ফেলে দিচ্ছে তাতে, কেউ পিছু হটছে পকেটে কিছু আবিষ্কার করতে না পেরে। উপরে দাঁড়িয়ে রিজেণ্ট বললেন—"ওরে র‍্যাভান, ও ভাই সিমিয়েঁ, পকেটে আছে কিছু? ওর গান ঘরে বসে আমরাও তো শুনেছি, কিছু বকশিস আমাদেরও তো দেওয়া উচিত

লোকটাকে! এত রাত পর্যন্ত গাইছে পথে পথে, নিশ্চয়ই খুবই অভাব।"

"বকশিস দিতে হয় যদি, মাদাম দেবেন"—বলল র‍্যাভান—ওঁর বাড়িতে এসে ওঁর ভিখিরীকে আমরা বকশিস দেব কোন্ অধিকারে?"

"দিবি না, তাই বল্—রেগে উঠলেন রিজেন্ট—"মিছে কুতর্ক তুলিস নি। কিন্তু দুটো পয়সা হাতে না নিয়ে ঐ ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, অনেক টিটকিরি সইতে হবে।"

"ঠিক বলেছেন কত্তা"—বললেন সিমিয়ে—"সেই কারণেই, টিটকিরি শুনতে রাজী নই বলেই আমি প্রস্তাব করি যে ওদের মধ্যে দিয়ে যাব না আমরা।"

"যাব না? তবে সারা রাত্তির এখানে থাকব না কি? মাদাম গলাধাক্কা দেবেন এর পরে।"

মাদাম খিলখিল করে হেসে উঠলেন—"ওঃ ফিলিপ, কী যে বল!"

"মাদামের গলাধাক্কা? তারই বা তোয়াক্কা রাখে কে? অন্য পথ নেই না কি?"

"আছে আকাশ পথ"—বললেন রিজেন্ট।

"অত উপরে উঠবার দরকার হবে না, যদিও যে পথ আমি বাৎলাব, সেটাও উপরেরই পথ। বাজি! বাজি! একশো লুই বাজি, আপনি কখনো আমার সঙ্গে সে পথে যেতে পারবেন না।"

"পারব না? বাৎলা তোর পথ! এক্ষুণি দেখতে পাবি যে ফিলিপের অসাধ্য কাজ কিছু নেই দুনিয়ায়।"

এদিকে নীচের শত্রুশিবিরে তখন রণকৌশল স্থির হয়ে গিয়েছে। নেতা হারমেঁতাল, সে প্রত্যেককে দিচ্ছে যথাযথ কর্তব্যের নির্দেশ—"শোন ক্যাপ্টেন, তুমি আর তোমার এই সব লোক, সবাই যেন মাতাল হয়েছ। আমি চলে যাচ্ছি, তুমি ধাক্কা দিলে আমায়। ধাক্কা খেয়েই আমি পড়ে গেলাম। রিজেন্টও তখন যাচ্ছেন, তাঁর

BanglaBook.org

দু' পাশে দু' বন্ধু। আমি পড়লাম রিজেন্ট আর তাঁর ডান দিকের বন্ধুর মাঝখানের ফাঁকে। কাজেই রিজেন্ট বিচ্ছিন্ন তখন। তোমরা ধরে ফেলেই মুখে কাপড় গুঁজে দিলে রিজেন্টের। একটা শিস আমিই দিলাম, গাড়ি এসে পড়ল। সিমিয়েঁ আর র‍্যাভানকে তখন ধরে রাখা হয়েছে গলায় পিস্তল উঁচিয়ে!

রকফিনোট প্রশ্ন করল খুব নীচু গলায়—"মুখ বেঁধে ফেলার আগেই যদি রিজেন্ট নিজের পরিচয় দিয়ে বসেন? আমরা তো ভাবখানা দেখাচ্ছি এই রকম যেন আমরা মাতাল হয়েছি, কাকে ধরছি বাঁধছি, কিছুই জানি না।"

হারমেঁতাল তার চেয়েও নীচু গলায় জবাব দিল—"ষড়যন্ত্রের ব্যাপার, ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি নীতি অচল এখানে। নাম যদি বলেই ফেলেন উনি, ওঁর মাথাটা উড়িয়ে দিতে হবে।"

"ওরে বাব্বা! তা হলে নাম যাতে না করতে পারেন, সেই ব্যবস্থাই করতে হবে!"

দোতলার বারান্দায় ততক্ষণ রিজেন্ট ধমক দিচ্ছেন—"সিমিয়েঁ কই, বাংলাও তোমার আকাশপথ, একশো লুই তোমার খসেছে, ধরে রাখ।"

"দেখা যাক, আসুন তা হলে।"

"কোথায়? ও কী করছিস?"

"আপনার মহলে যাচ্ছি, ছাদে ছাদে।"

পাশাপাশি সব মহল। এক মহল থেকে অন্য মহলে কেউ যাতে যেতে না পারে, সেজন্য মাঝে মাঝে দেয়াল থেকে বর্শার ফলার মত সূচ্যগ্র লোহার শিক আড়াআড়ি বসানো আছে। একটার উপরে আর একটা, ধাপে ধাপে। তবে সে সব ধাপ বেয়ে ছাদে ওঠা, বানর ছাড়া আর কারও সাধ্য নয়।

সিমিয়েঁ যে বানরকেও হার মানাতে পারেন আরোহণ বিদ্যায়, তা রিজেন্ট আর র‍্যাভান আর মাদাম স্যাব্রান আজই প্রথম জানলেন। তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছেন সিমিয়েঁ আর নীচের

BanglaBook.org

দিকে দৃকপাত মাত্র না করে মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়ছেন—"হেরে গেলেন বাজি, হেরে গেলেন মানিক !"

রিজেন্টও কোমর বেঁধে তাঁর অনুসরণ করতে যাবেন, এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে মাদাম স্যাব্রান হাত ধরলেন তাঁর—"করছেন কী ? আপনি ও কাজ কক্ষণো করবেন না।"

"করব না ? বল কী তুমি ?" এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রিজেন্ট বললেন—"আমি চিরকাল বলে আসছি, আমার অসাধ্য কোন কাজই নেই। সিমিয়েঁ যদি চাঁদেও ওঠে, আমি ঠিক আছি তার সঙ্গে।"

"আমিও"—বলল র‍্যাভান—"মালিকের দেহরক্ষী যখন আমি, চাঁদে হোক, নরকে হোক, আমায় তো থাকতেই হবে সঙ্গে।"

নীচের লোকগুলি তাদের ব্যর্থ রণকৌশল হাওয়ায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাঁ করে উপর পানে চেয়ে আছে তখন। এ যে স্বপ্নেরও অতীত ! ঐ সব মাথা-বার-করা শিক বেয়ে বেয়ে চারতলায় উঠবে ঐ ধনীর দুলালেরা ? যে কাজ চোর ডাকাতেরও অসাধ্য ? কেন উঠবে ? তারা কি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছে উপরে বসেই ? না, তা তো মনে হয় না। তা যদি পেতো, তারা তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারত মাদাম স্যাব্রানের ঘরে, সকাল পর্যন্ত ! টহলদার পুলিস আবারও তো আসবে রোঁদে ! আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসবে ! উপর থেকে হাঁক পেড়ে তারা তো নীচের লোকগুলোকে ধরিয়েও দিতে পারত !

না, সন্দেহ-টন্দেহ নয়। এ ওদের খেয়াল মাত্র ! আমুবড়াই ! বাজি ধরাধরি ! গুরুতর কিছু নয় ওদের পক্ষে। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা একেবারেই ভেস্তে গেল। এঃ, এতখানি তোড়জোড় ! সব বৃথা হয়ে গেল।

রকফিনোট বেপরোয়া—"চল, রিজেন্টের নিজের মহলের দরজায়, দরজা ভেঙ্গে ফেলব। রিজেন্টরা ছাদ থেকে মাটিতে নামা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

BanglaBook.org

ছুটল সবাই সেই দরজায়। "মারি যে অরি পারি কৌশলে"—নেশা ধরে গিয়েছে ওদের।

কিন্তু তা অসম্ভব! দরজা মজবুত কাঠের, মাঝে মাঝে লোহার পাত বসানো তাতে। লাথি মেরে তা চট করে ভাঙ্গা যায় না। বাইরে দমাদম ঘা পড়ছে দরজায়, ভিতরে ততক্ষণ রিজেন্টরা মাটিতে নেমে পড়েছেন অক্ষত দেহে। বাইরের শব্দগুলো তাঁরা কিছুক্ষণ কান পেতে শুনলেন—তারপর হেসে ফেললেন—"রাত্রিবেলা আমাদের ছাদে ছাদে দৌড়োতে দেখে রাস্তায় সেই গানের মজলিশের লোকগুলো চোর ঠাউরেছে আমাদের।"

তাঁরা মহলে ঢুকে গেলেন। ষড়যন্ত্রীরাও অপসৃত হল ধীরে ধীরে। টহলদার পুলিস ফিরে আসার সময় হচ্ছে। ধরা পড়ে যেতে হবে দেরি করলে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৮

যে গাড়ি তৈরী ছিল মুখ বাঁধা রিজেন্টকে স্পেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সেই গাড়িতে চড়েই হারমেঁতালকে আসতে হল আর্সেনালে। বিজয়ী বীর বেশে নয়, ভগ্নদূতের ভূমিকা নিয়ে।

রকফিনোট? তার কী? উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হলে আরও বেশ কিছু অর্থ তার পকেটে আসত, সেটা আর এল না, এইটুকুই ক্ষতি তার। কিন্তু কাজ-কারবারে লাভও যেমন আছে, তেমনি আছে ক্ষতিও। দার্শনিকসুলভ ঔদাসীন্যেই সে বলল—"কী আর হয়েছে? আমরা নিজেরা তো মারাও পড়ি নি, ধরাও পড়ি নি। আবার যদি চেষ্টা হয়, আমি তৈয়ার আছি। কোথায় আমায় পাওয়া যাবে, তা তো জান!"

রকফিনোটের রং-রুটদেরও ঐ কথা—"আবার যদি চেষ্টা হয়, আমরা আছি। কোথায় আমাদের পাওয়া যাবে, তা ক্যাপ্টেন জানে।"

গাড়িতে লাভাল ছিলেন, ব্রিগো ছিলেন। কীভাবে রিজেন্ট আর তাঁর সঙ্গী দুজন ধরা পড়তে পড়তে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলেন, তা প্রায় চাক্ষুষই দেখেছেন তাঁরা। একান্তই দৈব এটা। তা নইলে, এমন কথা কে কবে শুনেছে যে রাত বারোটার সময় তিন তিনটি অভিজাত মনুষ্য, একজন তাদের মধ্যে আবার পঞ্চাশোর্ধ্ব ইউরোপ বিশ্রুত পুরুষ, তারা হঠাৎ মাটির বুকের পথ ছেড়ে আকাশ-পথে পরিক্রমা শুরু করবে টুইলারির এক মহল থেকে অন্য মহলে যাওয়ার জন্য?

আর্সেনালে পৌঁছে এ্যাবে ব্রিগোই আগে গেলেন ডাচেসের কাছে। মন্ত্রণাকক্ষে পলিয়ানাক, পম্পাডুর, মেলজিওস, এমন কি প্রিন্স সেলামেয়ার পর্যন্ত প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কী জানি কী খবর আসে প্যালেই-দ্য-রয়াল থেকে। হয় তো চূড়ান্ত সুখবর আসবে,

নয় তো চরম দুঃসংবাদ। হয় শোনা যাবে যে রিজেন্ট ফিলিপের মুখে কাপড় গুঁজে বন্ধ গাড়িতে করে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শিভালিয়ার দ্য হারমেঁতাল, নয় তো খবর এই রকম আসবে যে রিজেন্টকে ধরা যায় নি, সে চেষ্টা করতে গিয়ে হারমেঁতালই নিহত হয়েছেন প্যালেই-দ্য-রয়্যালে, অথবা তার চেয়েও যা বিপজ্জনক পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াতে পারে, নিহত না হয়ে বন্দী হয়েছেন হারমেঁতাল, রক্ষীপরিবেষ্টিত হয়ে ব্যাস্টিলে চলে গিয়েছেন তিনি।

হ্যাঁ, নিহত হওয়ার চেয়ে বন্দী হওয়া মারাত্মক বেশি। ষড়যন্ত্রের নায়কের পক্ষেও বটে, সহকর্মী সাহায্যকারীদের পক্ষেও বটে। যে মরে গেল, সে তো আর গোপন কথা ফাঁস করতে পারবে না কিছু! কিন্তু যে বন্দী হল—

যীশু রক্ষা করুন! মানুষের সহনশক্তির একটা সীমা আছে। যন্ত্রণাগারে এমন সব উপায় আছে বোবা মানুষকে কথা কওয়াবার যে সে সবের চাপে অতি সাহসী পুরুষও বাধ্য হয় পেটের কথা খুলে বলতে। হারমেঁতাল অসম সাহসী, তা না জানে কে? কিন্তু আগুন-সাঁড়াশি দিয়ে গায়ের মাংস যখন টেনে টেনে ছিঁড়ে নেবে জল্লাদেরা, তখনও কি সে না বলে পারবে যে এ ষড়যন্ত্রে তার সহকারী কারা ছিল, গুণ্ডা ভাড়া করার অর্থ যুগিয়েছে কে?

যীশু রক্ষা করুন। নিহত যদি হয়ে থাকেন হারমেঁতাল, সে দুর্ভাগ্য সহ্য করা যাবে। কিন্তু যদি তিনি ধরা পড়ে থাকেন, কাল সকালেই ডিউক আর ডাচেস-দ্য-মেইনকে এবং তাদের হিতৈষী বন্ধু সবাইকে তাঁরই সঙ্গী হতে হবে ব্যাস্টিলে।

তারপর? কাকে সদ্য সদ্য মাথা দিতে হবে বধ্যমঞ্চে, কাকে বা তিলে তিলে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে সমুদ্রবেষ্টিত কারাদুর্গ শ্যাটু-দ্য-ঈফ্-এ, সেটা নির্ভর করবে ঐ অপদার্থ অর্লিয়াঁর মর্জির উপরে।

উঃ, যীশু রক্ষা করুন।

"এ্যাবে ব্রিগো"—খবর দিল কক্ষদ্বারের প্রহরী।

BanglaBook.org

সবাই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কী? কী? কী? প্রশ্ন সবাইয়ের মনে, মুখ দিয়ে কিন্তু সে প্রশ্ন উচ্চারিত হল না কারও। নীরবে দাঁড়িয়ে সবাই এ্যাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—কী? কী? কী?

"না, মারাত্মক কিছু নয়, ভালও নয়, খুব মন্দও কিছু নয়, রিজেণ্টকে ধরা যায় নি, কিন্তু আমাদেরও কোন ক্ষতি হয় নি।"

হারমেঁতাল? ধরা পড়ে নি? আঃ! মারা পড়ে নি? আঃ! যীশু রক্ষা করুন। কোথায়? কোথায় সে?

প্রহরীকে বলতেই সে ডেকে নিয়ে এল লাভাল আর হারমেঁতালকে। হারমেঁতাল এসেই হাঁটু গেড়ে বসল ডাচেসের সমুখে—"ডাচেস!"

"ভগবান সাক্ষী, আমাদের দিক থেকে কোন ত্রুটি ছিল না। একান্তপক্ষেই দৈব বিরূপ, তা নইলে রিজেণ্টের মত লোক রাত দুপুরে লোহার শিক বেয়ে বেয়ে ছাদে উঠবেন কেন, আকাশ ভ্রমণের স্বাদ নেবার জন্য?"

"আপনার কোন ত্রুটি ছিল না তা আমরা বিলক্ষণ জানি"—অমায়িক দরদী সুরে উত্তর দিলেন ডাচেস। "আপনি যে বীরত্বের, সাহসের ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তার স্বীকৃতিস্বরূপ এই নিন, কর্নেল পদে আপনার পুনর্নিয়োগের পত্র।"

"কর্নেল পদে পুনর্নিয়োগ?"—এইটুকু ছাড়া হারমেঁতাল আর বলতে পারল না কিছু, বলা উচিতও মনে করল না। সে তো জানে, সে নিয়োগের অধিকারী রিজেণ্ট ছাড়া আর কেউ নয়। অথচ ডাচেস তার সঙ্গে ঠাট্টা করবেন, এরকম একটা কথা নিয়ে, এরকম সময়ে, তাও তো সম্ভব নয়!

তার মনের কথা বুঝে নিয়ে মৃদু হাস্যে ডাচেস বললেন—"আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন শিভালিয়ার। ডিউক-দ্য-মেইনের নিজস্ব পরিচালনায় একটা রেজিমেণ্ট আছে ফ্রান্সে। রাজাধিরাজ চতুর্দশ লুইয়ের ব্যবস্থানুযায়ী সে রেজিমেণ্টের উচ্চতম অফিসারদেরও নিয়োগ

BanglaBook.org

বা পদোন্নতির মালিক স্বয়ং এই ডিউকই, অন্য কেউ নয়। সেই ক্ষমতাবলে ডিউক-দ্য-মেইন আপনাকে নিযুক্ত করেছেন তাঁর এই বিশেষ সেনাদলের অধিনায়ক পদে।"

হারমেঁতালের কৃতজ্ঞতা রাখবার স্থান কোথায়? অবজ্ঞা এবং বিদ্রূপের প্রত্যাশা নিয়ে যেখানে সে এসেছিল, সেখানে সে পেয়েছে প্রশংসা এবং পুরস্কার। অকৃতকার্যতার বিনিময়ে এরূপ ব্যবহার ইতিপূর্বে আর কেউ কোথাও পেয়েছে বলে জানা নেই তার।

ডাচেস বললেন—"ঘটনাগুলোর বৃত্তান্ত আমরা এ্যাবে ব্রিগো আর কাউন্ট লাভালের মুখ থেকেই শুনে নেব। আপনি বিশ্রাম নিন বাড়ি গিয়ে। কাল ব্রিগোর মুখ থেকেই আপনি জানতে পারবেন আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কোন্ দিকে হবে। এইটুকুই শুধু আজ শুনে যান যে একবার ব্যর্থ হয়েই যারা সংকল্প ত্যাগ করে, তাদের দলে আমি নই বা আমার আপনার এই বিশিষ্ট বন্ধুরাও নন। কী বলেন, কার্ডিনাল পলিয়ানাক, আমি ঠিক কথা বলেছি কি না?"

সংকল্প যে কোনদিনই দৃঢ় নয় পলিয়ানাকের, তিনি যে এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছেন শুধু ডাচেসেরই চাপে পড়ে, এটা কে না জানে? গোড়া থেকেই সেই দ্বিধাগ্রস্ত লোকটির আপত্তি জানাবার উপায় এইভাবে বন্ধ করে রাখলেন ডাচেস।

তাঁর কথা তখনও শেষ হয় নি—"শিভালিয়ার, আবার ধন্যবাদ নিন আমাদের। হয়ত কালই আবার এ্যাবের মুখ দিয়ে আমরা ডেকে পাঠাব আপনাকে। পরের কাজ যে প্রকৃতিরই হোক আমাদের, তাতে আপনার উপদেশ এবং সহযোগিতা তো আমাদের চাইই।"

গৃহে ফিরল হারমেঁতাল।

গৃহের দিকে মুখ ফেরানো মাত্রই তার মনে পড়ে গেল ব্যাথাইল্ডির কথা। চিনির ঢ্যালার মারফৎ সেই যে দুষ্ট ছত্রের একটু চিঠি সে ব্যাথাইল্ডিকে ছুড়ে মেরেছিল সন্ধ্যার আগে, তারপর থেকে ওর কথা সজ্ঞানে আর মনে করার ফুরসুত পায় নি হারমেঁতাল। তার

BanglaBook.org

সব চিন্তা কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল একটা মাত্র ব্যাপারের মধ্যে। বলা বাহুল্য, সেটা ঐ হতভাগা রিজেন্টেরই ব্যাপার। সেটা ব্যর্থ হয়েছে, সে সম্বন্ধে এই মুহূর্তে হারমেঁতালের আর করণীয় কিছু নেই। এখন মন তার ফাঁকা, সেখানে আবার সে ব্যাথাইল্ডির চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে উপাসনার বেদীতে পবিত্র ক্রুসের মত।

ব্যাথাইল্ডি কী ভাবে নিয়েছে সেই চিঠি, কে জানে।

হারমেঁতাল তার সম্বন্ধে জানে না কিছুই। সে হার্পসিকর্ড বাজায় চমৎকার, সে গান গায় অপূর্ব, ছবিও সে আঁকে, নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ছবিই ওৎরায় তার তুলি থেকে। অমন মেয়ে যে কোন কাজই খারাপ করে করতে পারে, একথা হারমেঁতালের বিশ্বাস হয় না।

হ্যাঁ, ঐটুকুই জানে হারমেঁতাল। রোসো, জানে আরও একটা কথা। সে যার সঙ্গে থাকে ঐ বাড়িতে, সে কখনোই ওর আপনজন নয়, চেহারার মিল নেই একতিলও। অথচ দু একবার বাবা বলে তাকে ডাকতে শুনেছে যখন, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিশ্চয়ই নেই দু' জনের মধ্যে। তাহলে অগত্যা চিন্তা করতে হয়। ব্যাথাইল্ডি অনাথা এবং ঐ আধবুড়ো লোকটা তার প্রতিপালক। কিংবা ঐ আধবুড়োটা ভৃত্য, ব্যাথাইল্ডিই কর্ত্রী। দূর ছাই, এ বৃথা জল্পনায় কাজ কী! সে যখন জ্যান্ত ফিরে এসেছে, পরিচয় ঘনীভূত করে নেবার একটা-না-একটা পথ সে পারবেই আবিষ্কার করতে। ভগবান তার সহায় আছেন। হতাশ হবার কারণ নেই কিছু।

টেম্প-পার্থুর গৃহে যখন ফিরল হারমেঁতাল, রাত্রি তখন গভীর। স্বভাবতঃই ব্যাথাইল্ডির বাতায়ন তখন বন্ধ, সে নিজে তখন গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। অন্যরকম যে হতে পারত না তা বিলক্ষণ জানে হারমেঁতাল। তবু সে হতাশ হল বই কি। ব্যাথাইল্ডি অপরিচিত জনৈক রাওলের চিন্তায় অধীর হয়ে মুক্ত বাতায়নে বিনিদ্র রজনী যাপন করবে, এমন আশা সে অবশ্যই করে নি। তবু সে বাতায়ন রুদ্ধ দেখে হতাশই হল সে। মানুষ এমনি অবুঝই হয় সময় বিশেষে।

BanglaBook.org

কাটল রাত। প্রায় একই সময় দু' দিকের দুটো জানালা খুলে গেল। এদিকে হারমেঁতাল, ওদিকে ব্যাথাইল্ডি। একদিকে সহস্র প্রশ্ন, অন্যদিকে অজস্র স্বীকারোক্তি। কিন্তু সবই নীরব ভাবায়। কারও মুখে কথা নেই। সংকোচের বাঁধ দুর্লঙ্ঘ্য উভয় পক্ষেই। কতক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে থাকত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, তা বলা যায় না, কিন্তু হারমেঁতালের ঘরে দাসী ঢুকল প্রাতরাশ নিয়ে; দরজায় শব্দ শুনেই, জানালার পর্দা ফেলে দিয়ে হারমেঁতালকে আসতে হল দরজা খুলে দেবার জন্য।

খেতে অবশ্য বসতেই হল, কিন্তু মনে মনে অভিসম্পাত করছে হারমেঁতাল এই অপয়া প্রাতরাশকে। এটারই জন্য জানালা বন্ধ করে দিতে হল ব্যাথাইল্ডির মুখের উপর। খেয়ে উঠেই আবার সে তড়িঘড়ি গিয়ে জানালা খুলল। কিন্তু ব্যাথাইল্ডি কই? সে তো আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না! নিশ্চয়ই ছবি আঁকতে বসেছে অন্য কোথাও। জানালায় মির্জা রয়েছে যখন, তখন ব্যাথাইল্ডিও বাড়িতেই আছে।

মির্জা চিনল ওকে। অনেকখানি চিনি খাইয়েছে এই লোকটা, একে কি ভোলা যায়? সে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যে আধ-আধ ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলতে লাগল গলায়, তা নিশ্চয়ই আর এক দফা শর্করা বৃষ্টির জন্য আকুল প্রার্থনা। হারমেঁতালই বা তাকে বিমুখ করে কোন্ প্রাণে? চিনির ঠোঙ্গা নিয়ে এসে—

সবে দুটো ঢ্যালা ছুঁড়ে মেরেছে ওদিকে, কানের কাছে হঠাৎ প্রশ্ন শুনতে পেলো—"ব্যাপার কী?"

চমকেই উঠেছিল হারমেঁতাল। তবে ভয়ের কিছু নেই, এ্যাবে ব্রিগো ছাড়া আর কেউ নয়। আজ খুব সকাল সকালই এসে পড়েছেন বলতে হবে। প্রাতরাশ করে এলেন এইমাত্র মাদাম ভেনিসের ঘর থেকে। ভোরে এসেই ধন্ন করে দিয়েছিলেন মাদামকে —"আজ তোমার এখানেই কফি খেতে এলাম মাদাম, আমার হেঁসেল বন্ধ, রাঁধুনীটার অসুখ করেছে।"

BanglaBook.org

প্রাতরাশ সমাধা করেই তিনি উপরে উঠে গেলেন। মনের ভুলে হারমেঁতাল দরজাটা বন্ধই করে নি। নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে দেখতে পেলেন—প্রতিবেশীর কুকুরের উদ্দেশে হারমেঁতালের শর্করা নিবেদন।

"ব্যাথাইল্ডির কুকুর না?"

হারমেঁতাল চোঁক গিলে বলল—"কে ব্যাথাইল্ডি?"

চোখের কোণে একটু হাসির ঝিলিক দেখা দিল বটে এ্যাবের, কিন্তু মুখে তিনি আর কিছু বললেন না ও সম্পর্কে। কাজের কথা এত বেশি তাঁর যে বাজে কথা কওয়ার সময় নেই।

দরজা বন্ধ করে এসে এ্যাবে ঘাঁটি হয়ে বসলেন, হারমেঁতালকে বলতে লাগলেন গত রাত্রির আলোচনার বিবরণ। ডাচেস এবং তাঁর পম্পাডুর পলিয়ানাক প্রমুখ পারিষদবর্গ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে রিজেন্টের উপরে ব্যক্তিগত হামলা একবার যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন আপাততঃ আর ওদিকে দ্বিতীয় চেষ্টা না করাই ভাল। তার বদলে একটা দেশব্যাপী বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে রিজেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করাই তাঁরা ভাল মনে করেছেন। এতে উৎসাহ পাচ্ছেন তাঁরা, স্পেনপতি পঞ্চম ফিলিপের একখানা চিঠি এসে পড়ার দরুন। প্রিন্স সেলামেয়ার সেই চিঠি কাল সন্ধ্যাবেলাতেই ডাচেসের হাতে দিয়েছেন। ফিলিপ আগে আগে যে ঔদাসীন্য দেখিয়েছিলেন, এ চিঠিতে গেয়েছেন তার উল্‌টো সুর। চিঠি স্বয়ং রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের নামে লেখা। যদিও পঞ্চদশ লুই এখনও দশ বৎসরের বালক মাত্র।

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অশান্তির জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করার পরে স্পেনের ফিলিপ ফ্রান্সের লুইকে পরামর্শ দিয়েছেন স্টেটস জেনারেল অর্থাৎ প্রজাসভার একটা অধিবেশন আহ্বান করতে। সেই অধিবেশন যাতে অর্লিয়াঁর ফিলিপকে বাতিল করে দিয়ে মেইনের ডিউককে রিজেন্ট পদে নিয়োগ করে, তাই করিয়ে নিতে হবে প্রজাসভার সদস্যদের দিয়ে। অর্লিয়াঁ নিশ্চয়ই প্রজাসভায়

BanglaBook.org

অধিবেশনে বাধা দিতে চাইবেন। সেক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধই বেধে যাবে অবশ্য। তা যাক। স্পেন থেকে সৈন্য আসবে। এদিকে ফ্রান্সের যে সব সৈন্যদল স্পেন সীমান্তে আছে, স্টেটস জেনারেলের নামে তাদের উস্কিয়ে দিতে হবে অর্লিয়াঁর বিরুদ্ধে।

"কী করে দেবেন উস্কিয়ে? রিজেন্টের গুপ্তচরেরা ঘুমিয়ে থাকবে না কি?"—প্রশ্ন করল হারমেঁতাল—"পাঁচ সাত জনে ঘরের ভিতরে বসে ষড়যন্ত্র করা এক কথা, নানা শহরে খোলা ছাউনিতে ঘুরে ঘুরে হাজার সৈনিকের সমুখে রাজদ্রোহের প্রচার করা অন্য কথা।"

এ্যাবের জিভের ডগায় জবাব যোগানোই আছে—"প্রচার পত্র পাঠানো হবে। স্পেনিশ ভাষায়। স্পেন সীমান্তের ছাউনিগুলিতেই ছড়ানো হবে প্রথম দফায়। যেখানে যেখানে অধিকাংশ সৈনিক স্পেনিশ ভাষাটা বোঝে অল্প-বিস্তর।"

"স্পেনিশ ভাষায় ইস্তাহার ছাপানোর মানেটা বুঝলাম। কিন্তু স্পেনিশ ভাষার ছাপাখানা কয়টা আছে প্যারিতে? তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য কয়টা পাবেন?"

"একটাও দরকার নেই। কারণ ছাপানোর ঝামেলাতেই আমরা যাব না। হাতে লিখে ছড়িয়ে দেব প্রচার পত্র।"

"হাতে লিখে? স্পেনিশ হরফ লিখবার মত লোক কয়টা পাবেন? বিশ্বাসী লোক?"

"পরিশ্রমী লোক একটা পেলেই হবে। সে একটা লোক তোমার ঘরের সামনেই আছে। ঐ যে জানালাটা সামনের বাড়িতে, ঐ জানালার ওধারেই তার বাস। মসিয়াঁর বুভাট তার নাম। অমন নকলনবিশ সারা ফ্রান্সে আর একটি নেই।"

"উনি? উনি? স্পেনিশ ভাষা উনি জানেন না কি?"

"না, তা বোধ হয় জানে না। না জানলেই মঙ্গল। আমরা এমন লোকই চাই, যে অর্থ বুঝবে না, অথচ লেখনটা হুবহু নকল করে যাবে, ছবি দেখে ছবি আঁকার মতন। কঠিন কথা, কিন্তু ঐ বিদ্যেটা জানা আছে মসিয়াঁর বুভাটের। ভাল রকমই জানা আছে।"

BanglaBook.org

"ওঁর সঙ্গে আপনার আছে পরিচয় ?"

"পরিচয় নেই। তবে আমি জানি ওঁর কথা। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে চাকরি ওঁর অনেক দিনের। এখনও আছে চাকরি, তবে গত ছয় বৎসর এক সাউও মাইনে পান নি।"

"মাইনে পান নি ? সে কী ? কেন ?"

"কেন ? রাজার ট্রেজারিতে অর্থ নেই বলে। একা বুভাট নয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর হাজার কেরানীর কেউ পায় নি মাইনে। সরকারী কোন অফিসেই কোন কেরানী পায় নি। সাধে কি আমরা শাসনব্যবস্থা আমূল পালটে দিতে চাই ?"

"মসিয়ঁার বুভাটের তো খুব কষ্ট তা হলে !"

"হত, খুবই কষ্ট হত। হতে পারে নি শুধু ওঁর পালিতা ঐ ব্যাথাইল্ডির জন্য। তিন-চার বছর ধরেই ও মাসে আশি ডলার করে রোজগার করছে ছবি এঁকে। এই রাস্তারই মোড়ে ঐ যে ছবির দোকানটা, ঐখানে বাঁধা খদ্দের আছে ওর ছবির। মাসে দু'খানা, আশি ডলার। তা ছাড়া সেলাই ফোঁড়, সবই জানে, সব থেকেই কিছু কিছু রোজগার, অর্থাৎ একদিন বুভাট প্রতিপালন করেছে অনাথা বালিকাকে, এখন সেই বালিকাই পালন করছে অনাথ বুড়োকে।"

"কিন্তু বুড়ো আর অনাথ থাকছেন না তো !"—মৃদু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল হারমেঁতালের চোখের কোণে। "ডাচেস-দ্য-মেইন তো ওঁকে পারিশ্রমিক দেবেন দরাজ হাতে ! মির্জাকে আর চিনির জন্য আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না হা-পিত্যেশ করে।"

"সেই কথাই বলছি। আপনাকে করতে হবে একটি কাজ। বুভাট মাইনে না পেলে কী হয়, আফিস একদিনও কামাই করে না। এতক্ষণ সে বেরিয়ে গিয়েছে আফিসে। ফিরবে বিকাল চারটায়। আপনি তখন গিয়ে বুভাটের সঙ্গে দেখা করে ঐ কাজটার কথা বলবেন। ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, এই ঠিকানায় গিয়ে দেখা করলেই এক স্পেনিশ প্রিন্স ওঁকে দেবেন একতাড়া কাগজ। সেগুলি

BanglaBook.org

হুবহু নকল করে দিতে হবে, প্রত্যেকটা একশো কপি। পারিশ্রমিকের মধ্যে অগ্রিম দেবেন এই পাঁচ লুই।"

ঠিকানা লেখা এক টুকরো কাগজ আর নগদ পাঁচ লুই হারমেঁতালের হাতে দিয়ে এ্যাবে বিদায় নিলেন। অবশ্য যাবার সময় বলে গেলেন—"রাত্রি আটটায় আর্সেনালে যাওয়া চাই কিন্তু—"

তা যাওয়া যাবে এখন। তার আগে বেলা চারটায়—

চারটা বাজতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে টেম্প-পার্ত্ত পেরিয়ে সমুখের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে চারতলার চাতালে উঠে গেল হারমেঁতাল। কড়া নাড়তেই দোর খুলে দিল যে তরুণী, তাকে দেখেই হারমেঁতাল ধরা গলায় মৃদুস্বরে বলল—"আমি রাওল। তুমি নিশ্চয়ই প্রার্থনা করেছিলে আমার জন্য, তা নইলে আমি হয়ত নিরাপদে এসে দাঁড়াতে পারতাম না তোমার সমুখে।"

মির্জা এসে তখন গা বেয়ে উঠেছে হারমেঁতালের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৯

বুভাট তখনও ফেরেন নি আফিস থেকে।

বাড়িতে হারমেঁতাল, ব্যাথাইল্ডি আর মির্জা শুধু। চিনির ঢ্যালা পকেটে করে কিছু এনেই ছিল হারমেঁতাল, কাজেই মির্জা সেইগুলি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ব্যাথাইল্ডি বলল—"তুমি যে রাওল, সেইটুকুই তোমার সম্বন্ধে আমি জানি। আর সব কথা বলবে তো?"

রাওল তো বলতেই চায়! বলতেই এসেছে তো! আধঘণ্টাও লাগল না তার কথা শেষ হতে। বংশপরিচয়, শিক্ষা, সৈনিক বৃত্তি—সবই খুলে বলল সে, বলল না শুধু ডাচেস-দ্য-মেইনের সঙ্গে তার বর্তমান সহযোগিতার কথা। কী হবে অহেতুক এই সরলা বালিকাকে দুশ্চিন্তায় নিক্ষেপ করে? রাওলের ভালমন্দ সম্পর্কে ও যে উদাসীনা নয়, তা তো ও গোপন করছে না!

রাওলের কথা শেষ হল। এইবার ব্যাথাইল্ডির কথা। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। বাবা তার ফরাসী, মা ইংরেজ। বাবা কর্নেল ছিলেন ফরাসী বাহিনীতে। কর্নেল আলবার্ট-দ্য-রোকার। মায়ের নাম ছিল ক্ল্যারিস। যেমন রূপসী, তেমনি অশেষ গুণে গুণবতী ছিলেন তিনি।

একই বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন রোকার দম্পতী ও বুভাট। বুভাট থাকতেন ছয়তলার চিলে কুঠরিতে, রোকারদের ছিল দোতলায় ফ্ল্যাট একটা। বুভাট ক্রমে পরিচিত হন রোকারের সঙ্গে, তখন তিনি বেকার। হাতের লেখা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই চমৎকার, নকলনবিশীর ঠিকে কাজ এখানে ওখানে করে অতি কষ্টে দিন গুজরান হয় তাঁর। সরল স্নেহশীল লোকটিকে খুব ভাল লেগে যায় রোকারেরও। কর্নেল মানুষ, তাঁর কিছু প্রতিপত্তি ছিল সরকারী মহলে। চেষ্টা করে বুভাটাকে তিনি একটা নকলনবিশী যোগাড় করে দেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। সেই কৃতজ্ঞতার বাঁধনে

বুভাট চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়ে গেলেন রোকার পরিবারের সঙ্গে।

ঘটনার আবর্তন ঘটতে লাগল অতি দ্রুত। একটি কন্যা হল আলবার্ট আর ক্ল্যারিসের, সেই কন্যাই ঐ ব্যাথাইল্ডি। ব্যাথাইল্ডির বয়স যখন তিন বৎসর, তখন দুর্ঘটনার পরে দুর্ঘটনায় রোকার পরিবারের ভরাডুবি হয়ে গেল একেবারে। যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল ফ্রান্সে ও স্পেনে। ডিউক ফিলিপ দ্য অর্লিয়াঁ, বর্তমানে যিনি ফ্রান্সের রিজেন্ট, ফরাসী সেনার নেতৃত্ব নিয়ে তিনিই গিয়েছিলেন ফ্রান্সে, তাঁর অধীনস্থ কর্নেলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঐ আলবার্ট রোকার। আলামাঞ্জার যুদ্ধে অর্লিয়াঁর জীবন বিপন্ন হয় এক সময়। সেদিন তাঁকে রক্ষা করেন ঐ রোকার। কৃতজ্ঞ অর্লিয়াঁ সেদিন প্রতিশ্রুতি দেন—"এর প্রতিদান আমি দেব একদিন। তোমাকে অদেয় আমার কিছু রইল না।"

এর পর রোকার নিজে নিহত হন সিগটির যুদ্ধে, অশেষ বীরত্বের পরিচয় দেবার পরে। সে সংবাদ প্যারিতে বসে ক্ল্যারিস পান, অর্লিয়াঁর নিজের লেখা একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে। সে চিঠির বয়ান এই রকম—

"মাদাম, আপনার স্বামী আলবার্ট ফ্রান্সের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। তার পূর্বে আমার জীবনও তিনি রক্ষা করেছিলেন আলামাঞ্জার। আপনার স্বামীকে ফিরিয়ে আনা, সেটা তো ফ্রান্সেরও সাধ্যাতীত, আমারও সাধ্যাতীত। কিন্তু কখনও যদি কোন অভাবে বা বিপদে পড়েন, স্মরণ রাখবেন। ফ্রান্সও আপনার কাছে ঋণী, ব্যক্তিগতভাবে আমিও তাই। ফিলিপ দ্য অর্লিয়াঁ।"

চিঠিখানা আছে এখনও।

কিন্তু থাকুক চিঠির কথা, স্বামীর মৃত্যুসংবাদ বজ্রাঘাতের মতই এসে পড়ল ক্ল্যারিসের মস্তকে। মর্মযাতনায় পীড়িত হয়ে পড়লেন তিনি। তার পরে সংসারে নেমে এল দারিদ্র্যের অভিশাপ। রোকারের বেতনই ছিল এ সংসারের একমাত্র আয়, সেটি বন্ধ হয়ে

BanglaBook.org

যেতেই অভাবের পেষণ দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। দুর্দশায় পড়ে অর্লিয়াঁর চিঠি নিয়ে ক্ল্যারিস সমর দপ্তরে গেলেন কয়েকবার, অর্লিয়াঁ তো স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে অভাবে পড়লে ক্ল্যারিস সাহায্য পাবেন। দেশের কাছ থেকেও পাবেন। অর্লিয়াঁর নিজের কাছ থেকেও পাবেন। তা দুর্দশার ত চরম চলছে এখন ক্ল্যারিসের।

সমর দপ্তরের কর্তারা বললেন—"এ যা চিঠি আপনার হাতে আছে, তাতে সাহায্য পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি। কিন্তু ডিউক দ্য অর্লিয়াঁ নিজে না ফেরা পর্যন্ত তো কিছু হতে পারে না! কিছুদিন অপেক্ষা করুন।"

অ-পেক্ষা? কত আর অপেক্ষা করবেন ক্ল্যারিস? রোগে জীর্ণ, অনাহারে দিন কাটছে, ফ্ল্যাট ছেড়ে এসে এখন আশ্রয় নিতে হয়েছে একটা সংকীর্ণ চিলে কুঠরিতে, তারও ভাড়া বাকি পড়েছে, বিক্রি হয়ে গিয়েছে আসবাবপত্র—

কেমন করে আর অপেক্ষা করা যায়?

কিন্তু সময় দপ্তর কিছু করতে পারে না। যতবার ক্ল্যারিস গেলেন দপ্তরে, একই উত্তর বারবার—"ফিরে আসুন অর্লিয়াঁ, সব হবে।"

কিন্তু ফিরছেন না অর্লিয়াঁ কিছুতেই। দিগ্বিজয়ের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে। যে সব দুর্গম অঞ্চল এক্ষুণি দখলে না আনলেও পঞ্চম ফিলিপের রাজপদ বিপন্ন হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই, সে সবেও অর্লিয়াঁ অভিযান চালাতে থাকলেন ফরাসী সৈনিকের রক্তে রক্তে স্পেনের পর্বত অরণ্য রাঙ্গিয়ে রাঙ্গিয়ে। বৎসরের পরে বৎসর কাটল। কবে ফিরে আসবেন অর্লিয়াঁ, সেই আশাপথ পানে তাকিয়ে তাকিয়ে অপরিসীম দৈন্যের ভিতরে ক্ল্যারিস একদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মা নেই, বাপ নেই, আত্মীয় স্বজন বলতে বিশাল পৃথিবীতে কেউ নেই, এ অবস্থায় তিন বৎসরের শিশু ব্যাথাইল্ডির কী হয়? সে চিন্তা

BanglaBook.org

নিয়ে মাথা ঘামাবার লোকও দুনিয়ায় ছিল না কেউ, একমাত্র ঐ দীনদরিদ্র নকলনবিশ বুভাট ছাড়া। একদিন আফিস থেকে এসে সে ছয়তলার চিলে কুঠরিতে উঠে যাচ্ছে, পাঁচতলার ছোট ঘরখানাতে দেখল, বাইরে থেকে তালা বন্ধ, অথচ ভিতরে কান্না শোনা যাচ্ছে শিশুকণ্ঠের—"মা! মা! মা! জাগো না মা!" বুভাটের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। সে পাশের ঘরের ভাড়াটের কাছ থেকে খবর নিল।

খবর এই যে মাদাম রোকার মারা গিয়েছেন, পড়ে আছেন ঘরে, বাচ্চাটা পাছে আপন মনে কোথাও বেরিয়ে যায়, হারিয়ে যায়, এই ভয়ে বাড়িওয়ালা ঘরে রেখেছেন তালা বন্ধ করে। আত্মীয়জন কেউ যদি না আসে, সৎকারের ব্যবস্থা না করে মেয়েটার ভার না নেয়, তখন বাড়িওয়ালা পুলিসে খবর দিতে বাধ্য হবেন, তারা এসে যা হয় তা করবে।

বুভাট থ মেরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ সেই বন্ধ দরজার ধারে। তারপর বাড়িওয়ালার কাছ থেকে চাবি চেয়ে এনে ঘর থেকে বার করে আনল ব্যাথাইল্ডিকে, নিজের ঘরে নিয়ে দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে রেখে, বেরুলো মাদামের সৎকারের ব্যবস্থা করতে।

দিনের পর দিন ব্যাথাইল্ডি বুভাটের কাছেই আছে। সারাদিন বুভাটের আফিসেই কাটে, কাজেই তাকে একটি দাসী রাখতে হয়েছে ব্যাথাইল্ডিকে দেখাশোনার জন্য। হিতৈষী পড়শীরা তিরস্কার করে মাঝে মাঝে—"পরের মেয়েকে কুড়িয়ে এনে নিজে ফকির হতে চললে যে? মাইনের একটা লিডারও তো তোমার বাঁচে না আজকাল নিশ্চয়!"

বুভাট ছলছল চোখে উত্তর দেয়—"মাইনের কথা যদি বল ভাই, চাকরি আমাকে কর্নেল রোকারই করে দিয়েছিলেন। ও মাইনে তো তাঁরই দান। তাঁরই অর্থ তাঁরই মেয়ের সেবায় লাগছে, এর মধ্যে অন্যায়ও কিছু নেই, আমার বাহাদুরিও কিছু নেই।"

"সেই থেকে ঐ ভাবেই বড় হয়েছে ব্যাথাইল্ডি। বেশ চলছিল,

BanglaBook.org

তবে কয়েক বৎসর থেকে বুভাট মাইনে পাচ্ছেন না আফিস থেকে। সঞ্চয় তাঁর যা ছিল, শেষ হয়ে গিয়েছে কবে। কষ্টেই পড়তে হত, কিন্তু ভগবান রক্ষা করেছেন, ব্যাথাইল্ডি ইতিমধ্যে ছবি আঁকতে শিখেছে, আর তা বিক্রিও হচ্ছে। বুভাটও ঠিকে কাজ করেন কিছু কিছু, চলে যাচ্ছে কোন রকমে।"

কথায়-বার্তায় দীর্ঘ সময় কেটে গিয়েছে কোন্ দিক দিয়ে, টেরই পায় নি ওরা। দুজনেই তন্ময়, রাওল আর ব্যাথাইল্ডি। হঠাৎ মির্জা ভৌ-ভক-ভৌ করে চেঁচিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটল, অর্থাৎ বুভাট ফিরেছেন আফিস থেকে। ব্যাথাইল্ডি বিব্রত হয়ে পড়ল—"বাবা এসে গিয়েছেন। তোমায় দেখলে বলবেন কী?"

"বলবেন—'ভগবানকে ধন্যবাদ।' ওঁকে প্রসন্ন করার মত কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারব"—এই বলে ব্যাথাইল্ডিকে পিছনে রেখে সেই গিয়ে দরজা খুলে দিল। বুভাট দরজা খুলেই অবাক। কে এ অপরিচিত যুবা? সমুখের বাড়ির ভাড়াটে যুবককে ব্যাথাইল্ডি চেনে, মির্জা চেনে, দাসী ন্যানেটও চেনে এক রকম। কিন্তু বুভাট চেনেন না, তার কারণ ও বাড়ির দিকে নজরই তিনি কোনদিন দেন না।

নিজের পরিচয় রাওলই দিল—"আমি মাদাম ডেনিসের বাড়িতে থাকি। আপনি যে প্যারির সবচেয়ে সুদক্ষ নকলনবিশ, সে খবর আমি জানি। তাই আমার এক বন্ধু যখন বললেন যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দলিল নকল করাবার জন্য একজন পাকা লোক দরকার, আমি তক্ষুণি আপনার নাম করলাম। বন্ধু তাই আপনাকে দেখা করতে বলেছেন এই ঠিকানায়, আর এই পাঁচ লুই পাঠিয়েছেন বায়না বাবদ। অনেক কাজই করাবেন তিনি।"

বায়না পাঁচ লুই? অনেকদিন স্বোপার্জিত অর্থ হাতে আসে নি বুভাটের, ধন্যবাদ দিয়ে লুইগুলি পকেটস্থ করলেন তিনি, আর কাগজ-খানা খুলে নাম-ঠিকানা পড়তে লাগলেন—

"প্রিন্স লিস্নে? ওরে ব্বাবা! একেবারে প্রিন্স?"

"ভয় নেই। স্পেনের প্রিন্স, আমাদের দেশের হিসেবে ওরা

BanglaBook.org

তৃতীয় শ্রেণীর অভিজাতও নন। ভয় পাবার কিছু নেই। ভাল কথা, উনি স্পেনের লোক, দলিলগুলোও স্পেনিশ ভাষার। তাতে আপনার অসুবিধা হবে না তো?"

"অসুবিধা হবে না, তা বলতে পারি নে। তবে শুধু নকল ছাড়া আর তো কিছু করতে হবে না? ঠিক যেমনটি লেখা আছে, আমি তেমনটি লিখে দিই যদি, কাজ চলবে না?"

"খুব চলবে। যেমনটি আছে, তেমনটিই লিখবেন। মানে বুঝবার দরকার নেই।" মনে মনে বলল রাওল—"মানে বুঝলেই বিপদ।"

এদিকে রাজনীতির আকাশে ঘনঘটা দেখা দিয়েছে প্যারিতে। এ্যাবে ডুবয় ফিরে এসেছেন লণ্ডন থেকে। এঁর বাপ ছিলেন বাগানের মালী, ডিউক অর্লিয়াঁরই বাগানে। বর্তমান ডিউকের সমান বয়সী ইনি। ডিউক ফিলিপ চিরদিনই দিলদরিয়া, সেই শৈশব থেকেই। ছেলেবেলায় বাগানে ছুটোছুটি করতে করতে মালীর ছেলেটার সঙ্গে ভাব জমে গিয়েছিল তাঁর। সে ভাব আজ পরিণত বয়সেও অক্ষুণ্ণ আছে। অক্ষুণ্ণ আছে আরও বিশেষ করে এই কারণে যে মালীর ছেলেটা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে অনন্যসাধারণ। সামান্য শিক্ষাদীক্ষাকে ভিত্তি করে সে হয়ে উঠেছে রাজনীতিজ্ঞানে দস্তুরমত একটা ধুরন্ধর লোক। ফিলিপ একে বন্ধুবৎসল, তায় আবার গুণগ্রাহী। উপরন্তু এই ডুবয়কে তিনি যতটা বিশ্বাস করতে পারেন, তত আর কাউকে পারেন না। অন্য রাজনীতিজ্ঞেরা স্বার্থের খাতিরে ফিলিপকে বলি দিতে রাজী হতে পারে, ডুবয় যখন স্বার্থচিন্তা করবে তখন ফিলিপকে বজায় রেখেই করবে তা।

অতএব, মন্ত্রী পদবী ডুবয়কে না দিলেও রিজেণ্ট রাজনীতি সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই তাঁর হাতে আজকাল সঁপে দিচ্ছেন সুমীমাংসার জন্য। সর্বশেষ এবং চরমতম দৃষ্টান্ত—চতুঃশক্তি-সন্ধির আলোচনা চালাতে ফ্রান্সের নামকরা রাষ্ট্রনীতিবিদ কাউকে

BanglaBook.org

না পাঠিয়ে ডুবয়কেই পাঠিয়েছিলেন রিজেন্ট। ডুবয়ও তা নিষ্পন্ন করে এসেছেন সুষ্ঠুভাবেই। এর ফলে ফ্রান্স এখন নিরাপদ হল, ইংরেজ, জার্মান, অস্ট্রিয় কোন শত্রুরই হামলার আশঙ্কা আর রইল না ফ্রান্সে। অবশ্য এর দরুন স্পেনের স্বার্থহানি অনেকটাই হবে। আপদে-বিপদে এতদিন ফ্রান্সই রক্ষা করে এসেছে স্পেনকে, ঐ ডিউক অর্লিয়াঁই স্পেন মুলুক চষে বেড়িয়েছেন বছরের পর বছর, স্পেনের শত্রু নাশ করে করে। এখন আর তা করবে না ফ্রান্স। করবার মত অবস্থা আর নেই এখন। রাজাধিরাজ চতুর্দশ লুই জীবিত নেই আর। সতর্ক হয়ে পদক্ষেপ না করলে ফ্রান্সের নিজেরই বিপন্ন হয়ে পড়তে হবে, যাবতীয় ইউরোপীয় শক্তির মিলিত শত্রুতার মুখে পড়ে। এই সন্ধি ফ্রান্সকে নিরাপদ করবে সে দিক থেকে।

তেমনি আবার এ সন্ধি স্পেনকে নিক্ষেপ করবে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের দয়ার উপরে। এই কারণেই স্পেনের অধীশ্বর পঞ্চম ফিলিপ ফ্রান্সের নাবালক রাজার কাছে ব্যক্তিগত পত্র দিয়েছেন, স্টেটস জেনারেল অর্থাৎ প্রজাসভা আহ্বানের পরামর্শ দিয়ে। সেই চিঠির কথাই সেদিন মাদাম-দ্য-মেইনের দরবারে উল্লেখ করেছিলেন প্রিন্স সেলামেয়ার।

যাক, সন্ধি সম্পাদন করে ডুবয় ফিরে এলেন প্যারিতে। রিজেন্টের কাছে দূত মারফত আগেই পৌঁছে গিয়েছিল সব বিবরণ। এবার মৌখিক আলোচনাও হল খানিকটা। তারপর অন্য কথায় চলে গেলেন ডুবয়—"ওহে ডিউক, তোমার উপরে নাকি একটা আক্রমণ হতে যাচ্ছিল পরশু রাত্রে প্যালেই-দ্য-রয়ালে?"

"আক্রমণ? সে কী? না তো!"—ফিলিপ একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন।

"হয় নি? হবার মত অবস্থাও দেখতে পাও নি? তাহলে তোমরা রাস্তায় না নেমে ছাদে ছাদে পালালে কেন, মাদাম স্যাব্রানের মহল থেকে রিজেন্ট মহলে? আর তোমরা পালিয়ে গেলে দেখে শত্রুরা মহলের দরজায় দমাদ্দম লাথিই বা মারল কেন?"

BanglaBook.org

ডিউক ভাবতে লাগলেন। সে রাত্রির সে ব্যাপারটা যে একটা আক্রমণ, একথা তিনি এর আগে একবারও ভাবেন নি। আজও ডুবয়ের কথাগুলো তিনি হালকাভাবে উড়িয়ে দেবারই চেষ্টা করলেন—"আমরা ছাদে ছাদে হেঁটেছিলাম, একটা বাজির জন্য। ঐ সিমিয়েঁ হতচ্ছাড়া, যেমন কর্ম তেমনি ফল তার, একশো লুই বাজি হেরেছে আমার কাছে। আর দমাদ্দম লাথি? রাস্তার লোক রাতের বেলা ছাদের উপর আমাদের দেখতে পেয়ে চোর ভেবেছিল আর কি!"

"রিজেন্ট! রিজেন্ট! পৃথিবীকে অত সাদা চোখে দেখো না। বাজি যদি হয়ে থাকে, সেটা ভগবানেরই দয়া। তারই দরুন তুমি বেঁচে গেছো সেদিন। তা নইলে সেদিন ডুবয়ও ছিল না প্যারিতে, আর তোমার পুলিস লেফটেনাণ্ট আর্গেনসন তো দিবালোকে পেচকের মত অন্ধ! সেদিন ওটা একটা আক্রমণের চেষ্টাই হয়েছিল হে, রিজেন্টের পদ খালি করে ফেলে মেইনকে সেখানে বসাবার জন্য। একটা ষড়যন্ত্র দস্তুরমত, যার উদ্ভব হয়েছিল স্পেনিশ দূতাবাস থেকে।"

"ষ-ড়-য-ন্ত্র?"—কথা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না ফিলিপের—"তুমি হঠাৎ এরকম সন্দেহ করছ কিসের ভিত্তিতে?"

"ভিত্তি এই তালিকাটার"—বলেই ডুবয় একখানা লম্বা কাগজ এগিয়ে দিল রিজেন্টের দিকে—"এ ছাড়া আরও এক গাদা কাগজ আছে, সেগুলি স্পেনিশ ভাষায় লেখা। সব একশোখানা করে নকল করবার জন্য দেওয়া হয়েছিল এমন এক বুড়ো নকলনবিশকে যে স্পেনিশের এক বর্ণও জানে না।

"তারপর? তারপর?"—এতক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন রিজেন্ট।

"সে নকলনবিশ এখন এই প্যালেই-দ্য-রয়্যালেই আটক আছে। অবশ্য জামাই আদরেই আছে। কারণ কাগজগুলো প্রিন্স লিস্‌নেকে নকল সহ ফিরিয়ে না দিয়ে সে যে আমার কাছে এনে দিয়েছে, এতে তার দেশপ্রেমের পরিচয়ই পাওয়া যায়। একগাদা স্পেনিশ

BanglaBook.org

দলিলের মধ্যে একমাত্র ফরাসী ভাষার দলিল এই তালিকাটাই, বোধ হয় ভুলক্রমে বুভাটের হাতে দিয়ে ফেলেছিল লিস্‌নে।"

"লিস্‌নেটা কে?"—ফরাসী তালিকাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন ফিলিপ।

"লিস্‌নে ছদ্মনাম। আসলে লোকটা—হেঃ হেঃ হেঃ—মাদাম মেইনের সিওকেসর বাগানবাড়ির সর্দার খানসামা। সে এখনও একশো দশ নং রু-দ্য-বাক-এর তেতলার এক ফ্ল্যাটে প্রতীক্ষায় আছে কখন বুভাট গিয়ে তার হাতে একশো কপি করে স্পেনিশ দলিলগুলো ফেরত দেবে।"

"মাদাম মে-ই-নের খানসামা!"—টেনে টেনে উচ্চারণ করছেন রিজেন্ট, আর এদিকে তালিকাটা পড়ে যাচ্ছেন আদ্যোপান্ত। পরিশেষে তিনি বললেন—"সেলামেয়ার, মেইন, লাভাল, পম্পাডুর—এরা যে ষড়যন্ত্র করবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু এই যে আরও গাদা গাদা নাম, এদের আমি কী অনিষ্ট করেছি, তা তো মনে করতে পারছি না।"

"তুমি অনিষ্ট না-ই বা করলে। ওরা আশা পেয়েছে, তোমার অনিষ্ট যদি করতে পারে, ওরা বকশিস পাবে।"

"তাহলে আর্গেনসনকে ডেকে একধার থেকে সব গ্রেফ্‌তার করতে বলি!"

"না-না-না, এক্ষুণি নয় ডিউক, এক্ষুণি নয়। দেখা যাক ওদের দৌড় কতদূর। দলিলগুলো সমেত বুভাটকে উধাও হতে দেখে এবার কোন্ পথ ধরে ওরা, দেখা যাক সেইটাই। তবে সৈন্য-বাহিনীকে তৈরী রাখতে হবে। শুধু প্যারিতে নয়, মফঃস্বলেও সর্বত্র। আর মফঃস্বলের কোন ছাউনির দিকে প্যারি থেকে কোন দ্রুতগামী দূতকে যেতে দেখলে তাকে গ্রেফ্‌তার করে এখানে পাঠাবার জন্য সব সড়কেই পুলিস মোতায়েন রাখতে হবে। আর্গেনসনের পুলিস নয়, আমার পুলিস।"

BanglaBook.org

ডুবয় চলে যাচ্ছে বেরিয়ে, হঠাৎ ফিরে এল—"তোমার মেয়ে ডাচেস্ চার্টেয়ার্স সন্ন্যাস নিচ্ছেন না কি ?"

"নি—চ্ছে। অবশ্য আমি নিরস্ত করার চেষ্টা করছি বিধিমতে। হপ্তায় একবার করে যাই তার কাছে, চেল্‌স্-এর মঠে সে আছে। কালই যাওয়ার দিন।"

"যাও যদি, প্রস্তুত হয়ে যেও। প্যালেই-দ্য-রয়ালে একবার আক্রমণ হয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছে সেটা। এবারকার আক্রমণ—অর্থাৎ হয়ই যদি আক্রমণ—"

"সৈন্য সঙ্গে নেব, বলছ ?"

"নেবে, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। যেমন প্রতি হপ্তায় যাও—"

"একটা অশ্বারোহী রক্ষী গাড়ির আগে আগে যায়, আর কোচোয়ানের পাশে থাকে একটা রক্ষী, আর গাড়ির পিছনে তৃতীয় একটা। ব্যস্।"

"ব্যস! ঐ বন্দোবস্তই এবারও থাকবে। কিন্তু চেল্‌স্-এর রাস্তায়, চ্যারেন্‌টনের রাস্তায় সৈনিক মজুত থাকবে দুই রেজিমেন্ট। প্রতি ইঞ্চি জায়গা যেন সুরক্ষিত থাকে ঐ দুটো রাজপথে। আর—আর গাড়ির ভিতরে কাল তুমি নিজে থাকবে না। তোমার পোশাক পরে রাজকীয় কায়দায় বসে থাকবে তোমার মতই মোটাসোটা কোন ভৃত্য।"

ডুবয় একটা চোখ টিপুনি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর ফিলিপ বসে রইলেন নিঃশব্দে, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ডুবয় যা যা করেছে, ঠিকই করেছে। এতে তাঁর হস্তক্ষেপের দরকার নেই। তবে একটা কাজ ও যা করেছে, অন্যায়ই সেটা। হাজার হলেও মালীর ছেলে তো! ন্যায়নিষ্ঠা আর কতটা হতে পারে ওর!

একটা ভৃত্যকে ডেকে তিনি আদেশ দিলেন—"এ্যাবে ডুবয় একটা লোককে আটক রেখেছেন তাঁর অহলে, বুভাট নাম তার। নিয়ে এস তাকে।"

একটু পরেই বুভাট এসে হাজির। রিজেন্টকে দেখে তিনি

BanglaBook.org

আড়ষ্ট। রিজেন্ট হেসে বললেন—"তুমি কি ভয় পাচ্ছ না কি? ভয় কেন পাবে? তুমি তো মহৎ উপকার করেছ ফ্রান্সের। তুমি পুরস্কারের যোগ্য।"

"পু-র-স্কার?" সাহস করে বুভাট বলে ফেললেন—"যদি উপকারই করে থাকি ফ্রান্সের, পুরস্কার দরকার নেই, আমার বকেয়াগুলো মিটিয়ে দেবার হুকুম দিন।"

"বকেয়া?"—রিজেন্ট আকাশ থেকে পড়লেন একেবারে।

"আজ্ঞে রিজেন্ট, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে উনিশ বছর চাকরি করছি, ছ' বছর মাইনে পাই নি তার।"

"কালই পাবে, ট্রেজারিতে এই কাগজটা দিলেই পাবে।" খসখস করে এক ছত্র লিখে একটা কাগজ বুভাটের দিকে এগিয়ে দিলেন রিজেন্ট—"তুমি বাড়ি যেতে পার। কিন্তু খবর্দার, কোন কথা ফাঁস করো না কারও কাছে। সাবধান, সাবধান!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১০

এর পর ঘটনার চাকায় শুরু হল দ্রুত আবর্তন। ঐ প্রিন্স ন্ত লিস্‌নে! দাঁড়কাককে ময়ূর পাখা পরিয়ে দিলেই কি আর সে ময়ূর বনে যায়। খানসামার জাত, তাদের ধর্মই হল ভুল করা, আস্ত জিনিসকে ভেঙ্গে চুরমার করা। এত যত্নে গড়ে তোলা ষড়যন্ত্রটা একটি মাত্র ভুলে সে ধরায় মিশিয়ে দিল একেবারে।

স্পেনিশ কাগজগুলোর সঙ্গে একখানা ফরাসী ভাষার কাগজও নকলনবিশের হাতে চলে গেছে। আর সে কাগজটা একেবারেই সর্বনাশা। ষড়যন্ত্রের মোটামুটি বিবরণ তো তাতে আছেই, তা ছাড়া ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ কারা করছেন, প্রত্যেকের নাম আছে তাতে। এত প্রাঞ্জলভাবেই আছে যে বুভাটের মত মোটা বুদ্ধির লোকেরও তার তাৎপর্য বুঝে ফেলতে তিলমাত্র দেরি হয় নি।

দেরি যে হবে না, তা লিস্‌নে ওরফে সর্দার খানসামাও বুঝেছে বই কি! তার সৎ সাহসের তারিফ করতে হয়, ভুলটা সম্পর্কে নিজে সচেতন হওয়া মাত্র সে মনিবের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল—"হুজুরাইন, সর্বনাশ করে ফেলেছি।" বৃত্তান্ত শুনে ডাচেস্ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এবার আর নিস্তার নেই। সব টের পেয়ে গিয়েছেন অর্লিয়াঁ এতক্ষণে!

নিশ্চয়ই হতভাগা নকলনবিশ সেই ফরাসী দলিলটা নিয়ে অর্লিয়াঁকে দিয়েছে। না যদি দিত, সে নিশ্চয় লিস্‌নের কাছে ফিরে আসত নকলগুলো দেবার জন্য এবং মজুরি নেবার জন্য। দু' দিন যে সে আসছে না, তাতেই প্রমাণ যে সে আর আসবে না। ব্রিগো গেলেন মাদাম ডেনিসের বাড়ি, সেখান থেকে খবর পেলেন, বুভাট দু'দিন বাড়ি আসছে না। হারমেঁতাল গেল ব্যাথাইল্ডির কাছে, সেখানেও ঐ একই খবর। বুভাট নিরুদ্দেশ, তার ফলে ব্যাথাইল্ডি দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়েছে।

অতঃপর পালাও, পালাও রব আর্সেনালে। যে কোন মুহূর্তে গ্রেফ্‌তার হতে পারেন সবাই। সেলামেয়ার, মেইন, ডাচেস্‌, পম্পাডুর—সবাই, সবাই পালাও!

হারমেঁতালই রুখে দাঁড়াল—"আপনাদের পালানোই দরকার। কিন্তু আমরা কয়েকজন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু পালাব না।"

"কী করবে থেকে?"

"বড় বড় তোড়জোড়, যথা সৈন্যদলে বিদ্রোহ ঘটানো, স্পেন থেকে সৈন্য আনানো, এসবে যখন বাধা পড়ে গেল, তখন ছোটখাটো একটা প্রচেষ্টা আগের লাইনেই করা যাক। প্যালেই-দ্য-রয়ালে ধরতে পারি নি রিজেন্টকে, এবারে চেলস্‌-এর বনে ধরব তাঁকে। জনা পাঁচেক আমরা থাকব। আর রকফিনোট থাকবে তার দলবল নিয়ে। কী বলেন সবাই? ডাচেসের অনুমতি আছে?"

"যা ভাল বোঝেন করুন। যদি পারেন, হারতে হারতেও জিতে যেতে পারি আমরা। যদি পারি, না, পুরস্কারের কথা তুলবই না। চান যদি, মার্শাল করে দেব আপনাকে বা প্রধান মন্ত্রী—"

লাভাল, পম্পাডুর, ভ্যালেক (ভ্যালেক ফিরেছে স্পেন থেকে) আর হারমেঁতাল। পাঁচজন হল না, চারজন। এতেই হবে।

যা করতে হয়, এইবার কর। নইলে আর সময় পাবে না। এক সকালে খবর পাওয়া গেল, ডুবয় নিজে গিয়ে গ্রেফ্‌তার করে এনেছে প্রিন্স সেলামেয়ারকে। অর্লিয়াঁ না কি প্রকাশ্যে বলেছেন—"একবার পীরেনিজ পেরিয়ে স্পেনে গিয়েছিলাম পঞ্চম ফিলিপকে সিংহাসনে বজায় রাখতে। এবার বোধ হয় তা পেরুতে হবে, সেই সিংহাসন থেকে তাকে টেনে নামাতে।"

ব্রিগো ধরা পড়েছেন। সামাল! সামাল!

মার্শাল ভিলিরয়কে ব্যাস্টিলে আবদ্ধ করা হয়েছে। রাজার অভিভাবক ভিলিরয়। পঞ্চম ফিলিপের চিঠি নাবালক রাজার কাছে

BanglaBook.org

পৌঁছে দেবার জন্য যখন তিনি যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে, সেই চিঠি সমেতই। রাজশিক্ষক ফ্রেজাস পলাতক।

আর দেরি নয়। লা-ফিলোঁর হোটেলে গিয়ে রকফিনোটকে খুঁজল হারমেঁতাল। সে নেই নিজের ঘরে। হারমেঁতাল বলে এলো লা-ফিলোঁকে—"একবার ক্যাপ্টেনকে দেখা করতে বলো।"

"কী নাম বলব?" জানতে চাইল লা-ফিঁলো।

"নামের দরকার নেই। বলবে, লাল ফিতে যেখানে ঝোলে।"

লা-ফিলোঁ হাসল। হারমেঁতালকে সে চেনে, অনেকবার দেখেছে। ভুয়েল-টুয়েলের ব্যাপার হবে হয়ত। রাজনীতি? ও কথাই মনে উদয় হল না ফিলোঁর। রকফিনোট আর যা-ই করুক, রাজনীতি করবে না বলেই ওর ধারণা।

রকফিনোট এলো সেই সন্ধ্যাতেই, দোর বন্ধ করে নতুন পরিকল্পনার কথাটা শুনল হারমেঁতালের মুখ থেকে। তারপরই অপ্রত্যাশিত, উদ্ভট প্রস্তাব করল একটা। "সবই করে দেব। আর পাকাপাকি কথাও দেব—এবার আর চেষ্টা বিফল হবে না। কিন্তু আগের শর্তে নয়। এবারকার নতুন কাজ, শর্তও নতুন।

"বল, কী নতুন শর্ত। সেবারে ছয় হাজার নিয়েছিলে, এবারে আট? না, দশ হাজার? না, বারো? অর্থ কোন সমস্যাই নয়।"

"অর্থ দরকার অবশ্য, খুবই দরকার। কিন্তু তার কথা পরে। আসল শর্ত এই যে এবারকার প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব করব আমি। কী ভাবে ধরব রিজেন্টকে, কী ভাবে নিয়ে যাব স্পেনে, সে সবের উপরে তোমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। তোমরা ইচ্ছে করলে আমায় সাহায্য করতে পার, নাও করতে পার।"

"কী?"—হারমেঁতাল একেবারে যেন বজ্রাহত এ কথা শুনে।

"হ্যাঁ, ঐ শর্তেই আমি একাজে হাত দিতে পারি। তোমাদের হুকুমবরদার হয়ে আমি কেন থাকব চিরদিন? রিজেন্টকে ধরে নিয়ে যাব স্পেনে, স্পেনরাজার কাছ থেকে পুরস্কার নেব একটা জমিদারি আর কর্নেল উপাধি।"

BanglaBook.org

"জমিদারি? কর্নেল উপাধি?"—এমন সংকটেও হাসি চাপতে পারল না হারমেঁতাল।

সে হাসি দেখে আরও ক্ষেপে গেল রকফিনোট। "আমার সাহায্য না নিয়ে তো তোমরা এক পাও এগুতে পারছ না! তাহলে তোমাদের হাত-তোলা মুষ্টিভিক্ষাতে কেন আমি খুশী থাকব? হয় আমার শর্তে রাজী হও, নয় তো বিদায়! আমি আর নেই তোমাদের ব্যাপারে!"—এই বলেই রকফিনোট দোরের দিকে এগুলো।

হারমেঁতাল দৌড়ে গিয়ে আগলে দাঁড়াল দোর—"তুমি যখন বেয়াড়া গাইছ, তখন এ ঘর থেকে বেরুবার আগে তোমায় কথা দিয়ে যেতে হবে যে তুমি এসব গুপ্ত কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবে না কারও কাছে।"

"কেন দেব কথা? কথা যদি আগে আদায় করে নিতে, সে আলাদা কথা ছিল। তা যখন নাও নি, তোমাদের গুপ্ত কথা ভাঙ্গিয়ে আমি অর্লিয়াঁর কাছ থেকেই যতখানি সম্ভব সুবিধা আদায় করে নেব।"

"তার আগে তোমার মুণ্ডুটি রেখে যেতে হবে এখানে"—এই বলেই তরোয়াল খুলে ফেলল হারমেঁতাল। সরু লিকলিকে অনতিদীর্ঘ সে তরোয়াল দেখে রকফিনোট আজও তেমনি করেই হেসে উঠল, যেমন একদিন লা-পন্ট অরণ্যে হেসেছিল র‍্যাভানের তরোয়াল দেখে। "ঐ নাপিতের ক্ষুর নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে পাল্লা দেবে?" এই বলে সে নিজের সুদীর্ঘ তরোয়াল টেনে বার করল ইঞ্চি ইঞ্চি করে।

"র‍্যাভানের মত নাবালক পাও নি আমাকে"—বলেই হারমেঁতাল তাকে আক্রমণ করলে। আর এই প্রথম আজ রকফিনোট উপলব্ধি করল যে তরোয়াল বেশী লম্বা হলে সময় বিশেষে তা অসুবিধারও কারণ হতে পারে। সুদক্ষ তরোয়ালবাজ হারমেঁতাল লেপ্‌টে রয়েছে ওর গায়ে গায়ে, দু'জনের মধ্যে এমন ব্যবধান নেই যে লম্বা তরোয়াল স্বচ্ছন্দে ঘুরতে ফিরতে পারে। পক্ষান্তরে

BanglaBook.org

হারমেঁতালের ছোট্ট তরোয়াল অল্প জায়গাতেই ঘুরছে ফিরছে সাপের জিভের মত। অবশেষে এক সময়ে তা আমূল বিঁধে গেল রকফিনোটের বুকে। রক্ত ছুটল ফোয়ারার আকারে। রকফিনোট মেঝেতে পড়ে গেল দড়াম করে।

হারমেঁতাল তখন চোখে অন্ধকার দেখছে। সে এখন করে কী? হত্যা না করে উপায় ছিল না, তা ঠিক। কিন্তু হত্যার পরে ওকে নিয়ে এখন করে কী হারমেঁতাল? কিছুই নেই করবার। ঘরের দরজায় তালা বন্ধ করে সে এক বস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে, সামনের বাড়িতেই ব্যাথাইল্ডি রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়ারও সময় নেই। একটা নরহত্যা করেছে সে। এমন হত্যা, সেটা ডুয়েল বলেও গণ্য হবে না আদালতে। নিছক হত্যারই অপরাধে সে গ্রেফ্‌তার হবে। আর তার পরে ক্রমে তার উপরে এসে পড়বে রাজদ্রোহেরও অভিযোগ।

পালাল হারমেঁতাল। একেবারে আর্সেনালে। সব ব্যাপার বলল ডাচেস্‌কে। তিনি প্রশংসা করলেন, কিন্তু প্রশ্নও করলেন —"এখন তাহলে করা যাবে কী?"

"যা করার কথা ছিল, তাই করা হবে। চেলস্‌-এর মঠে যখন যাবেন রিজেন্ট কাল সন্ধ্যায়, ধরব আমরা তাঁকে, যেমন যেমন কথা ছিল, নিয়ে যাব স্পেনে।"

"কিন্তু লোকজন দেবার কথা ছিল রকফিনোটের।"

"তাদের বাদ দিয়েই কাজ করব আমরা। আমরা যে কয়জন আছি—আমি, লাভাল, পম্পাডুর, ভ্যালেফ। কেমন বন্ধুরা, চারজনে আমরা পারব না?"

"পারতেই হবে। আর না পারলেই বা কী? এমনিও মরতে বসেছি, অমনিও মরব। মরদ বাচ্চার তার চেয়ে বেশি কী আর কামনা থাকতে পারে?"

ডাচেস্‌ হাত কামড়াচ্ছেন নিজের—"হায়, আমি কেন পুরুষ হয়ে জন্মাই নি! বীরমৃত্যু আমার ভাগ্যে নেই।"

BanglaBook.org

পরের দিন সন্ধ্যায় চেলস্-এর বনপথ নির্জন একেবারে। মঠ থেকে দুই মাইল মাত্র তফাতে রিজেন্টের গাড়ির গতি রোধ করল চারজন অশ্বারোহী, একজন রক্ষী অশ্বারোহণে যাচ্ছে আগে আগে, পিস্তলের এক গুলিতে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। নিহত হল কোচোয়ান আর তার পাশে উপবিষ্ট দ্বিতীয় রক্ষী। পিছন থেকে লাফিয়ে নামল তৃতীয় রক্ষী, এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের ভিতর।

হারমেঁতাল গিয়ে কোচবাক্সে লাফিয়ে উঠল। লাভাল আর ভ্যালেফ গিয়ে গাড়ির দুই দিক আগলে দাঁড়াল, পম্পাডুর গাড়ির ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলেন রিজেন্টের নাকের ডগায়—"টুঁ শব্দটি করেছেন কি—"

"কোন শব্দই করব না"—মৃদুস্বরে বললেন রিজেন্ট—"গুলি-টুলির দরকার নেই। কোথায় নিয়ে যাবেন, চলুন।"

পম্পাডুর গাড়িতে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন, তাঁর ভাগ্য ভাল, ভ্যালেফ নিষেধ করল—"আপনি বরং সমুখ দিকটা দেখুন। গাড়ির দুই দিকে তো আমরা দুজন আছিই, পালাবে আর কেমন করে?"

গাড়ি চলল বিদ্যুতের বেগে। পথ জনমনুষ্যহীন। চাঁদ উঠেছে আকাশে, মরা-মরা আলো তার। সারা বন থমথম করছে নীরব বিভীষিকায়।

গাড়ি চলেছে। চেলস্ রোড থেকে একটা ছোট রাস্তা যেখানে ঘুরে মঠে গিয়ে ঢুকেছে, গাড়ি সেইখানে এসে পড়ল। মঠের পথ খোলা, কিন্তু মঠে তো যাবে না গাড়ি! গাড়ি যাবে সোজা চেলস্ রোড ধরে সীমান্ত পর্যন্ত, বিশ মাইল রাস্তা।

কিন্তু তা যাওয়ার উপায় নেই। সীমান্তের রাস্তা এখানে বন্ধ। একটা চওড়া খদ কাটা হয়েছে রাস্তার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। দুই দিকে বনের গভীরেও বেশ খানিকটা দূর ঢুকে গিয়েছে সেই খদ।

অপ্রত্যাশিত! বিনা মেঘে বজ্রপাত! এ খদ কে খুঁড়ল? কেন

BanglaBook.org

খুঁড়ল ? চেলস্ রোড দিয়ে স্পেন সীমান্তে পৌঁছোনোর তো উপায় নেই আর !

ঘোরাও গাড়ি ! বাঁয়ে চ্যারেনটন রোড ফেলে আসা গিয়েছে। সেই রাস্তা ধরে বিদ্যুদ্বেগে ছোটাও গাড়ি ! একটু ঘুর পথ হবে, তার আর করা যাচ্ছে কী ! কিন্তু চ্যারেনটন রোড থেকেও সীমান্তে পৌঁছোনোর একটা রাস্তা আছে, অপেক্ষাকৃত সরু, কিন্তু গাড়ি বেশ চলবে তাতেও।

ছোটাও গাড়ি ! ঐ চ্যারেনটনের পথ !

ছোটাও গাড়ি ! সামনেই বেরিয়ে গিয়েছে সীমান্তের রাস্তা !

ছোটাও ! ছোটাও ! যাঃ ! এক অনতিউচ্চ পাথরের দেয়ালে সীমান্তের রাস্তা অবরুদ্ধ। গাড়ি চালাবার উপায় নেই !

পরপর এই প্রতিবন্ধক, এ তো মনুষ্যকৃত না হয়ে যায় না ! তা হলে কি ষড়যন্ত্রীদের আজকের অভিযানের বৃত্তান্ত আগে থাকতেই জানা ছিল শাসকদের ? না থাকলে পায়ে পায়ে এসব প্রতিরোধ তারা গড়ে তোলে কেন ?

ফেরাও গাড়ি ! চিন্তার সময় নেই। ফেরাও গাড়ি প্যারির দিকে। রিজেন্টকে আপাততঃ আবদ্ধ কর আর্সেনালে। তারপর দেখা যাবে তখন—

ফেরাও গাড়ি ! ছোটাও গাড়ি প্যারির দিকে ! কিন্তু এ কী ?

ফেরার উপায় নেই। বনের ভিতর থেকে, তিন দিক থেকে বেরিয়ে এসেছে তিনটে চলন্ত প্রাচীর, তিন দিকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে ষড়যন্ত্রীদের।

"পালাও ! পালাও !"—কোথা থেকে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন পম্পাডুর—"ঘিরে ফেলেছে আমাদের !"

পরের মুহূর্তেই গাড়ির দুই পাশ থেকে লাভাল আর ভ্যালেফ ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের ভিতর।

হারমেঁতালের পক্ষে তা সম্ভব হল না। কোচবাক্স থেকে নামতে তার দেরি হয়ে গেল। তার ঘোড়া ছিল লাভালের হাতে। লাভাল

BanglaBook.org

ছুটে চলে গেল যখন, হারমেঁতালের ঘোড়ার কথা তার মনে ছিল না। সে ঘোড়া বন্ধনমুক্ত হয়ে আপন মনে যে কোন একদিকে ছুট দেবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে হারমেঁতাল গিয়ে ধরল তাকে।

ধরল বটে, কিন্তু কয়েক মিনিট সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাতে। অতি মূল্যবান সময়। ঘোড়ার পিঠে খাঁটি হয়ে বসতে না বসতেই হারমেঁতাল দেখল যে রাজসৈন্য চক্রাকারে ঘিরে ধরেছে তাকে। সে ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিকটতম বেষ্টনীর উপরে। দুটো সৈনিককে চাপা দিল সে। কিন্তু আর দশটা এসে চেপে ধরল তাকেও।

গাড়ি থেকে নেমে এসে যে ব্যক্তি এবার খোলা রাস্তায় হাত-পা খেলাতে লাগল মনের আনন্দে, সে রিজেন্ট ফিলিপ নয়, ফিলিপের ভৃত্য বোরগুঁইনো।

পরদিন ভোর হতে না হতেই সারা প্যারি সচকিত, চমকিত, চঞ্চল। রিজেন্টকে অপহরণের একটা দানবীয় উদ্যম হয়েছিল রাত্রে, ব্যর্থ হয়েছে সে উদ্যম, ধৃত হয়েছে উদ্যমের নেতা রাওল-দ্য-হারমেঁতাল এবং তার উস্কানিদাতা হিসাবে ডিউক ও ডাচেস্ মেইন হয়েছেন আর্সেনালে নজরবন্দী।

হারমেঁতালের প্রাণদণ্ড সুনিশ্চিত, অতি নিশ্চিত। কুঠারে ধার দিচ্ছে জল্লাদ। রিজেন্ট শুধু অপেক্ষা করছেন, যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে হারমেঁতালের মুখ থেকে অন্য ষড়যন্ত্রীদের সম্বন্ধে সবিস্তার তথ্য আদায়ের জন্য।

"যন্ত্রণাগারে নিয়ে যাও বন্দীকে"—আদেশ দেবার জন্যই তিনি ডেকেছিলেন র‍্যাভানকে। কিন্তু র‍্যাভান এসেই সংবাদ দিল, এক সুন্দরী তরুণী তাঁর দর্শনপ্রার্থী। এই মুহূর্তে। এক মুহূর্তের জন্য। জীবনমরণ সমস্যা তার।

ডিউক ফিলিপ, মহিলাদের দেবীজ্ঞানে সম্ভ্রম দেখাতে অভ্যস্ত—"নিয়ে এসো, তবে বলে দিও, সত্যিই এক মুহূর্তের বেশি সময় আমি দিতে পারব না।"

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কক্ষে প্রবেশ করল, অশ্রুমুখী ব্যাথাইল্ডি।

"ভদ্রে! কী করতে পারি আপনার জন্য?"

"আমার বাগ্‌দত্ত স্বামীর প্রাণভিক্ষা দিতে পারেন রিজেন্ট?"

"কে? কে? হারমেঁতাল নয় তো?"

"হ্যাঁ, তিনিই।

"অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব!"

"ভিক্ষা দেওয়া যদি অসম্ভব হয়, তবে ঋণ পরিশোধ করুন।"

"কী? কী বললেন?"

"বললাম এই কথা যে আমার স্বর্গীয় পিতার কাছে আপনি নিজের জীবনের জন্য ঋণী আছেন। সেই ঋণ শোধ করুন আমার স্বামীর জীবন দান করে। এই পত্রখানা দেখুন তো! আপনার বিস্মৃত ঋণের কথা মনে পড়তে পারে এটা পড়লে।"

ব্যাথাইল্ডি যে পত্র রিজেন্টের হাতে দিল, তার বয়ান এই রকম, "মাদাম! আপনার স্বামী আলবার্ট ফ্রান্সের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। তার পূর্বে আমার জীবনও তিনি রক্ষা করেছিলেন আলামাঞ্জায়। আপনার স্বামীকে ফিরিয়ে আনা, সে তো ফ্রান্সেরও সাধ্যাতীত, আমারও সাধ্যাতীত। কিন্তু কখনও যদি কোন অভাবে বা বিপদে পড়েন, স্মরণ রাখবেন, ফ্রান্সও আপনার কাছে ঋণী, ব্যক্তিগতভাবে আমিও তাই। ফিলিপ দ্য অলিয়াঁ।"

"কর্নেল রোকারের মেয়ে তুমি?"—একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন ফিলিপ দ্য অলিয়াঁ।

একটু পরেই ডুবয় এসে হাজির। রাগে সে নিজের চুল ছিঁড়ছে —"এ তুমি কী করলে ডিউক? মুক্তি দিলে হারমেঁতালকে?"

"শুধু মুক্তি দিই নি, তাকে রাজসৈন্যের কর্নেল পদও দিয়েছি।"

"তুমি মতিচ্ছন্ন হয়েছ ফিলিপ!"

"না বন্ধু, না। মতিচ্ছন্ন-টন্ন নয়, যা চিরদিন ছিলাম, এখনও তাই আছি। অর্থাৎ দিলদরিয়া ফিলিপ।"

সমাপ্ত